Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীললিতা সখী

PRESENTED

LIBRARY

No. ....

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

BANARAS.

11|231

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRE

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীললিতা সখী

(পূর্ব্বাশ্রম-কাহিনী)

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
11/231

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

প্রকাশক
শ্রীনিমাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মাশিলা "ভক্তি-নিকেতন"
আন্দুল-মৌড়ী পোঃ, জেলা হাওড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রকাশ : শ্রীশ্রীগুরু-পূর্ণিমা ১৩৫৯

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড (বেলগাছিয়া)
কলিকাতা হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
No.........
... Anandamayee Ashram
BANARAS.

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

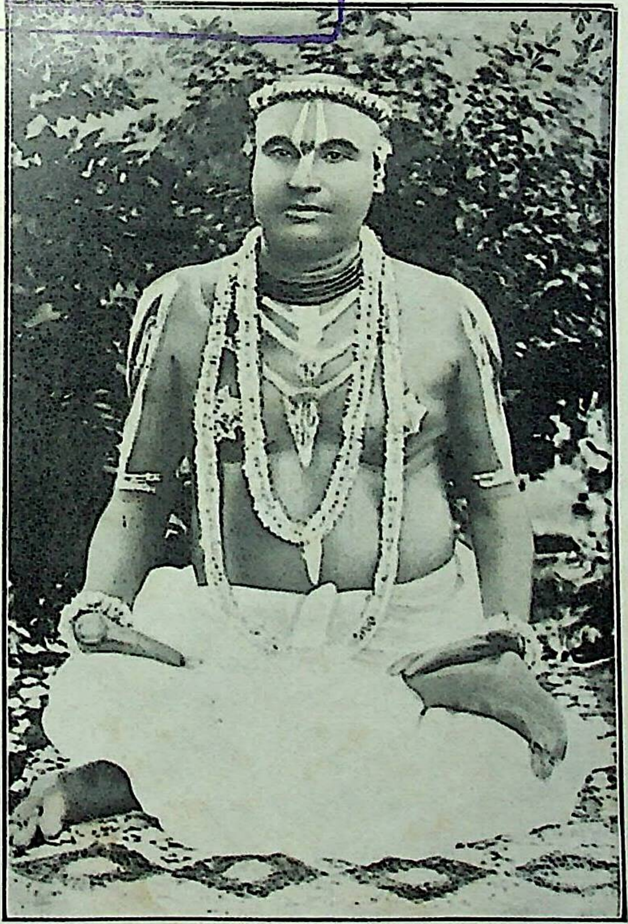

শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণ চরণ দাস দেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ॥

সমর্পণ-পত্র

৯৭/২০৭

পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস দেব

(বড়বাবাজী মহোদয়)

দেব !

তোমারই অপার করুণায় 'জয়গোপাল' "সখী ললিতা দাসী" হইয়াছিল; আত্মসুখ-বিবর্জ্জিত ব্রজগোপীর নিষ্কাম সাধনার পথ তুমিই তাহাকে দেখাইয়াছিলে; তুমিই শিখাইয়াছিলে প্রাণীমাত্রকেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রকাশ জ্ঞানে সেবা করিতে। সেই "ললিতা সখী"র পূর্ব্বাশ্রম কাহিনী গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়া তোমাকে সমর্পণ করিলাম; তোমার "ললিতা"কে তুমি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর।

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস

দীনেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্তিস্থান—

১। প্রকাশক
মাশিলা—“ভক্তি-নিকেতন”
আন্দুল-মৌড়ী পোঃ, জেলা হাওড়া

২। শ্রীব্রজগোপাল দাস
পোস্তা রাজবাড়ী
২৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

৩। এইচ. সি. নাথ এণ্ড ব্রাদার্স
১১৯ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

৪। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

৫। শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবত জ্যোতিঃশাস্ত্রী
“ভাগবত ভবন”
১০২।৩ বকুলবাগান রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
No. ১২
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

॥ শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালো বিজয়তে ॥

ভূমিকা

মাননীয় গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ এই সর্ব্বথা-অযোগ্য-জনকে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। বাবাজী মহারাজ মনে করেন যে, এই কাঙ্গাল জন শ্রীসখীজির অনেক অন্তরঙ্গ সংবাদ রাখে। মনে পড়ে, পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক জননীর ক্রোড়ে সমাজবাড়ীতে যাইত। জানি না, কিসের আকর্ষণে, স্নেহসিক্ত জননীর ক্রোড় ত্যাগ করিয়া সে দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, ব্রজমায়ীদের মত কাপড় পরা এক মহিলার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িত। সেই মহিলাও ঐ বালককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শত শত চুম্বনে তাহার ছোট্ট মুখখানি ভরিয়া দিতেন। স্বহস্তে তৈয়ারি করিয়া ঠাকুরকে যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ লাগানো হইয়াছে, তাহারই কিয়দংশ লইয়া সেই বালকের মুখে তুলিয়া দিতেন। বালক তাহার ক্ষুদ্র বাহুতে সখীজির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি আমার কে?" সখীজি সহাস্যবদনে উত্তর করিতেন, "গৌরগোপাল! আমি তোমার দিদি হই, আমাকে তুমি 'দিদি' ব'লেই ডেকো।" এই সব ঘটনা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি। সেই স্নেহের স্পন্দন বুকের যে তন্ত্রীতে বাজিতেছে, সেখানে ভাষা পৌঁছায় না। সখীজি চিদ্‌রাজ্যের অভিমানমঞ্চে একইভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, বালকের কৈশোর-যৌবনাদির অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। স্কুল ছাড়িয়া সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশ, সংস্কৃত অধ্যয়ন প্রভৃতি, শ্রীল গোবর্দ্ধন দাস বাবাজী মহারাজের প্রমুখাৎ সমস্ত খোঁজ-খবরই রাখিতেন। তারপর কোন এক অজ্ঞাত শুভলগ্নে বৃন্দারণ্যবাসী ভাগবতপরমহংস শ্রীগুরুবিষ্ণুপাদপদ্মের দর্শনলাভ এবং বৈষ্ণব-দর্শন অধ্যাপনার ছলে নিরন্তর সান্নিধ্যদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময়ে প্রায় প্রত্যহই শ্রীমতী সখীজির শ্রীচরণ দর্শনে গমন করিতাম। ভক্তিশাস্ত্রের সমুজ্জ্বল পংক্তি সকল সখীজির ভিতরে দেদীপ্যমান দেখিতাম। আগে শাস্ত্র জানিতাম না, তথাপিও অনমুভূত মহনীয়তম সখীজির কৃপাকর্ষণ অনুভব করিতাম। শ্রীগুরুকৃপালাভের পর শ্রীমতী সখীজিকে নূতন করিয়া দেখিলাম। শ্রীগুরুনিষ্ঠার জ্বলন্ত বিগ্রহ এমন দ্বিতীয়টি আজ পর্য্যন্ত আর আমার নয়নে পড়ে নাই। 'জয়গুরু' শব্দ উচ্চারণ করিতে দুই চক্ষু অরুণবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ পুলকে সুশোভিত হইত।

সর্ব্বপ্রথম কথা,—সখীজির শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে যে জাতীয়বেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র সম্মত কিনা। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে বিষয়ের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। থাকিলেও, তিনি প্রকটাবস্থায় শত শত জনের এই ভাবের কৌতুক মিশ্রিত প্রশ্নের উত্তরে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাই আমি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। আমি একদিন তাঁহার কোলের কাছে বসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "দিদি! আপনি এই রকম বেশ গ্রহণ ক'রেছেন কেন?" উত্তরে মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি পণ্ডিত হ'য়েও এই প্রশ্ন ক'রলে? তবে শোন, কিছু বলি। আচার্য্য দুই প্রকার—সন্নিহিত আচার্য্য ও অসন্নিহিত আচার্য্য। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি আচার্য্যগণ অসন্নিহিত আচার্য্য। শ্রীগুরুদেবই সন্নিহিত আচার্য্য। এই সন্নিহিত আচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রলে সাধক ব্যক্তি কৃতকৃতার্থ হয়। সাধকের ব্যক্তিগত জীবন শ্রীগুরুদেবই নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকেন। শ্রীগুরুদেব বৈধ আদেশ করলেন, কি অবৈধ আদেশ করলেন, তা আশ্রিত শিষ্যের বিচারের অতীত। দীক্ষার তাৎপর্য্য শুধু মন্ত্রলাভ নয়। কারণ, মন্ত্র যে কোন স্থান হ'তেই লাভ করা যেতে পারে। দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মলাভ। নির্হেতু কৃপাকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ হ'লে সাধক ব্যক্তির সর্ব্ব-দুর্ভাগ্য নাশ হ'য়ে সর্ব্ব-সৌভাগ্যের উদয় হয়। তাঁর যাতে সুখ, তাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর ইচ্ছা হ'য়েছে আমাকে শাড়ী পরাতে, তাই আমি শাড়ী পরেছি। যদি তাঁর ইচ্ছা হ'ত আমাকে উলঙ্গ রাখতে, আমি তাতেও কোনরূপ আপত্তি করতাম না।"

পরবর্ত্তী কালে যখন ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করা হয়, তখন দেখা যায় যে, শ্রীল কবি কর্ণপুর গোস্বামীকৃত 'শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' গ্রন্থে মাধব-মহোৎসব-লীলায় শ্রীবৃন্দাদেবী-আবির্ভাবিত ত্রিভুবনের সঙ্গীতাচার্য্যা গন্ধর্ব্ব-রাজকন্যা শ্রীমাতঙ্গীদেবী সপার্ষদে আগমন করিয়াছিলেন। মাতঙ্গী-দেবীর সঙ্গে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, সপ্ত স্বরাদি সকলেই আসিয়াছিলেন। শ্রীরাধারাণী সিংহাসনে উপবেশন করিলে তাঁহার পাদপীঠের নিকটে বসন্তরাগ উপবেশন করেন। কোন এক সময় শ্রীবৃন্দাদেবী অনুরোধ করিয়াছিলেন, "হে বৃষভানু-দুলালি! নিজ পাদপীঠ সমীপে উপবিষ্ট বসন্তরাগের প্রতি একবার কৃপা-দৃষ্টিপাত করুন। আপনি কোন পুরুষের মুখদর্শন করেন না বলিয়া, তাহাকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া আনিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীবৃষভানু-রাজকুমারী চরণোপান্তে উপবিষ্ট বসন্তরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাগরাজ বসন্ত পরমানন্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ইহাতে কবি কর্ণপুরপাদ প্রসঙ্গক্রমে দেখাইলেন যে, শ্রীরাধারাণী অন্য পুরুষদেহধারীর মুখদর্শন করেন না। যদি কোন প্রয়োজনবশতঃ কোন পুরুষকে তাঁহার সম্মুখে লইতে হয়, তবে তাহাকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়াই লইতে হইবে। পূজ্যপাদ বড় বাবাজী মহারাজ সখীজিকে বাহ্যতঃ যে বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক রাগানুগীয় সাধকের আন্তররূপের বাহ্যাভিব্যক্তি। সাধকের বাহ্য ও আন্তর দুই সাধন বিদ্যমান থাকে। বাহ্যদেহাবেশে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ যাজন করেন এবং আন্তরদেহাবেশে নিজেকে গোপকিশোরী ধ্যান করিয়া মানসে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের প্রিয় সেবা করিয়া থাকেন। সখীজির শ্রীগুরুদেব সখীজির বৈধীমূলক সাধকোচিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বন্ধ করিয়া সিদ্ধোচিত বেশভূষা ও অভিমান দিয়াছিলেন। ইহা অপূর্ব্ব হইলেও অবৈধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, "পুরাণে শ্রূয়তে পাদ্মে পুংসামপি ভবেদিয়ম্।" পদ্মপুরাণে শুনা যায়, পুরুষেরও এই রাগানুগা ভক্তি হয়। শ্লোকাংশে 'অপি' শব্দের অর্থের তাৎপর্য্যে বুঝা যায়, স্ত্রীজাতিরই এই ভক্তিতে মুখ্যাধিকার। স্ত্রী বা পুরুষের অভিমানই তজ্জাতীয়ত্বের কারণ। শ্রীল বড় বাবাজী মহারাজ সখীজির পুরুষ অভিমানকে কায়বাক্যমন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া অপ্রাকৃত নারী-অভিমান দান করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বাহ্যতঃ গোপকিশোরী স্বরূপ অঙ্গীকার করিলে সেই প্রকার বাহ্যতঃ ব্রজযুগল শ্রীরাধারমণের অবস্থিতি থাকা চাই। তাহা না হইলে উক্ত বেশ সেবাহীন হইয়া পড়ে। আমার এই হতভাগ্য জীবনে যে দুই-এক দিন তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে দেখিয়াছি শ্রীমন্দিরে সেবিত শ্রীশ্রীরাধারমণে তাঁহার সাক্ষাৎবুদ্ধি দেদীপ্যমান। শ্রীধাম নবদ্বীপের সমাজ-বাড়ীকে শ্রীবৃন্দাবনের অনঙ্গমঞ্জরীদেবীর কুঞ্জ বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। এবং তিনি নিজেকে সেই কুঞ্জের একজন সেবিকা বলিয়াই অভিমান করিতেন।

সমাজ-বাড়ীর প্রতি তরুলতাকে কল্পতরু কল্পলতা বলিয়া তিনি ধারণা করিতেন। কোন তরু বা লতা উপমর্দ্দিত বা ছিন্ন হইলে সখীজির দুঃখের অন্ত থাকিত না। নয়নের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। ঘন ঘন উচ্চারণ করিতেন 'জয় রাধারমণ' 'জয় রাধারমণ।' উক্ত মঠের প্রতিটি ধূলিকণাও সখীজির প্রাণপ্রিয় ছিল।

অনেক সময় কথা-প্রসঙ্গে বলিতাম, "দিদি! দীনেশদাদার সঙ্গে মেদিনীপুর ইত্যাদি কোন স্থানে গিয়েছিলাম," কিংবা "তিনুর সঙ্গে ট্রামে দেখা হ'য়েছিল, সে বড় অশান্তিতে আছে।" ইত্যাদি। এই সকল কথা শ্রবণে তাঁহার কোনপ্রকার আগ্রহ বা উল্লাস কখনও দেখি নাই। প্রায়শঃ কোন কথাই বলিতেন না, বলিলেও বলিতেন, "তাঁরা ব্রাহ্মণ, গুরু-গোঁসাই লোক, এই গোয়ালিনীকেও একটু আধটু কৃপা ক'রে থাকেন।" এই প্রকার ভাষা শুনিয়া বুঝিতাম দিদি আমাকে ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, প্রাকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারকে একেবারে না ভুলিলে অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ হয় না। বৈশেষিকগণ বলেন, পূর্ব্বসিদ্ধের ত্যাগ ব্যতীত আগন্তুকের গ্রহণ অসম্ভব। শ্রীগুরুদেব তাঁহার পরমদাতৃত্বগুণে গৌর-গোবিন্দ-প্রেমমণি দিতে গেলেও মাদৃশ-জন পূর্ব্বসিদ্ধ প্রাকৃত বিষয়াসক্তি জাগাইয়া রাখিয়াই অপ্রাকৃত প্রেমধনে ধনী হইতে বাসনা করে। ফলে শ্রীগুরুদেব সিদ্ধই হউন আর সাধকই হউন, তাঁহার কৃপাশক্তি আমাতে প্রবেশ করিতে পারে না।

এখন আর একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইতেছে, শ্রীমতী সখীজি কেন বহু দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতেন। সাধারণ জনগণ এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারে না। আমি একদিন সাক্ষাৎ শ্রীসখীজিকে 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র পংক্তি উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলাম "দিদি। 'না পূজিব দেবী-দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ'—এই পয়ারটি একবার ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।" তিনি মৃদু হাসিয়া আমার চাতুর্য্য যে বুঝিয়াছেন তাহারই ইঙ্গিত করিলেন। তারপর বলিলেন, "সাধক ব্যক্তি সর্ব্বদা মনে রাখবে যে, একমাত্র কৃষ্ণসেবাতেই সর্ব্বদেবতার সেবা করা হয়। তবে আমার কথা স্বতন্ত্র।" নিজের শাড়ী দেখাইয়া বলিলেন, "আমাকে শ্রীগুরুদেব এ জগতে রেখেই সে জগতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোয়ালারা আপনাদের অত শাস্ত্র-টাস্ত্র বোঝে না। নন্দদুলাল তাঁদের প্রাণের প্রাণ। ভগবান নয়। তাই নন্দদুলালের মঙ্গলের জন্য তাঁরা সর্ব্বদেবতারই আরাধনা ক'রে থাকেন। দেখাই তো যাচ্ছে যে, বাবা নন্দ শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহের সেবক, অম্বিকাবনের শিবের উপাসক। মা যশোদা নিজ পুত্রের বনগমন সময় পূজিত হরপার্ব্বতীর নির্ম্মাল্য, জবা ও বিল্বদল পুত্রের হাতে বেঁধে দিচ্ছেন। শ্রীরাধারাণীর সূর্য্যপূজা, শ্রীচন্দ্রাবলীর চণ্ডীকার আরাধনা, অধিক কথা কি, কাত্যায়নীব্রতপরা অগণিত ব্রজবালিকাই ইহার সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

গোপগোপীগণের এই সকল দেব আরাধনা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরই ব্যাহ্যাভি-ব্যক্তি। এই দেব আরাধনার বলে তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় নাই, তাহাদের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখীজির সেবার পরিপাটী বিশ্ববিদিত। গৃহনির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধন পর্য্যন্ত সমস্ত সেবা তাঁহাকে স্বহস্তে করিতে দেখিয়াছি। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার পথে পুষ্পচয়ন মানসে সমাজ-বাড়ীতে প্রবেশ করিতাম। প্রায়শঃই দেখিতাম, শ্রীমতী সখীজি শ্রীগুরুপ্রণাম করিতেছেন আর বিড়্বিড়্ করিয়া কি যেন বলিতেছেন। একদিন দেখিলাম, মঠের নির্ম্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ শতাধিক জমায়েৎ সাধু ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। সখীজি শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছেন। প্রণামের শেষে ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে নিজ গুরুদেবকে বলিতেছেন, "সাধু তো নিয়ে এলেন, কিন্তু সেবার উপকরণ কোথায়? আমার হাতে মাত্র সাতটি টাকা আছে। যা' হয় ব্যবস্থা করুন। আমি তো আর শাড়ী পরে' টাকা উপায় করতে যেতে পারি না!" চাহিয়া দেখিলাম, দুই চোখের জলে সখীজির বুক ভাসিয়া যাইতেছে। আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখছো ব্যাপার, যাঁর মঠ তাঁকে জানিয়ে দিলুম। এখন চল ঐ ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসি।" প্রায় দশ মিনিট পরে দেখিলাম, চার জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসিয়া সখীজিকে বলিলেন "মাইজি, আমরা ভজন আশ্রম থেকে শুন্‌লাম, বহু সাধু এখানে এসেছেন; তাই আমরা ছুটে এলাম, একটু সাধুসেবা করবার মানসে। আপনি যদি কৃপা ক'রে গ্রহণ করেন, তা হ'লে আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হই। এই টাকা কয়টা এনেছি, গ্রহণ করতে মর্জি হোক। ঘি, আটা, আনাজপত্র গাড়ী ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাদের নিজ সন্তান জ্ঞানে অসঙ্কোচে আদেশ করবেন।" এদিকে সখীজি করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন, আর মুখে 'জয়গুরু', 'জয়গুরু', বলিতেছেন। নয়নের জলে যেন বান ডাকিয়াছে। গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, ঐ শ্রীমন্দিরে এক মহাত্মা ব'সে আছেন, তাঁরই এই মঠ। টাকা দিতে হ'লে তাঁকেই দেওয়া হোক। আমি সামান্য দাসী মাত্র। ঝি-চাকরের হাতে কি টাকা দিতে আছে?" ভদ্রলোকগণ কোথায় কোন্ মন্দির ভাল বুঝিতে না পারায়, আমিই সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের লইয়া গেলাম—বড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজী মহারাজের শ্রীমন্দিরে। দেখিলাম, এক গোছা নোট মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তারপর আমাকে মঠের লোক মনে করিয়া বলিলেন "বাবা, আমরা যাচ্ছি, অন্যান্য জিনিস শীগ্‌গীরই গাড়ী ক'রে পাঠিয়ে দেব।" আমি নোটগুলি লইয়া দিদির কাছে গেলাম এবং গণনা করিয়া দেখিলাম, উহা পাঁচ হাজার টাকা। দিদি একইভাবে বসিয়া কাঁদিতেছেন। আমি বলিলাম, "উঠুন, টাকাগুলি বাক্সে রাখুন।" আমাকে চাবিটা ফেলিয়া দিয়া দিদি বলিলেন, "ঐ সাতটা টাকাও এর মধ্যে মিশিয়ে রেখো। কারণ কর্ত্তার আদেশ আছে, কেউ বৈষ্ণব-সেবা দিলে, সেই টাকার মধ্যে নিজের কিছু মিশিয়ে দেবে। পরিপূর্ণ সেবা করতে তোমার যোগ্যতা নেই, তবু যেটুকু সেবায় লাগে। তাই যতটুকু বৈষ্ণব-সেবায় লাগে তার সুযোগ ত্যাগ ক'রো না।"

সর্ব্বোপরি শ্রীমতী সখীজির অলঙ্কারশাস্ত্র ও লীলাগ্রন্থের জ্ঞান অপরিসীম। বহুদিন তাঁহার কাছে বসিয়া লীলাগ্রন্থ আস্বাদনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। শব্দের মুখ্যা-গৌণি-ভেদে প্রধান বৃত্তি থাকিলেও রস ব্যঞ্জনাবৃত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি ধারণা করা খুবই কঠিন। অপরিসীম মেধাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া, বিশেষতঃ পারমার্থিক শাস্ত্রে, প্রবল শ্রীগুরুপাদপদ্ম-করুণা ছাড়া, অন্যের পক্ষে ব্যঞ্জনা ধারণা করা অসম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন করিলে, রান্না করিতে করিতে বা পূজার ফল আমানি করিতে করিতেই সখীজি আমাকে শত শত ব্যঞ্জনাবৃত্তি দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ শক্তি সাধারণ ভক্তগণ পরিজ্ঞাত ছিলেন কি না আমি জানি না। তবে আমার শ্রীগুরুদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, ইহা নাকি শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের কৃপা-প্রসূতা।

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজি মহারাজের ধারণা, আমি সখীজির অন্তরঙ্গ সঙ্গী। ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। বহুদিন লোক পাঠাইয়া গভীর রাত্রিতে আমাকে ডাকিয়া আনাইয়া তিনি তাঁহার প্রাণকোটি-প্রিয় শ্রীশ্রীরাধারমণের লীলা-কথা এই গৃহমেধীজনকে শুনাইয়াছেন। পাঠকগণ একবার চিন্তা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখুন, লীলা কথা আলোচনার ব্যাকুলতা কিরূপ প্রবল হইলে, তাদৃশ মহাপুরুষ মাদৃশ জনকে স্মরণ করিতে পারেন। কৃপা কাহাকে বলে তাহা দেখিয়াছি এবং কিছু কিছু অনুভবও করিয়াছি, কিন্তু অনাদি দুর্দ্দৈব বশে প্রাকৃত বিষয়-বিষ পান করিয়া নিজের চপল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার দ্বার দিয়া সব হারাইয়া ফেলিয়াছি। আজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকৃপার গন্ধমাত্রও আর আমাতে নাই।

গ্রন্থকার পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীসখীজির পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি এই গ্রন্থে শ্রীসখীজির কেবল পূর্ব্বাশ্রমের লীলা-প্রসঙ্গই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, শ্রীগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার অপ্রাকৃত লীলামাধুরী সুপ্রকাশিত হইবে। কোন মহাপুরুষের চরিত্র, সমালোচনার দৃষ্টিতে গ্রহণ করা অপরাধ ; ইহা নিজের সুদীর্ঘ সংসার-পথের পাথেয়রূপে গ্রহণ করাই শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত সদাচার। আমি আশা করি, এই গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া বৈষ্ণবগণ পরম আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীসখীজির প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী বলিব ভাবিয়া পাই না। তারপর ভূমিকা লিখিতে বসিয়া গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে গেলে ভূমিকার কলেবর সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী খণ্ডে যখন তাঁহার বিষয় বিশেষভাবেই লিখিবার আশ্বাস গ্রন্থকার দিয়াছেন, তখন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণ স্মরণ করিয়া এইখানেই প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী
গুরুগৌরবানন্দ স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭|২৩

শ্রীশ্রীললিতা সখী সম্বন্ধে দু'টো কথা

মাতৃসাধক ভক্তকবি শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"মন, তুমি কৃষি কাজ জান না।
(এমন) মানব-জমি রইল পতিত
আবাদ্ ক'রলে ফ'লত সোণা ॥"

যাঁহারা আবাদ করিতে জানেন, তাঁহারা মানব-জমিতে সত্য সত্যই সোণা ফলাইতে পারেন। কেমন করিয়া সোণা ফলাইতে হয়, ভক্তকবি তাহাও জীবজগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন—

"গুরুদত্ত বীজ রোপণ ক'রে
ভক্তিবারি তায় সেচনা ॥"

যাঁহার জীবন-কাহিনী এই গ্রন্থমধ্যে আলোচিত হইয়াছে, আমাদের সেই 'গোপালকৃষ্ণ' দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। মনুষ্য-জন্ম যে অর্থদ, তাহা তিনি আপন জীবনে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সত্য সত্যই গুরুদত্ত বীজ রোপণ করিয়া, ভক্তিবারি সিঞ্চনের দ্বারা মানব-জমিতে সোণা ফলাইয়াছিলেন। গোপালকৃষ্ণের গোপীভাব-সিদ্ধি, শুধু ভাবসিদ্ধি নহে, শ্রীগুরুকৃপায় ভজনপ্রভাবে প্রাকৃত দেহের অনু-পরমাণু শোধন করিয়া অপ্রাকৃত গোপীদেহও লাভ করিয়াছিলেন।

ভজনপ্রভাবে যে প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃত হইতে পারে মহাজনানুভবে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে উল্লেখ আছে—তীব্র সাধনপ্রভাবে দেহের অনু-পরমাণু সংশোধিত হইয়া সাধকদেহ সিদ্ধস্বরূপে পরিণত হয়। ভাবই দেহ ও মনের সংগঠনকারক। অন্তরে শুদ্ধভাবের আবির্ভাব হইলে দেহও তদনুরূপে সংগঠিত হয়। গোপালকৃষ্ণ মহা শক্তিশালী শ্রীগুরুদেবের কৃপায় গোপীভাবসাধনায় সিদ্ধিলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তদনুরূপ স্বরূপও লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্য-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তাঁহারা জানেন যে, চলন-বলন, বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার সকল দিক দিয়াই গোপালকৃষ্ণ সত্যকারের ললিতাদাসী হইয়াছিলেন। কোনদিন যে তাঁহার পুরুষ দেহ ছিল তাহা তাঁহার স্মৃতিপট হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছিল। তাঁহার হাব-ভাব চলন-বলন যে সম্পূর্ণ স্ত্রীজনোচিত তাহা দর্শক মাত্রেরই উপলব্ধি হইত। অনেক স্ত্রীলোক স্পষ্টই বলিতেন—"পুরুষ স্ত্রীলোকের বেশে সাজিয়া থাকিলেও আমরা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারি। কারণ পুরুষের সান্নিধ্যে আমাদের স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক যে সঙ্কোচ তাহা আপনিই প্রকাশ পায়। কিন্তু ইঁহার নিকটে আমাদের মনে আদৌ কোনরূপ সঙ্কোচভাব আসে না, ই।ন যে আমাদেরই মত একজন স্ত্রীলোক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাতে আছে—

"কবে যাব ব্রজপুরে আহিরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব।
যাবটে আমার কবে এ পাণি গ্রহণ হবে
সখীমাঝে বসতি করিব ॥"

* * *

"কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপরে বসাব দু'জন ॥
দুহুঁ অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরব মুখচন্দ্র ॥"

* * *

গুরুরূপা সখী বামে ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে
চামরের বাতাস করিব।" ইত্যাদি

ইহাই বৈষ্ণবীয় সাধনার চরম সাধ্য। সাধক শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যাঙ্গ যাজন এবং স্মরণ মননে গোপীভাব সাধন করিয়া ভাবসিদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

হইলে জন্মান্তরে সেবাযোগ্য দেহ লাভ করে, ইহাই সাধারণ রীতি। কিন্তু মহাশক্তিধর শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। যথাবস্থিত প্রাকৃত সাধকদেহ যে সিদ্ধস্বরূপে পরিণত হইতে পারে, ইহারই অনন্যসাধারণ নিদর্শন আমাদের এই 'সখী ললিতাদাসী।' শ্রীল ধ্রুব মহারাজের যথাবস্থিত দেহে ধ্রুবলোকে গমন প্রসঙ্গও ইহার পরিপোষক।

অন্তরের গোপীভাবের প্রবলতায় সেই ভাবের অনুরূপ দেহের বেশভূষার পরিবর্ত্তন হয়। মহাজনগণ যে তদ্ভাবানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্য খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীল দাস গদাধরের আচরণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

"গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন কে কিনিবে গো-রস॥"

*　　*　　*

গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনারে গোপী হেন বাসে॥"

এই সকল প্রমাণের দ্বারা আমাদের গোপালকৃষ্ণের শ্রীগুরুকৃপালব্ধ গোপীভাবের বাহ্যিক অভিব্যক্তি মহাজনানুমোদিত, ইহাই সূচিত হইতেছে।

শ্রীগুরুকৃপায় গোপালকৃষ্ণ গোপীভাবে ললিতাদাসী হইয়া যে সকল অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব আচরণ করিয়াছেন, সৌভাগ্যবশে তাহার কিছু কিছু দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। শ্রীরাসলীলা, শ্রীঝুলনলীলা, শ্রীহোলীলীলা প্রভৃতি কীর্ত্তনকালে তাঁহার সুমধুর পদপদাবলীসহ সময়োচিত ভাবানুযায়ী নৃত্যরঙ্গ দর্শন করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীব্রজলীলার প্রত্যক্ষানুভূতি দর্শকগণের চিত্তে চিরজাগ্রত রহিয়াছে। তাঁহার সেই সকল যাজন এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশ হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবজগতের অশেষ কল্যাণ হইবে বলিয়াই মনে হয়। জানি না বাঞ্ছা-কল্পতরু কতদিনে আমাদের সে বাসনা পূরণ করিবেন।

এই গ্রন্থের লেখক বা সংগ্রাহক গোপালকৃষ্ণের সহোদর ভ্রাতা, বাল্যকালে তাঁহার সঙ্গ পাইয়া যথেষ্ট কৃপা লাভ করিয়াছেন। তারপর, গোপালকৃষ্ণের জন্ম হইতে গৃহত্যাগ ও সখীবেশ ধারণ পর্য্যন্ত এরূপ নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া রাখা যায় না; তথাপি ইনি বলিয়াছেন যে, "সমস্ত ঘটনা সংগ্রহ করার সুযোগ হয় নাই।" পাছে সত্যের অপলাপ হয় সেইজন্য অতি সন্তর্পণে লেখক লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ যৎসামান্য যাহা জীবনী হিসাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচনা পাঠ করিয়া তাহা যে অতিশয় ভ্রমপূর্ণ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বৃদ্ধবয়সে, শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার দুর্ব্বিপাকের মধ্যেও ইনি এমন পূত জীবনচরিত পাঠের সুযোগ দিয়া পথভ্রান্ত পথিককে সুপথের সন্ধানদানে ধন্য করিয়াছেন। এরূপ সৎগ্রন্থের প্রচার জনসমাজে যত বেশী হইবে ততই জগতের কল্যাণ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখকের বক্তব্য

যে কোন জীবনালেখ্য, বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার অলৌকিক ঘটনাবলীপূর্ণ কোন পূত মহান্ চরিত্র, যথাযথভাবে অঙ্কিত করা যে খুব দুরূহ ব্যাপার, এ বিষয়ে বোধ হয় কেহ দ্বিমত পোষণ করেন না। তাহার উপর যদি আলোচ্য ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী না হওয়া যায় অথবা কোন প্রামাণ্য বিবরণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া চরিত্র আলোচনা করিলে বহু ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু অসামঞ্জস্য সাধারণতঃ থাকিয়াই যায়। তখন প্রবীণ সমালোচকের দৃষ্টিতে ঐ সকল অসামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা সত্য-সত্যই একটি অতি দুরূহ ব্যাপার নয় কি ?

এ ক্ষেত্রে যদিও আমি বর্ত্তমান আলোচ্য চরিত্রের সমগ্র ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নই, তথাপি আমি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া পরিচয় দিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি; তাহারই ফলে সংসার-আশ্রমের কিয়দ্দিনের ও তৎপরবর্ত্তী জীবনের কিছু কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তবে কোনদিন এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাকেই একদিন সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। ঘটনাচক্রে তাহাই ঘটিল, শেষে আমাকেই লেখনী ধারণ করিতে হইল। আমি তো ভাল ভাবেই জানি যে, এইরূপ একটি সাধক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরিত্র যথাযথরূপে অঙ্কিত করার কোনরূপ যোগ্যতাই আমার নাই ; তবুও কেন এ প্রচেষ্টা, তাহাই বলিতেছি।

'ভক্তি' মাসিক পত্রিকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় বাধ্য হইয়া মধ্যে মধ্যে কিছু লিখিতে হইত। কিন্তু বাংলা ১৩৩৯ সাল হইতে 'ভক্তি' প্রকাশ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর এই সুদীর্ঘকালমধ্যে কেবলমাত্র বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট দুই-একখানা পত্র লেখা ছাড়া অন্য কোনরূপ প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য আমার লেখনী ধারণ করিবার আবশ্যক হয় নাই। শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক অশান্তি, বিশেষতঃ দৃষ্টিশক্তির গোলযোগের জন্য আর কিছু লিখিব না, ইহাই ছিল সঙ্কল্প। কিন্তু ললিতা সখীর নিত্যলীলা-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দিকে তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার অপ্রীতিকর ও অত্যদ্ভুত কাহিনী প্রচার হইতে আরম্ভ হয় ; 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় আমাদেরই কোন একজন বিশিষ্ট বন্ধু বহু নিষেধ সত্ত্বেও কতকগুলি অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রমপূর্ণ উদ্ভট কাহিনী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সমস্ত গুজব শ্রবণে ও প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠে সন্দিগ্ধ হইয়া বিভিন্ন মহল হইতে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার নিকট আসিতে থাকে, আমি বিব্রত হইয়া পড়ি। এ অবস্থায় আমার নীরব থাকা সম্ভব বা উচিত কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় পূজনীয় শ্রীশ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় আমাকে সখীজীর পূর্ব্বাশ্রমের একটি সঠিক বিবরণী প্রকাশের আদেশ দিলেন। আরও কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। আমি মহা চিন্তায় পড়িলাম ; নানাভাবে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়াও যখন নিষ্কৃতি পাইলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, তখন ভাবিলাম এত বড় গুরুদায়িত্ব আমার অক্ষম স্কন্ধে স্থাপন করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে। শেষে চিন্তা করিয়া বুঝিলাম, আমার বিষয়তুষ্ট চঞ্চল মনকে শান্ত করার জন্য এই মহৎ প্রচেষ্টার মধ্যে পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবানেরই মঙ্গল ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাই কৃতজ্ঞচিত্তে বন্ধুগণের প্রদত্ত এই গুরুদায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, যাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, তাঁহার কৃপা হইলে আমার বাসনাও অপূর্ণ থাকিবে না।

মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হইবার বহু পূর্ব হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মে নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনাসমূহ ঘটিতে থাকে। কিন্তু জাতকের অলৌকিকত্ব সে সময় সাধারণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না; ফলে মহাপুরুষদিগের শেষ-জীবনের কার্য্যাবলী দর্শনেই সাধারণতঃ মানুষের মনে তাঁহাদিগের গত-জীবনের অতীত কাহিনী অবগত হইবার কৌতূহল জাগে এবং পরস্পরের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। সে আলোচনাও আবার এক ভাবের নহে। বিভিন্ন ভাবের লোক বিভিন্ন প্রকারে করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনের সঠিক ঘটনাবলী প্রকাশ করা সহজ বলিয়া মনে হয় না। তথাপি কেন এ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম তাহার কারণ পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি; তাহা ছাড়া সখীজী যতদিন পূর্ব্বাশ্রমে ছিলেন, তন্মধ্যে যে কয়টা দিন তাঁহার মধুময় সঙ্গলাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাহার স্মৃতিটুকু গ্রন্থাকারে রাখিয়া দিতে আগ্রহ হওয়া আমার পক্ষে অস্বাভাবিক তো নয়ই, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং লোভনীয়; তাই সুযোগ যখন মিলিল, তখন নিজ প্রত্যক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনাবলীর সহিত তাঁহার মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, কাকা, কাকী প্রভৃতি ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হইতে এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী দুই-চার জন বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট যাহা শুনিয়াছি বা তাঁহাদের রোজনামচায় পাইয়াছি, তাহাই আমি সাধ্যমত সাজাইয়া প্রকাশ করিলাম; অনেক ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়া গেল। জানি না, কেহ উদ্যোগী হইয়া সে সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইবেন কি না। তারপর কেহ যদি তাঁহার সখী-বেশাশ্রিত সমগ্র জীবনকাহিনী সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জগতের বিশেষ মঙ্গল হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। জানি না, মঙ্গলময় কাহার মধ্যে এই প্রেরণা কখন জাগাইবেন।

যে মহাপুরুষের পবিত্র চরিত-কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তিনি মাত্র তেইশ বৎসর সংসারাশ্রমে ছিলেন। ইহার মধ্যে বাল্যকাল বাদ দিয়া যে কয় বৎসর থাকে, তাহার মধ্যেই বিদ্যাভ্যাসাদির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার যৌগিক প্রক্রিয়া এবং শারীরিক শক্তিচর্চ্চা ও নিয়ম-নিষ্ঠাদির সহিত ধর্ম্মালোচনা দ্বারা দেশের ও দশের জন্য যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য-সত্যই অপরিমেয়। বাল্য-ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণ স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেন, "এ কে?" অনেকে বলিতেনও, "নিশ্চয়ই কোন দৈবশক্তি ইহার ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে।" মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী অথবা আত্মীয়-স্বজনগণ অনেক সময় এজন্য যোগ্য লোকের সহিত আলোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনধারার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাইয়া কেমন যেন আত্মবিস্মৃত অবস্থায় তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা না দিয়া সহানুভূতিই দেখাইয়াছেন। বাল্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৌবনের সঙ্গীগণ ইঁহার সংসারাশ্রম ত্যাগের সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, "গোপালের ন্যায় শক্তিশালী, নিরহঙ্কার, সদাচারী, নীরব কর্ম্মী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহার সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। প্রকৃত-পক্ষেই গোপালের প্রতিটি কার্য্যের জন্য তাহার নিকট আমরা ঋণী; এ কথা অস্বীকার করিলে আমাদিগকে অকৃতজ্ঞতা-দোষদুষ্ট হইতে হইবে।"

গোপাল প্রথমে শক্তিমন্ত্রসাধনা করিয়াছিলেন—এ কথা গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারকার্য্যে বা নিজ আচরণের মধ্যে কোথাও অন্য সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়া কিছু করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিতে পাই নাই। গ্রন্থমধ্যে উপদেশাদি বা আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তব্য যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাবধারারই পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সংসার ত্যাগের পরে তিনি যেভাবে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হন এবং বেশাদি পরিবর্ত্তন করিয়া সখীজীবন যাপন করেন, তাহা যথাযথস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বাশ্রমে থাকাকালীন কথা-বার্ত্তা বা বক্তৃতাদি যাহা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন পদ বা শ্লোকের কিয়দংশ উল্লেখ ছিল, আমি রসপুষ্টিমানসে মূল গ্রন্থ হইতে তাহার অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। অনেক স্থলে নকলের গোলযোগে ভাষারও কিছু কিছু অপূর্ণতা ছিল। মূল বক্তব্য বজায় রাখিয়া, ভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া সেগুলিও পূর্ণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি, আশা করি পাঠকগণ এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি কথা এখানে পাঠকগণকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। কারণ এই বিষয় লইয়া কয়েক স্থানে বিশেষ অপ্রিয় আলোচনা শুনিয়াছি। "ললিতা সখীর পূর্ব্বাশ্রম-কাহিনী" শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ললিতা সখী একেবারে সখী হইয়াই জগতে প্রকট হইয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে, সাধারণ মানুষের মতই তিনি আদরের দুলালরূপে দেখা দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় নিজ কঠোর সংযম ও সাধনার দ্বারাই পরবর্ত্তীকালে সখীবেশ লাভ করিয়া "ললিতা সখী" এই নামে পরিচিত হন। বেশধারণের সহিত কুল, মান, বিদ্যা, এমন কি পুরুষোচিত সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে শ্রীগুরু-সেবার এক মহান্ আদর্শ স্থাপন করেন। তাঁহার অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত সেই আদর্শের ধারা অনুসরণ করিয়া এখনও চতুর্দ্দিকে প্রেম-নাম প্রচারের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাতে মনে হয় তাঁহার পবিত্র আদর্শ সত্য-সত্যই জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সখীবেশ ধারণের পরের কোন কাহিনী আমি আলোচনা করি নাই; কারণ, অযোগ্যতা তো আছেই, তাহা ছাড়া তখনকার সকল ঘটনা শুনিবার বা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয় নাই। বাল্যজীবনের ঘটনাবলী, বিশেষতঃ যেগুলি আমার সাক্ষাতে ঘটিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে কোন সঙ্কোচের কারণ দেখি না; তবে বর্ণনার ভাষা বা ধারা যে আমার উপযুক্ত নয়, তাহা বিশেষ-ভাবে জানিয়াও কতকগুলি ভুল ধারণার হাত হইতে পাঠকগণকে রক্ষা করিবার মানসে সত্যটিকে তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া দিলাম। এখন যিনি যেভাবে গ্রহণ করিয়া সুখী হন, আমি তাহাতেই নিজেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতার্থ মনে করিব। বংশতালিকা ও রাশিচক্র এবং কোষ্ঠীর বিচার-ফল গ্রন্থশেষে দেওয়া হইল। বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রকাশে কেহ তাঁহার সংগৃহীত ঘটনা দিয়া, কেহ তাঁহার সযত্নরক্ষিত রোজনামচা হইতে বক্তৃতাদির অংশবিশেষ প্রদান করিয়া, কেহ মৌখিক উপদেশ দিয়া, আবার কেহ বা কোথায় কি পাওয়া যাইবে তাহার সন্ধান দিয়া নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আমি সকলের নিকটই সেজন্য কৃতজ্ঞ। সর্ব্বমঙ্গলাধার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সকলের উপর কৃপামৃত বর্ষণ করুন—ইহাই আমার একান্ত কামনা।

সখীজীর বাল্যকালের কোন প্রতিকৃতি আমার নিকট নাই, কোথাও আছে কি না তাহাও জানি না; যদি কেহ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিব। সর্ব্বশেষে পাঠকগণের নিকট আমার করজোড়ে বিনীত নিবেদন—আমার বর্ণনের ভঙ্গী বা ভাষার দোষে যদি কেহ কোনরূপ মনে ব্যথা পান, তজ্জন্য আমাকেই দোষী করিবেন, আমার বর্ণিত মহাত্মার উপর কোনরূপ কটাক্ষ করিবেন না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার জয় হউক। অলমিতি।

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া
১৩৫৯ সাল বৈশাখ

বিনীত নিবেদক
শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
দীনেশচন্দ্র শর্ম্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

॥ শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ॥

॥ জয় জয় শ্রীগুরু ॥ জয় জয় শ্রীগুরু ॥ জয় জয় শ্রীগুরু ॥

মঙ্গলাচরণম্

"বন্দে বৃন্দাবনগুরুং কৃষ্ণং কমললোচনং ।
পীতাম্বরং ঘনশ্যামং বনমালাবিরাজিতম্ ॥
জয়তাং স্থরতৌ পঙ্গোর্মমমন্দমতের্গতি ।
মৎসর্ব্বস্ব পদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌসন্দৌতমোনুদৌ ॥"

* * *

অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনাসমূহের বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সময় সময় ভবিষ্যতের কিছু কিছু আভাস তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় অন্যান্য বহু ঘটনার মধ্যে এমন একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়া যায়, যাহা সতত-সতর্কদৃষ্টিসম্পন্ন প্রবীণদেরও দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে কিংবা দৃষ্টিগোচর হইলেও চিত্তে কোনরূপ গুরুত্বের ছাপ দিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। এই ভাবেরই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল বাংলা ১২৮০ সালের ২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে। সেদিন ছিল শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা। এই ঘটনাটির ফল পরবর্ত্তীকালে যাঁহারাই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই অশেষ প্রকারে সেই শুভদিনের শুভক্ষণটির গুণকীর্ত্তন করিতে যাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৌরনদী থানার অধীন হরিসেনা নামক গ্রামে একটি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কৃষ্ণাত্রেয়-গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহার নাম ছিল কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুঁড়েঘরেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত শুভদিনে শুভক্ষণে ঘটনাটির সূত্রপাত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকৃতই একজন নিষ্ঠাবান, ভগবৎবিশ্বাসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। শত বাধা-বিঘ্নেও ইনি আপন কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হন নাই। জ্ঞাতিবিরোধ, দারিদ্র্যের কঠোর পীড়ন, পারিবারিক ও শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে সময় সময় তাঁহাকে অনেক বিপদের মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছে; কিন্তু তিনি কোনরূপ চঞ্চল না হইয়া আপন ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া হাসিমুখেই সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

পিতামাতার বিশেষ আগ্রহে অল্পবয়সেই ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে সাড়েআটআনি-বাড়ীর আনন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা গৌরসুন্দরী দেবীর সহিত উক্ত কালীকান্ত ভট্টাচার্য্যের বিবাহ হয়। ভট্টাচার্য্য-পরিবারের সাংসারিক অবস্থা তৎকালে খুব সচ্ছল ছিল না, তাই বিবাহে বিশেষ জাঁকজমক হয় নাই; কিন্তু নববধূকে পাইয়া কালীকান্তের পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। গৌরসুন্দরী আপন চরিত্রগুণে ও অমায়িক ব্যবহারে বিবাহের দিন হইতেই সকলের অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি পতিকে জগৎপতির সাক্ষাৎ প্রতিনিধি জ্ঞানে সেবা করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও মনের মত পত্নী লাভ করিয়া পরম সুখী হন এবং সাধনভজনের ও সেবাকার্য্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাবিধ শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীরূপে গড়িয়া তুলিতে থাকেন। উভয়ে মিলিয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত কুলদেবতা ও পিতামাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া এক আদর্শ ব্রাহ্মণ-দম্পতি-রূপে পরিগণিত হন।

অবস্থা সচ্ছল না থাকিলেও ইঁহাদের ব্যবস্থায় ও সুমধুর ব্যবহারে বাহিরের লোক বুঝিতেই পারিত না যে, কি ভাবে কি হইতেছে। তাঁহাদের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ লাগিয়াই ছিল ; দোল, দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী, রাস প্রভৃতি কোন পর্ব্বই ইঁহাদের বাদ যাইত না। দেবসেবাদি নিজেরাই করিতেন, অপরকে দিয়া সেবা করাইয়া ইঁহাদের তৃপ্তি হইত না। অতিথিসেবা ছিল ইঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মের মধ্যে। গ্রামে ইঁহাদের অপেক্ষা বহু ধনী পরিবার থাকিলেও কোনদিন কোন অতিথিকে ইঁহাদের বাড়ী হইতে বিমুখ হইয়া যাইতে কেহ দেখে নাই বা শুনে নাই। বরং কোনদিন অতিথিসেবার সুযোগ না পাইলে ইঁহারা মনে মনে বিশেষ দুঃখিতই হইতেন।

এইভাবে উভয়ে মিলিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিতই সংসার ও দেব-সেবাদির কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহার ভিতর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার ছিল যে, এইরূপ নানা পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও গৌরসুন্দরী নারীর ভূষণ লজ্জাকে বা মাতৃজীবনের পবিত্র গাম্ভীর্য্যকে কোনদিনের জন্যও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। সকলপ্রকার যশ, মান বা প্রতিষ্ঠার ভাব ভুলিয়া সম্পূর্ণ নীরবেই অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে উভয়ে সকল কার্য্য করিয়া যাইতেন। পিতামাতা গত হইলে যখন সংসারের সমস্ত ভার কালীকান্তের উপর পড়িল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনও তিনি কোনরূপ চঞ্চল না হইয়া সহধর্ম্মিণীর সহযোগিতায় ধীরভাবে আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কোনদিন ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পিতার মৃত্যুর সময় কালীকান্ত দুই পুত্র ও এক কন্যার জনক হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃদেব ৯৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

নিজের সন্ধ্যা-আহ্নিক, জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চনা এবং অবসর সময়ে সৎ গ্রন্থাদি পাঠ ও জনসেবাদিতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সময় অতিবাহিত হইত। ব্রাহ্মণ এমনই ধর্ম্মভীরু ছিলেন যে, অসৎ লোক ধর্ম্মের নাম করিয়া তাঁহাকে অনেক সময় প্রতারিত করিত। সময় সময় বুঝিতে পারিয়াও তিনি প্রতারককে কিছু বলিতেন না; যেহেতু ধর্ম্মের নাম করিয়াছে, অধিক তিরস্কার করিলে হয়তো উহার মনে কষ্ট হইবে; তাই কেবল হাসিমুখে একটু সাবধান করিয়া দিয়াই ছাড়িয়া দিতেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চারি পুত্র ও তিন কন্যা। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বিশেষ বিবরণ গ্রন্থশেষে বংশ-তালিকায় দেওয়া হইল। এখন আমরা ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী গৌরসুন্দরী দেবীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে কিছু আলোচনা করিব। কারণ যে মহাত্মার বাল্যজীবন-কাহিনী আলোচনায় আজ আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার আদর্শ জীবন এই ভক্তিমতী, সেবাপরায়ণা, পরদুঃখকাতরা রমণীর সুশিক্ষার দ্বারাই বিশেষভাবে গঠিত হইয়াছিল।

গৌরসুন্দরী স্নেহবাৎসল্যে যেমন কোমলস্বভাবা ছিলেন, আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তেমনি কঠোর স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক হাতে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, অপর হাতে কর্ত্তব্যে অবহেলাকারীকে কঠোর শাসন করিয়াছেন। এক হাতে দীনদরিদ্রকে বুকে তুলিয়া স্নেহের অঞ্চলে তাহাদের অশ্রু মুছাইয়াছেন, অপর হাতে কঠোর শাসনদণ্ড ধরিয়া দুষ্টের দমন করিয়াছেন। তদানীন্তন গ্রামের বর্ষীয়সী মহিলাগণ নিজ নিজ বধূ বা কন্যাকে উপদেশ দিবার সময় তাঁহার নাম ধরিয়া তাঁহার আদর্শে নিজ চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিতেন। তাঁহার দেবদ্বিজে ভক্তি, পতিসেবা, অতিথি-অভ্যাগতের সমাদর সত্য-সত্যই ছিল সকলের অনুকরণযোগ্য। "সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরু"—এই প্রচলিত বচনের আদর্শ ইনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই মনে হয়, মাতৃদেবীর এইরূপ শিক্ষা, মধুময় উপদেশ এবং সেবার আদর্শ বাল্যজীবনে পাইয়াই বুঝি আমাদের আলোচ্য মহাত্মার জীবন এমন মধুরতম হইয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিয়ম ছিল, প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিজে সমগ্র চণ্ডী পাঠ করিবেন। সেদিন পূর্ণিমা, কাজেই দ্বিপ্রহরে যথানিয়মে চণ্ডীপাঠ শেষ করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী গৌরসুন্দরী দেবীও অন্যান্য বারের ন্যায় স্থিরধীরভাবে বসিয়া ভক্তিপূতচিত্তে চণ্ডীপাঠ শুনিয়াছিলেন। পাঠসমাপনান্তে আহারাদি করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থ বগলে করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে চলিয়া গেলেন। এদিকে অন্যান্য সকলের আহারাদি শেষ হইলে গৌরসুন্দরী জ্যেষ্ঠাকন্যা সর্ব্বমঙ্গলাকে ডাকিয়া খুব সন্তর্পণে চুপিচুপি বলিলেন, "মা সর্ব্বমঙ্গলা! আমার শরীরটা আজ যেন কেমন অসুস্থ বোধ হচ্ছে, তুই সময় থাকতে কিছু ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ ক'রে রাখ্। আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্নর মাকে (দাইমা) একটা খবর দে।" সর্ব্বমঙ্গলা মাতৃদেবীর আদেশে সব ঠিক করিয়া রাখিয়া যত্নর মাকে খবর দিয়া আসিল।

বেলা চারিটা বাজিয়া গেল, এখনও যত্নর মা আসিল না দেখিয়া পুনরায় তাহাকে ডাকিতে লোক গেল। কিন্তু সে লোক ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই শুভক্ষণে গৌরসুন্দরী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। প্রতিবেশিনী প্রবীণারা অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বৃদ্ধা যত্নর মাও এতক্ষণে আসিয়া সত্তপ্রসূত শিশুকে তুলিয়া লইয়া সময়োপযোগী সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। শিশুর কাকীমা (বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী) সূতিকাগারের দরজায় দাঁড়াইয়া শিশুর মুখখানি দেখিয়াই বলিলেন, "আহা রে, ছাওয়ালটা তো দেখি লাড়ুগোপালের মতই হইছে। ছাওয়ালের কোলে ছাওয়াল, এখন লক্ষেশ্বর হঞ্যা বাচিয়া থাক্। তোরা জোকার দে, জোকার দে।" (বরিশাল জেলায় উলু দেওয়াকে 'জোকার দেওয়া' বলে।) শিশুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওরে ও সর্ব্বমঙ্গলা! তুই তামাসা দেখিস নাকি? শঙ্খটা একবার বাজা না রে।" সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি উঠিল। যাহারা এতক্ষণ সংবাদ পায় নাই, তাহারাও এই ধ্বনি শুনিয়া একে একে আসিয়া সমবেত হইল। সর্ব্বত্র যেমন হয় এখানেও সেইমত প্রবীণাদের নির্দ্দেশানুসারে সূতিকাগারের দৈনন্দিন কার্য্যগুলি যথাযথভাবে সমাধা হইতে লাগিল। শিশুর সেবার জন্য যত্নর মা সর্ব্বদার জন্যই নিযুক্ত রহিল।

শিশুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদ্বন্ধু ও মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু সূতিকাগারে ঢুকিয়া ভাইটিকে ধরিতে না পারায়, মা ও দাইমা দুইজনের উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi .

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরক্তিপূর্ণ বক্রদৃষ্টি দিয়া বাহির হইতেই 'আয় না আয় না' বলিয়া শিশুকে ডাকিতে থাকে। উহাদের এই রঙ্গ দেখিয়া অন্তরাল হইতে প্রতিবেশিনীগণ হাসিয়া উঠিলে দুইজনেই ছুটিয়া চলিয়া যায়। শিশুর পিতা কালীকান্তও নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া সেখান হইতে ডাকিয়া আনিয়া বাহিরে বেড়াইতে যান। এদিকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলা সাধ্যমত সংসারের কাজকর্ম্ম করে, আর অবসর পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া ভাইটিকে দেখিয়া যায়। এই ভাবে এক দিন, দুই দিন করিয়া পাঁচ দিন গত হইল। দেশের প্রচলিত প্রথামত প্রসূতি ও শিশুকে স্নান করাইয়া সূতিকাগার হইতে ঘরে তুলিয়া লওয়া হইল। এখন সর্ব্বমঙ্গলা অবসর-সময় ভাইকে কোলে করিয়া বসিয়া মায়ের সঙ্গে নানাপ্রকার আলোচনায় সময় কাটায়। জগদ্বন্ধু ও দীনবন্ধু এখন আর ভাইয়ের কাছে যাইতে কাহারও বাধা-নিষেধ মানে না। মোট কথা, নবজাত শিশুকে লইয়াই এখন সকলের হৈ-হৈ।

গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি ক্ষীণস্রোতা খাল, ঐ খালের পশ্চিম পাড়ে সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ী। সর্ব্বজ্ঞ নাম হওয়ার একটি কাহিনী প্রবীণ-প্রবীণাদের মুখে বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে সংক্ষেপে একটু বলিয়া রাখি। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম পূজা-আহ্নিক শেষ করিয়া ভোজনে বসিবেন, এমন সময় একজন জটাজূটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার নিকট ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাণেশ্বর সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া কি জানি কেন বিনাবাক্যব্যয়ে নিজের আহার্য্য তাঁহাকে দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। সন্ন্যাসী ভোজনান্তে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আজ দুই দিন উপবাসী ছিলাম, তুমি আমাকে অন্ন দিয়া প্রাণরক্ষা করিলে, আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই; বল, তোমার কি চাই?" বাণেশ্বর বিনীতভাবে সন্ন্যাসীকে জানাইলেন যে, তিনি তো বিশেষ কিছু করেন নাই, যাহা করা মানুষমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং যাহা না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়—শুধু তাহাই তিনি করিয়াছেন, এ জন্য কিছু পাইবার প্রত্যাশী তিনি নন। সন্ন্যাসী শুনিলেন না, তিনি উচ্ছিষ্ট হস্তেই বাণেশ্বরের হাতের উপর কি যেন লিখিয়া দিয়া বলিলেন, "আজ হইতে তুমি যাহাকে যাহা বলিবে সবই সত্য হইবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালের কথাই তুমি বলিতে পারিবে। এক কথায় আজ হইতে তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলে। ইচ্ছা করিলে এই সর্ব্বজ্ঞ উপাধি তুমি তোমার নামের শেষে ব্যবহারও করিতে পারিবে।" সেই হইতেই বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামের শেষে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। জনসমাজে তাঁহার বাড়ী "সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাবধি বিনাবাধায় উক্ত সর্ব্বজ্ঞ উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

এই সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীতেই গৌরকিশোর সর্ব্বজ্ঞ নামে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারই পুত্র রামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ। ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তখন বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কালীকান্ত তাঁহার নিকট হইতেই অন্যান্য পুত্র-কন্যাগণের ঠিকুজি বা কোষ্ঠী করাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ষষ্ঠ রাত্রে একটি বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

অনুষ্ঠান হয়। কালীকান্তও সেই ষষ্ঠ রাত্রে অন্যান্য সকলের সঙ্গে উক্ত রামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞকেও আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, উদ্দেশ্য অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে পুত্রের জন্মলগ্নাদির মোটামুটি একটু বিচার করাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন। কালীকান্ত নিজে পঞ্জিকায় যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে একটু গোলমাল বোধ হইয়াছে। রামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ কালীকান্তকে কাকা সম্বোধন করিতেন, কাজেই কাকার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। যথাকালে আসিয়া অন্যান্যের সহিত সঘৃত বকুলপত্র পোড়াইয়া, বিপ্রপদরজাদি দান করিয়া বসিলে কালীকান্ত বলিলেন, "রাম! ছেলেটার জন্ম-সময়টা পঞ্জিকায় দেখিতে গিয়া কেমন যেন একটু সন্দেহ মনে জাগিয়াছে, তুমি একবার পঞ্জিকাটা দেখিয়া একটু গণনা করিয়া দেখ দেখি!" এই বলিয়া পঞ্জিকাখানি হাতে দিলে সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "কাকার আমার আর দেরি সইছে না, বেশ তো আঁতুড়টা যাক্ না, ভাল ক'রে গুণে গেঁথে দেখা যাবে।" কালীকান্ত বলিলেন, "দেখ রামচন্দ্র! এর জন্মদিনে চণ্ডীপাঠের পর অন্যান্য দিনের মত দেবীকে প্রণাম ক'রে উঠে আমি যে দৃশ্য দেখেছি তাতে আমার মন খুবই চঞ্চল হয়েছিল, তারপর আবার লগ্নটা দেখতে গিয়ে কেমন যেন খট্‌কা লাগল। কিছুই স্থির ক'রতে পাচ্ছি না। তুমি মোটামুটি বিচার ক'রে ফলটা যদি একটু আমাকে জানিয়ে দাও, তা হ'লে মনে হয় চিত্তটা একটু শান্ত হবে।"

সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় কালীকান্তের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পঞ্জিকা লইয়া বিচার করিতে বসিলেন। কিছু সময় পরে বলিলেন, "কাকা! এখন মোটামুটি যতটুকু বুঝতে পাচ্ছি, তাতে জাতকের পরমায়ু তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। সন্ন্যাসী ভোজনান্তে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আজ দুই দিন উপবাসী ছিলাম, তুমি আমাকে অন্ন দিয়া প্রাণরক্ষা করিলে, আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই; বল, তোমার কি চাই?" বাণেশ্বর বিনীতভাবে সন্ন্যাসীকে জানাইলেন যে, তিনি তো বিশেষ কিছু করেন নাই, যাহা করা মানুষমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং যাহা না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়—শুধু তাহাই তিনি করিয়াছেন, এ জন্য কিছু পাইবার প্রত্যাশী তিনি নন। সন্ন্যাসী শুনিলেন না, তিনি উচ্ছিষ্ট হস্তেই বাণেশ্বরের হাতের উপর কি যেন লিখিয়া দিয়া বলিলেন, "আজ হইতে তুমি যাহাকে যাহা বলিবে সবই সত্য হইবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালের কথাই তুমি বলিতে পারিবে। এক কথায় আজ হইতে তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলে। ইচ্ছা করিলে এই সর্ব্বজ্ঞ উপাধি তুমি তোমার নামের শেষে ব্যবহারও করিতে পারিবে।" সেই হইতেই বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামের শেষে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। জনসমাজে তাঁহার বাড়ী "সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাবধি বিনাবাধায় উক্ত সর্ব্বজ্ঞ উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

এই সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীতেই গৌরকিশোর সর্ব্বজ্ঞ নামে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারই পুত্র রামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ। ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তখন বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কালীকান্ত তাঁহার নিকট হইতেই অন্যান্য পুত্র-কন্যাগণের ঠিকুজি বা কোষ্ঠী করাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ষষ্ঠ রাত্রে একটি বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

অনুষ্ঠান হয়। কালীকান্তও সেই ষষ্ঠ রাত্রে অন্যান্য সকলের সঙ্গে উক্ত রামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞকেও আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, উদ্দেশ্য অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে পুত্রের জন্মলগ্নাদির মোটামুটি একটু বিচার করাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন। কালীকান্ত নিজে পঞ্জিকায় যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে একটু গোলমাল বোধ হইয়াছে। রামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ কালীকান্তকে কাকা সম্বোধন করিতেন, কাজেই কাকার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। যথাকালে আসিয়া অন্যান্যের সহিত সঘৃত বকুলপত্র পোড়াইয়া, বিপ্রপদরজাদি দান করিয়া বসিলে কালীকান্ত বলিলেন, "রাম! ছেলেটার জন্ম-সময়টা পঞ্জিকায় দেখিতে গিয়া কেমন যেন একটু সন্দেহ মনে জাগিয়াছে, তুমি একবার পঞ্জিকাটা দেখিয়া একটু গণনা করিয়া দেখ দেখি!" এই বলিয়া পঞ্জিকাখানি হাতে দিলে সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "কাকার আমার আর দেরি সইছে না, বেশ তো আঁতুড়টা যাক্ না, ভাল ক'রে গুণে গেঁথে দেখা যাবে।" কালীকান্ত বলিলেন, "দেখ রামচন্দ্র! এর জন্মদিনে চণ্ডীপাঠের পর অন্যান্য দিনের মত দেবীকে প্রণাম ক'রে উঠে আমি যে দৃশ্য দেখেছি তাতে আমার মন খুবই চঞ্চল হয়েছিল, তারপর আবার লগ্নটা দেখতে গিয়ে কেমন যেন খট্‌কা লাগল। কিছুই স্থির ক'রতে পাচ্ছি না। তুমি মোটামুটি বিচার ক'রে ফলটা যদি একটু আমাকে জানিয়ে দাও, তা হ'লে মনে হয় চিত্তটা একটু শান্ত হবে।"

সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় কালীকান্তের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পঞ্জিকা লইয়া বিচার করিতে বসিলেন। কিছু সময় পরে বলিলেন, "কাকা! এখন মোটামুটি যতটুকু বুঝতে পাচ্ছি, তাতে জাতকের পরমায়ু তো

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদীর্ঘ। তারপর বাল্যকাল হ'তেই জাতক জনপ্রিয় হবে এবং কালে যে একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি হবে, তা তো বিচারে বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে একটা লক্ষণে একটু গোলমাল দেখছি; কিন্তু ভাল ক'রে বিচার না করা পর্য্যন্ত আমি আপনাকে কিছু বলতে পাচ্ছি না।" কালীকান্ত বিশেষ ব্যস্তভাবেই বলিলেন, "সে লক্ষণটা কি?" সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সবে মাত্র ছয় দিনের শিশু, এখনই এর ভবিষ্যৎ-জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ হাস্যকর নয় কি?" উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে শিবনাথ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা হোক, ওর যখন এতই জানবার আগ্রহ, আর তুমিও যখন একটু ইঙ্গিত দিয়েছ, তখন সংক্ষেপেই না হয় কিছু ব'লে ওর কৌতূহল নিবৃত্তি কর।" সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর পুনরায় ধীরভাবে গণনা আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী সকলেই নিস্তব্ধ। অল্পক্ষণ পরেই সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর বলিলেন, "সংসারের সুখভোগ ক্ষেত্রটা এর যেন কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে। অবশ্য এখন মোটামুটি বিচারে এই পাচ্ছি, সূক্ষ্মভাবে বিচারের সময় এখন নয়, পরে যা হয় করা যাবে। আর আনন্দের দিনে ওভাবের অপ্রিয় আলোচনা না হয় না-ই হ'ল।" এই বলিয়া পঞ্জিকাখানি তুলিয়া রাখিলেন।

শিশুর পিতা কালীকান্ত ব্যতীত কাকা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, জেঠা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও মধ্যম পুত্র চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, পূবের বাড়ীর শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ও জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমের বাড়ীর তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য, সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীর কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ ও আনন্দচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি অনেকেই সেখানে উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। আনন্দোৎসবের দিনে সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের কথাটা কাহারও ভাল লাগিল না; তথাপি কথায় কথায় যদি ইহা অপেক্ষাও বেশী কিছু বাহির হইয়া পড়ে সেই আশঙ্কায় কেহই কোন কথা বলিলেন না বা আর কোন প্রশ্ন তুলিলেন না; কেবল বিশ্বেশ্বর কাকা বলিলেন, "সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর! ভবিতব্য যা আছে তা হবেই; এখন আপনি আশীর্ব্বাদ করুন ও বেঁচে থাক্।" উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তা তো ঠিকই। আগে বাঁচা, তার পর ফলাফল।" সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরও বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।" অন্যান্য কথার পর সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় কালীকান্তকে বলিলেন, "কাকা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি সময়মত লগ্নাদি ভালরূপে বিচার ক'রে এর কোষ্ঠী প্রস্তুত ক'রে দেব। আমিই আপনার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয়ের কোষ্ঠী করেছি, যতদূর স্মরণ হয় যেন তাদের অপেক্ষা এর কোন কোন ফল বিশেষ শুভজনক। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না।"

কালীকান্তও আর কিছু না বলিয়া যথাযোগ্য উপঢৌকনাদি দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। বলা বাহুল্য, যথাসময় সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর শিশুর বিস্তৃত কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া কালীকান্তকে দিয়া বলিয়াছিলেন, "কাকা! এই পুত্রের প্রভাবে আপনার বংশের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এ এমন একটি শুভগ্রহের যোগ পাইয়াছে, যাহার ফলে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই ইহার বাধ্য থাকিবে। পরমায়ুও ইহার সুদীর্ঘ।" ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন, কালীকান্তও শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কোষ্ঠীখানি তুলিয়া রাখিলেন। এদিন আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশুর সংসার-সুখভোগাদি সম্বন্ধে ষষ্ঠ রাত্রে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার কোন কথাই কেহ তুলিলেন না।

এইভাবে একদিন দুইদিন করিয়া ছয় মাস উত্তীর্ণ হইতেই সকলে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া বসিল, খুব ঘটা করিয়া শিশুর অন্নপ্রাশন দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ গরীব হইলেও প্রকৃতি ছিল তাঁর অত্যন্ত উদার, তাই একটি ভাল দিন দেখিয়া পিতৃপুরুষগণের যথাযথ অর্চ্চনান্তে শুভসময়ে শিশুর মুখে ভাত দিলেন। বলিতে কি সামর্থ্যের অতীত হইলেও আত্মীয়-বান্ধবগণের আগ্রহে ঘটা মন্দ হইল না। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী চিরকালই অনাথ দরিদ্রকে ভালবাসেন। তাঁহার আগ্রহে সেই দিনই অপরাহ্নে কিছু দরিদ্রনারায়ণ-সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কোথা হইতে যে এই সব খরচপত্র আসিল আর কেই যে অগ্রণী হইয়া এই সব কার্য্য করিল কিছুই বুঝা গেল না; কিন্তু সকল কাজটিই খুব সুশৃঙ্খলভাবে হইয়া গেল। অন্নপ্রাশনের সময় পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের নির্দ্দেশমত রাশ্যাশ্রিত নাম হইল "ধনকৃষ্ণ"; কিন্তু পিতা-মাতা ও আত্মীয়-বন্ধুগণ নাম রাখিলেন "গোপালকৃষ্ণ।" ইতিমধ্যেই সকলে "গোপাল আমার, গোপাল আমার" বলিয়া আদর করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে সেই গোপাল নামই পাকা-পাকি হইয়া গেল, ধনকৃষ্ণ নাম কোষ্ঠীতেই লেখা থাকিল। আমরা এখন হইতে শিশুকে গোপাল নামেই পরিচয় দিব।

গোপালের বয়সও যেমন একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল, চঞ্চলতাও যেন কোথা হইতে আসিয়া উহাতে ভর করিয়া বসিল। সকলেই গোপালের চঞ্চলতায় বিব্রত। পাড়াপ্রতিবেশীরাও সময় সময় অস্থির হইয়া পড়েন। কিন্তু রহস্য এই যে চঞ্চলতায় বিব্রত হইয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ গোপালকে ছাড়ে না। পরস্পর বলাবলি করে—গোপাল নামেরই এই ধারা। ব্রজের গোপাল ব্রজবাসীদের কিরূপ বিব্রত করিত জান না? ইত্যাদি। আবার কোন কোন রমণী শিশু গোপালকে স্নেহভরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখে চুমা খাইতে খাইতে বলে, "তুই কি সেই ব্রজের গোপাল নাকি রে?" কিছু বুঝিয়া কি না বুঝিয়া জানি না, গোপাল জোরে জোরে মাথা নাড়িতে থাকে, যেন ইঙ্গিতে বলিতে চায়—না না না। তার পরই কচি-কচি হাত দুইখানি তুলিয়া আদরকারিণী রমণীর নাক মুখ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। এই ভাবের নানাবিধ রঙ্গরসের অভিনব অভিনয়ের মধ্য দিয়া গোপাল একটু একটু করিয়া বড় হইতে লাগিল।

গোপালের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু এতদিন পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গেই খেলাধূলা করিত। এখন ঘরেই তার খেলার সাথী মিলিয়াছে, কাজেই আর সে বাটীর বাহির হয় না, ভাইকে লইয়া ঘরে বসিয়াই খেলা করে। দুইটি ভাই যেন একটি বোঁটায় ফোটা দুইটি ফুল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি এত আকৃষ্ট যে, এক তিল মাত্র সময়ও কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দুইজনের প্রীতি, দুইজনের ভালবাসা, দুইজনের ভাবভঙ্গী দেখিয়া অপরিচিত সাধারণ পথিকও বলাবলি করে, "যেন রাম লক্ষ্মণ।" দীনবন্ধু ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আর ছোট ভাই গোপালের গায়ের রঙ ছিল অপেক্ষাকৃত শ্যামবর্ণ। বিধাতার বিধানে দুইজনের মিলন বড়ই সুন্দর হইয়াছে। দুইটি দেহের বিভিন্নতা লক্ষ্য হয় বটে, কিন্তু তাহাদের চালচলন ভাবভঙ্গী দেখিলে মনে হয় প্রাণ যেন দুইজনের একটি। দীনবন্ধু গোপালকে 'ভাই' বলিয়া ডাকে, আর গোপাল দীনবন্ধুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'দাত্তুভাই' বলে। পরস্পরের সে মধুমাখা প্রীতির সম্বোধন একবার যাহার কাণে গিয়াছে সে আর স্থির থাকিতে পারে না। ছলে বলে কৌশলে যে-কোন প্রকারেই হউক পুনঃ পুনঃ দুই ভাইয়ের কথা শুনিতে ব্যস্ত হয়।

গোপালকৃষ্ণের বয়স যখন আড়াই বৎসর, দীনবন্ধু তখন পাঁচ বৎসরের। মাঘ মাস, বেশ শীত পড়িয়াছে, একদিন সকালে দীনবন্ধু গোপালকে কোলে করিয়া বহির্ব্বাটীতে গিয়াছে। কোথাও রৌদ্র নাই দেখিয়া অদূরে বেত-ঝোপের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কিছু সময় পরে, হঠাৎ কি হইল, দুই ভাইই মাটিতে পড়িয়া গেল। নিকটেই নিবারণের মা ফুল তুলিতেছিলেন, তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি ধরিয়া তুলিলেন। গোপাল বেশ উঠিয়া বসিল, কিন্তু দীনবন্ধু যেন কেমন অবসন্নভাবে পুনরায় মাটিতে শুইয়া পড়িল। নিবারণের মায়ের হাঁকডাকে অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে দীনবন্ধুর মাতাও ছুটিয়া আসিলেন। দীনবন্ধুর ঐ অবস্থা দেখিয়া কাণের কাছে কয়েক বার "হরিঠাকুর, হরিঠাকুর" বলিতে বলিতেই দীনবন্ধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া উঠিয়া বসিল। উপস্থিত জনমণ্ডলী কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না যে, হঠাৎ কেন দুই ভাই পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে গোপালের পিতাঠাকুর ও অন্যান্য দুই-চারিজন প্রতিবেশী সেখানে আসিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এইখানেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জগদ্বন্ধু দীনবন্ধুকে লইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখন দীনবন্ধু দশ-এগারো মাসের শিশু। আর আজ সেই দীনবন্ধুই পাঁচ বছরের হইয়া ছোট ভাই গোপালকে লইয়া ঠিক সেইখানেই পড়িয়া গেল! এখানে পুনঃ পুনঃ এরূপ হইবার কারণ কি? এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝোপের মধ্যে কোন কিছু আছে নাকি? এই ভাবের আলাপ-আলোচনাতেই সেদিনের কাজ শেষ হইল, কেহ কোনরূপ কিছু ব্যবস্থাই করিলেন না। পরবর্ত্তী কালে দীনবন্ধুই, কি জানি কাহার প্রেরণায়, ঐ বেত-ঝোপটি পরিষ্কার করিয়া একটি হরি ঠাকুরের ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইহার বিস্তৃত কাহিনী দীনবন্ধুর জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে সামান্য একটু আলোচনা এখানে করিলাম। বালক দীনবন্ধু ঐ হরি ঠাকুরের ঘটের জল দিয়া বহু দুরারোগ্যব্যাধিগ্রস্ত লোককে ভাল করিয়াছিল। ১২৮৮ সাল হইতে সেই হরির ঘট নিয়মতভাবে নিত্য পূজিত হইতেছেন।

একবার দেশে খুব বসন্তের প্রকোপ হয়, বিশেষতঃ গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েক ঘর মুসলমান-পরিবার একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হয়। আরজান্ সেখের আত্মীয় তরিফুল্লার বাড়ীর একটি ছোট ছেলে ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া অন্ধ হইয়া যায়। উহার মাতা একদিন উহাকে কোলে করিয়া বেড়াইতে আসিয়া দীনবন্ধুর মাতাকে সকল দুঃখের কাহিনী বলিতে থাকে। করুণাময়ী জননী কাঁদিতে কাঁদিতে দীনবন্ধুকে বলিলেন, "তোর হরি ঠাকুরকে বলিয়া এই ছেলেটার চোখ ভাল করিয়া দে না?" দীনবন্ধু সরল বিশ্বাসী, তার উপর মাতৃদেবীর আদেশ। দৃঢ়তার সহিত সে বলিল, "নিয়ে এস তোমার ছেলেকে।" তাহার কথামত ছেলের মা ছেলেকে লইয়া কাছে আসিলে দীনবন্ধু সেই ঘটের জল লইয়া "হরি ঠাকুর, দয়া কর; হরি ঠাকুর, দয়া কর" বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা জল ছেলেটির চোখে দিয়া বলিল, "পর পর তিন দিন ওকে এখানে নিয়ে এসে এই মত ঘটের জল চোখে দিয়ে যাবে।" আশ্চর্য্য ব্যাপার, সত্য-সত্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেটা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। এ কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার হওয়ায় যাহার যখন যাহা কিছু হয় অমনি দীনবন্ধুর হরি ঠাকুরের কাছে ছুটিয়া আসে। উপকৃত লোক হরির লুট দিতে আসিলে দীনবন্ধু ও গোপাল অন্যান্য সমবয়সীদের লইয়া খুব 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া নাচিয়া হরির লুট দেয়। এ প্রকারের বহু ঘটনা এমন ঘটিয়াছে যে, যাহা দেখিয়া প্রবীণেরাও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। গোপাল সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে যে বার শেষ দেশ হইতে কলিকাতায় আসেন, সেবারও গ্রামবাসীদের লইয়া সেই হরিঠাকুরের কাছে খুব নামকীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর আর গোপাল দেশে যান নাই।

গোপালের জন্মের পর হইতেই ভট্টাচার্য্য-পরিবারের সাংসারিক অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইত। অতিথি-সমাগম তো পূর্ব্বেও ছিল, এখন যেন সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন কিছু বেশী বেশী হইতেছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ দুই মূর্ত্তি বিভূতি-মণ্ডিত জটাজূটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপেক্ষা অনেক অবস্থাপন্ন লোক গ্রামে রহিয়াছেন, কিন্তু সন্ন্যাসীগণ অন্য কোথাও না যাইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহার বাড়ীতেই আসেন। অবশ্য ইহাতে ভট্টাচার্য্য-পরিবারের কেহই অসন্তুষ্ট নন, বরং আনন্দের সঙ্গেই তাঁহাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়া সাধ্যমত সেবা করিতে চেষ্টা করেন।

একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করিয়া সবেমাত্র বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময় একজন গ্রামবাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "খালের ধারে জয়দুর্গাখোলায় একদল সন্ন্যাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছেন শুনিয়া অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমিও সেখানে গিয়াছিলাম, তাঁহারা বৈকালে আপনার বাড়ীতেই আসিবেন এইরূপ পরামর্শ করিতেছেন শুনিয়া আসিলাম। সংখ্যায় তাঁহারা তেরো-চৌদ্দ মূর্ত্তি হইবেন।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য যে, সাধু-সমাগম হইবে, তবে তাঁহাদের যথাযোগ্য সেবা করিতে না পারিলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ। আমি, কাঙাল, তাঁহাদের সেবার উপকরণ কোথায় পাইব—এই ভাবনা। শ্রীভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে।"

বাল্যকাল হইতে একটা প্রবাদবাক্য শুনিয়া আসিতেছি যে, "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন।" এখানে আজ আমরা এই প্রবাদবাক্য প্রত্যক্ষ করিব। কিরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ন্যাসীগণের সেবার উপকরণ যথাসময় আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই ঘটনাটি প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না।

গ্রামবাসী লোকটির সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন সাধুগণের আগমন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী বিল্বগ্রাম হইতে নকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর একটি ভৃত্য আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাদের বাবু বৈকালে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিবেন, আপনি দয়া করিয়া বাড়ীতে থাকিবেন।" এখানে বলিয়া রাখি, ঐ চক্রবর্ত্তী-পরিবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৈতৃক যজমান। যথাকালে নকুলবাবু দুইটি ভৃত্যের মাথায় নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ দুইটি পসরা লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ?" নকুলবাবু বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মাতাঠাকুরাণী ৺কাশীধাম হইতে সাধুসেবার আদেশ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু আমি কোথায় কখন সাধুদর্শন পাইব না পাইব ঠিক নাই। জানি আপনার এখানে প্রায়ই সাধু-সমাগম হয়, তাই আপনার নিকট যৎসামান্য কিছু দিলাম, আপনি যেরূপভাবে ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় করিবেন।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় নকুলবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে যেন কেমন হইয়া গেলেন। ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে করজোড়ে বলিলেন, "ঠাকুর! হতভাগাকে তোমার এত দয়া, সত্য-সত্যই ত তুমি "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" বাক্য প্রতি পদে পদে রক্ষা করিতেছ। আমরা এমনই মোহাচ্ছন্ন যে, তোমার এই সব প্রত্যক্ষ-লীলা দর্শন করিয়াও বিশ্বাস করিতে পারি না।" নকুলবাবু কিছু বুঝিতে না পারিয়া একটু সঙ্কোচের সহিতই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধু-সমাগমের বৃত্তান্ত যাহা আজই সকালে শুনিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। শুনিয়া নকুলবাবু বিশেষ আনন্দের সহিতই বলিলেন, "বড়ই সুসংবাদ, আমি আমার এই দুইজন ভৃত্যকে এখানে রাখিয়া গেলাম। সন্ন্যাসীগণ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, ইহাদের পাঠাইয়া দিলেই আমি ওখান হইতে দিয়া দিব। বলিতে কি আপনি ইহাতে কোনরূপ সঙ্কোচ ভাব মনে আনিবেন না। আপনি যদি নিজের মনে করিয়া যখন যাহা প্রয়োজন আমার ওখান হইতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সত্য-সত্যই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।"

অন্যান্য কথার পর নকুলবাবু ভৃত্য দুইজনকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও জিনিসপত্রগুলি ঘরে তুলিয়া রাখিয়া সহধর্ম্মিণীকে একে একে সকল কথা খুলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে চৌদ্দ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়া বহির্ব্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাঁহাদের আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নকুলবাবুর প্রেরিত লোক দুইটির সহায়তায় সস্ত্রীক ভট্টাচার্য্য মহাশয় সন্ন্যাসীগণের ধূনীর কাষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সেবার যাবতীয় দ্রব্য অতি নিপুণ ভাবে জোগাইলেন।

পরদিন সন্ন্যাসীগণের দলপতি মহাশয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ আমরা তোমার এইখানে ভান্ডারা দিতে চাই, তোমার কোন আপত্তি আছে কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিনীতভাবে সম্মতি জানাইলে দলপতি মহারাজ পুনরায় বলিলেন, "তোমাদের জিনিসপত্র কিছু জোগাড় করিতে হইবে না, তোমরা শুধু আমাদের কার্য্যে সহায়তা কর, আর আমাদের দলের দুইজন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করিয়া তোমরা গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস, যেন সকলেই আসিয়া মধ্যাহ্নে এখানে প্রসাদ পায়। আজ আমার শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের তিথি। তোমরা সকলে মিলিয়া আমার এই তিথিপূজায় যোগদান কর, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় তোমাদের অবশ্যই মঙ্গল হইবে।"

দলপতি-সন্ন্যাসী মহারাজের নির্দ্দেশমত সমস্ত কার্য্য চলিতে লাগিল। যথাসময় গৌরনদীর বাজার হইতে জিনিসপত্র লইয়া লোক উপস্থিত হইল। খিচুড়ী প্রসাদের সঙ্গে ভাজা, তরকারী, অম্বল ও শেষে দধি সন্দেশ দিয়া প্রায় আড়াই শত লোক পরম পরিতোষসহকারে ভোজন করিল। আজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীতে যেন এক আনন্দমেলা বসিয়াছে। সমস্ত কার্য্য মিটিয়া গেলে দলপতি-মহারাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! তোমার পরিবারস্থ সকলকে এখানে লইয়া আইস, আজ তোমার বাড়ীতে উৎসবানন্দ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হওয়ায় আমরা সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার পরিজনবর্গকে আজ আশীর্ব্বাদী-বিভূতি দিয়া যাইব।" তাহাই হইল, সকলকে দলপতি মহারাজ একে একে বিভূতির ফোঁটা দিয়া দিলেন। গোপাল তখন মায়ের কোলে বসিয়া আছে, সন্ন্যাসী তাহার কপালে বিভূতির ফোঁটা দিয়া নিজের কপালস্থ সিন্দূরের ফোঁটা হইতে অঙ্গুলি দ্বারা একটু সিন্দূর লইয়া তাহার কপালে ও মাথায় মাখাইয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গোপালকে দেখাইয়া দলপতি মহারাজ বলিলেন, "ঠাকুর মশাই! তুমি নিষ্ঠাবান হিন্দু, কাজেই ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা তোমাকে আর নূতন করিয়া কি বলিব! তুমি তো জান যে, হিন্দুধর্ম্ম আত্মার অমরত্ব এবং জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই পুত্রটি তোমার পূর্ব্বজন্মের বিশেষ সৌভাগ্য লইয়া জন্মিয়াছে, একে সামান্য মনে করিও না। এ শুধু তোমাদের নয়, এর জীবন জগদ্ধিতায়। জগতের জন্য এর প্রাণ কাঁদিবে। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে এ প্রীতির চক্ষে দেখিবে। কালে এর কঠোর সাধনা এবং নানা প্রকার পরীক্ষায় একে সুপ্রসিদ্ধ করিয়া তুলিবে। কোনরূপ ভয়-ভাবনা করিও না, যত কঠোরই এর পরীক্ষা হউক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই ইহার জয় অনিবার্য্য। তবে একটা কথা, তোমরা একে হাজার চেষ্টায়ও ঘরে রাখিতে পারিবে না, তাহার জন্য দুঃখ করার কারণ নাই। তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্র জান, শাস্ত্র বলিয়াছেন, একটি সৎপুত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিলে 'কুলং পবিত্রং জননীকৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন'।"

দলপতির কথা শুনিয়া গোপালের মা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং করজোড়ে বলিলেন, "বাবা!. গোপালকে আমার আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, ও যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকে।" সন্ন্যাসীমণ্ডলী সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জীয়ে, মাই! জীয়ে, জীয়ে।"

অযাচিতভাবে সাধুসজ্জনগণের সেবার সামগ্রী উপস্থিত হওয়া এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিষ্ঠার সহিত আপন দীনতার মধ্য দিয়াও অতি সুশৃঙ্খলভাবে সেবা করা—এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া কেবলই মনে হয়, "ঠাকুর! তুমি কি দয়াল, না নিঠুর! যে সেবা করতে চায় তাকে দাও না, আর যে সেবা করতে চায় না তাকে প্রচুর দিয়েছ!" কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া আর নিঠুর বলিতে প্রাণ চায় না। বহু দিন পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছিলাম ঠিক মনে নাই, একটি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ভাবুক কবি যেন আমারই মনের ভাবটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। পাঠকগর্ণকে সঙ্গীতটি উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কবি বলিয়াছেন—

"তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন্ মুখে।
(হয়) শাসন তোমার যতই গুরু, (যেন) ততই টেনে লও বুকে॥
সুখ পেলে দি অবহেলা
শরণ মাগি দুঃখের বেলা
তবু ফেলে যাও না চ'লে সদাই থাক সম্মুখে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিদিনের অশেষ যতন
ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন
(আমি) নিত্য থাকি ঘুমিয়ে তবু পাশরি প্রেমসিন্ধুকে ॥

সুখের পাছে মরি ঘুরে
তাই তো রে সুখ পালায় দূরে
সে আনন্দ ওরে অন্ধ বন্ধ মনের সিন্দুকে ॥

ভুলে যাই যে সবই আমার
নই তো ভিন্ন আমি সবার
দশের মুখে হাসি দেখে কাঁদব আমি কোন্ মুখে ॥

ভবের মাঝে শূন্য খালি
বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী
দৈন্য আমার ঘুচবে যবে পাব দীনবন্ধুকে ॥”

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আজিকার এই সাধুসেবার বিষয় আলোচনা করিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইচ্ছা যদি সৎ হয়, তাহা হইলে তাহা পূরণ হইতে বিলম্ব হয় না। “সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান” এই উক্তিটি অতি সত্য।

সন্ন্যাসীগণ চলিয়া গেলে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ এবং কথাবার্ত্তা লইয়া গ্রামের মধ্যে খুবই আন্দোলন চলিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাল যাঁহারা দেখিতে পারেন না—এরূপ যাঁহারা সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা নানারূপ জল্পনা-কল্পনা দ্বারা প্রচার করিতেও ছাড়িলেন না যে, সাধুরা নিশ্চয়ই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে গোপনে কিছু ধন রত্ন অথবা সোনা তৈয়ারির মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠকগণ ইহার সত্যাসত্য বিচার করুন, আমি আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হই।

এইরূপ নানা ঘটনার মধ্য দিয়া এক দুই করিয়া চারিটি বৎসর গত হইল, ইতিমধ্যে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে; কিন্তু সেগুলির উপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। গৃহিণী যদিও গোপালের অমঙ্গল আশঙ্কায় কিছু বলিতেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়—"ও কিছু নয়, মায়ের কৃপায় সব ঠিক হইয়া যাইবে, তুমি ভাবিও না" এইরূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া মায়ের পূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় গোপালকে কোলে করিয়া দীনবন্ধু আসিয়া বলিল, "বাবা! ভাইয়ের হাতে-খড়ি দিবেন না?" বাবা হাসিয়া বলিলেন, "যে চঞ্চল, এখন ওর হাতেখড়ি দিয়ে কি করব?" দীনবন্ধু ছাড়িল না, সে পুনরায় বলিল, "ভাই যেখানে যত চঞ্চলপনাই করুক না, আমার কাছে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা থাকে। আমি লিখতে বা পড়তে বসলে আমার দোয়াত কলম খাতা বই নিয়ে এমনভাবে পড়ার অনুকরণ করে যে, তা দেখলে মনে হয় ওর লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক আছে। তাই বলছি, ওর হাতেখড়ি দিয়ে দিন, আমার সঙ্গে ও পড়াশুনায় মন দেবে, আর চঞ্চলতা করবে না।" বাবা বলিলেন, "বেশ, তবে ওকে স্নান করিয়ে দিতে বল, আমি পূজো ক'রে তারপর ওর হাতেখড়ি দিয়ে দেব।" তাহাই হইল ১২৮৪ সালে শ্রীপঞ্চমীর দিন যথারীতি গোপালকৃষ্ণের বিদ্যারম্ভের কার্য্য সম্পন্ন হইল। দীনবন্ধুর কথামত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল ধীর স্থির ভাবে বসিয়া পিতার নির্দ্দেশমত সমস্ত কার্য্য যথাযথ করিল দেখিয়া সকলের মনেই আনন্দ হইল।

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে সেনবাবুদের দীঘির পশ্চিম পাড়ে এক বৃদ্ধ গুরুমহাশয় থাকিতেন। নাম মহিমচন্দ্র সরকার। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার পাঠশালায় পড়িয়াছে—এ রকম লোক তখন হরিসেনায় অনেক ছিল। গুরুমহাশয় যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পাঠশালাটির বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই ভাঙা বেড়া, স্থানে স্থানে খড়শূন্য চাল, চেয়ার টেবিল বা বেঞ্চির কোন বালাই নাই, কেবল গুরুমহাশয়ের বসিবার জন্য একটা অতি পুরাতন বেতের মোড়াই, আর ছেলেদের শাসন করিবার জন্য হাত আড়াই লম্বা একগাছি পাকা তেল-কুচ্‌কুচে বেত। যদিও সে বেতের আঘাত কাহারও পৃষ্ঠদেশে কখনও পড়িয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই, তবুও কি জানি কেন, বেতের পুনঃ পুনঃ আলোড়ন দেখিয়া এবং গুরু-মহাশয়ের গুরুগম্ভীর ধম্‌কানি শুনিয়াই ছেলেরা ভয়ে আপনাপন কাজে মন দিত। বেতখানি নাড়িতে নাড়িতে গুরুমহাশয় "আজ তোকে দেখাঞ্যা দিমু" বলিয়া যে ছাত্রের দিকে অগ্রসর হইতেন, তাহার আর কিছু করিবার থাকিত না। তিনি কাছে গিয়া বাম হস্তে কাণটি ধরিয়া শুধু শূন্যে বেত নাড়িয়াই চলিয়া আসিতেন। তাহাতেই শাসনের চূড়ান্ত হইত। মোট কথা গুরুমহাশয়ের ভগবদ্দত্ত বপুখানি এবং বাহ্যিক আস্ফালন দেখিয়াই সকলে ভয়ে জড়সড় হইত। এই পাঠশালাতেই ১২৮৪ সালের ফাল্গুন মাসে গোপালকৃষ্ণকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল।

অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে পাত্‌তাড়ি বগলে করিয়া ধীর মন্থর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতিতে গোপাল যখন পাঠশালায় যাইত, গোপালের মা ও অন্যান্য মহিলারা অবাক্ হইয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত এবং গোপালকে দেখিয়া ভাবিত, এই কি সেই চঞ্চলচূড়ামণি ? অল্পদিনের মধ্যেই তালপাতার লেখা শেষ করিয়া গোপাল কলাপাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল। পাঠশালার বাহিরে গোপালের চঞ্চলতা যতই থাকুক, পাঠশালার মধ্যে সে অতি সুবোধ ছেলে। লেখাপড়ার জন্য কখনও তাহাকে তাড়না বা ভর্ৎসনা পাইতে কেহ দেখে নাই। ক্রমে শ্লেট ও পরে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিতেই গোপালকে সে পাঠশালা হইতে বিদায় লইতে হইল। কারণ তখন পর্য্যন্তও সে পাঠশালায় উহার বেশী শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এবার গোপালকে সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীর কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞের নিকট পড়িবার ব্যবস্থা করিতে হইল। এই সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় ছিলেন খুব নিষ্ঠাবান তেজস্বী ব্রাহ্মণ। যেমন ছিল তাঁহার আচার-ব্যবহার, তেমনই ছিল তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা। তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন, তাঁহার গান কীর্ত্তন ও-অঞ্চলের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তারপর টোট্‌কা চিকিৎসা এবং নানা প্রকার ঝাড়ফুঁক-মন্ত্রতন্ত্রাদিতে একজন প্রসিদ্ধ ওঝা বলিয়া দেশব্যাপী তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি স্ব-ইচ্ছায় গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার জন্য নিজের বাড়ীতেই নিম্ন-প্রাইমারী পর্য্যন্ত পড়াইবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গোপাল পাঠশালা ছাড়িয়া এইখানে আসিয়াই পড়িতে আরম্ভ করে এবং উক্ত সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের নিকটেই অবসর-সময়ে একটু একটু গান-কীর্ত্তন শিখিতে থাকে। সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ও বিশেষ যত্নের সহিতই গোপালকে ঐ সকল শিক্ষা দেন।

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল ও দীনবন্ধু একসঙ্গেই খেলাধূলা, লেখাপড়া, বেড়ানো যা কিছু করে। কেহই কাহাকে ছাড়িয়া কিছু করিতে পারে না। একদিনের একটি ঘটনায় যে বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহার চিহ্ন গোপালের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। আমরা এখানে ঘটনাটি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

একদিন বিদ্যালয়ের ছুটি থাকায় দ্বিপ্রহরে দুই ভাই গ্রামের জমিদার বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়দিগের বাগানে জাম কুড়াইতে গিয়াছে। গাছের তলায় জাম কুড়াইতে কুড়াইতে উপরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে গাছে উঠিয়া পাকা জাম পাড়িবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির হইল, যে কোন প্রকারেই হউক গাছে উঠিতেই হইবে। দুই ভাই-ই উঠিয়া গেল। গোপাল একটু অপেক্ষাকৃত পাতলা চেহারার, তাই সহজেই অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু হাত বাড়াইয়াও পাকা জাম ধরিতে পারিতেছে না। নীচের ডালে বসিয়া দীনবন্ধু বলিল, "এক কাজ কর, লাফ্ দিয়া জাম ছিঁড়িয়া লইয়া আমার কোলের উপর পড়।" দাদুভাইয়ের আদেশ, কাজেই অবিচারে তথাকরণ। লম্ফপ্রদান, নিম্ন ডালে অবস্থিত দাদার ক্রোড়ে পতন এবং দুই ভাই সহ সে ডালটিও ভাঙিয়া বৃক্ষতলে পপাত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাটি ঘটিয়া গেল। দীনবন্ধু মাটি ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, কিন্তু গোপাল উঠিতে পারিল না। ধরিতে গিয়া দেখা গেল, গোপালের বাম উরুদেশের হাড়খানি একেবারে দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং উপরের চাম্‌ড়া পাক খাইয়া গিয়াছে। নিকটেই খাল ছিল, দীনবন্ধু গোপালকে ধরাধরি করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া সেই খালে ফেলিয়া বলিল, "সাঁতার দে, সাঁতার দে, ভাল হ'য়ে যাবে।"

হরিবোল হরি! সাঁতার দিবে কে? গোপালের পা নড়্‌বড়্ করিতে লাগিল, উপরন্তু জলে হাবুডুবু খাইয়া আরও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া আবার তাহাকে ধরিয়া উপরে উঠাইয়া বাড়ীতে সংবাদ দিল। অল্পকাল মধ্যেই বাড়ী হইতে লোকজন আসিয়া ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধ-চৈতন্য গোপালকে বাড়ীতে লইয়া গেল। সংবাদ ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আঙিনা লোকে লোকারণ্য।

অনেক চিকিৎসায় ভাঙা পা-টি জোড়া লাগিল বটে, কিন্তু বাম পদটি একটু ছোট হইয়াই থাকিল। সাধারণতঃ চলিতে গেলে একটু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিত। সখীবেশ ধারণের পর কাপড়ে ঢাকা থাকিত বলিয়া সহজে উহা বুঝিতে পারা যাইত না, অত্যন্ত অন্তরঙ্গজনই উহা জানিতেন।

গোপালের রসিকতার পরিচয় একটু এখানে না দিয়া পারিলাম না। এই ঘটনার পরে গোপাল খোঁড়াইয়া চলিত, তাহা দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া কেহ কেহ তাহাকে বলিত, "খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং, কার বাড়ীতে হাঁড়ি খেয়েছিস্, কে ভেঙেছে ঠ্যাং?" গোপাল তৎক্ষণাৎ মুখে মুখেই পদ্যাকারে তার জবাব দিত। গোপাল বলিত—

"খাই নাই হাঁড়ি কারো ভাঙ্গে নাই কেউ ঠ্যাং
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডেডাং ড্যাং।
চুরি করা বড় দোষ শুনিয়াছি চিরকাল।
জাম চুরি করিয়াই ঘটিয়াছে এ জঞ্জাল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিও না আর কিছু দিও না কো শাপ ব্যাং
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডেডাং ডেডাং ড্যাং ॥”

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় রসিকতা বটে, কিন্তু নিজ দোষ ঢাকা দিবার কোনরূপ প্রচেষ্টাই ইহার মধ্যে নাই। চুরি করা যে দোষ এবং নিজে যে চুরি করিয়া দোষ করিয়াছে তাহা অকপটে স্বীকার করিয়া অপরকে যেন চুরি করা হইতে সাবধানই করিয়া দিতেছে।

যাহা হউক, এই ঘটনার জন্য কিছুদিন গোপালের পাঠ বন্ধ ছিল। পুনরায় সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের নিকট পড়িতে আরম্ভ করিয়া একদিন কথায় কথায় সংস্কৃত পড়িবার বাসনা জানাইলে, সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় বলিলেন, “বেশ তো, বামুনের ছেলে সংস্কৃত পড়বি, সে তো আনন্দের কথা। তবে আর কিছুদিন আমার এখানে থাক্, তার পর আমিই তোর সংস্কৃত পড়বার ব্যবস্থা ক'রে দেব।” গোপাল আর কিছু না বলিয়া তাঁহার নিকটেই পড়িতে থাকিল। কিছু দিন পরে গোপালের পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় গৈলা গ্রামে কবীন্দ্র-বাড়ীতে ললিতমোহন কবিশেখরের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত টোলে গোপালের সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ও এত অল্প বয়সে সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া অতি যত্নসহকারে গোপালকে কলাপব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই সংস্কৃত-শিক্ষার স্থানটিই পরবর্ত্তী কালে “কবীন্দ্র কলেজ” নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এইখানেই গোপালের নিয়মিত ভাবে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়।

গোপালের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু এই সময় উজিরপুরের সন্নিকটে নারায়ণপুরে বিশ্বম্ভর কাব্যতীর্থ মহাশয়ের টোলে পড়িতেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট ভাই গোপালকে যেন আর দূরে রাখিতে মন চাহে না। তাই পরামর্শ করিয়া খলিসাকোঠায় প্রসন্ন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের টোলে তাহার পড়িবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিলেন। নারায়ণপুর ও খলিসাকোঠা উভয় গ্রামই উজিরপুরের নিকটবর্ত্তী। উজিরপুর ইঁহাদের পিসিমার বাড়ী। দুই ভাই-ই অবসর সময়ে আসিয়া এখানে মিলিত হইয়া আনন্দ করিয়া যাইত, তাহাতে তাঁহারাও আনন্দ পাইতেন। এইভাবে দুই ভাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে থাকিলেও পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের কোন অসুবিধা না থাকায় উভয়েই পরমানন্দে নিজ নিজ পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিল।

পিতৃদেবের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া একবার গোপালকে দেশে যাইতে হইয়াছিল। যথাসময় ফিরিতে না পারায় সে বৎসর পরীক্ষা দেওয়া হইল না, কিন্তু গোপাল সেজন্য পড়া বন্ধ করিল না, দ্বিগুণ উৎসাহে পড়িয়া পরের বৎসর যথাকালে ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া খুব ভাল ভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ওদিকে দীনবন্ধু নারায়ণ-পুরের টোলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া বরিশাল চলিয়া গিয়াছে, এদিকে গোপালও ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে যাইয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কিছুদিন দেশের উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

এইবার গোপালকে আমরা কর্ম্ম-বীররূপে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইলাম। দেশে থাকাকালীন বহু জনহিতকর কার্য্য গোপালকৃষ্ণের সহযোগিতায় হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন, একটি অনাথভাণ্ডার ও একটি গ্রাম্য-হিতকারী সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের পথঘাট পরিষ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা, অসুস্থ ব্যক্তির সেবাশুশ্রূষা করা, বিপন্নকে রক্ষা করা তখন গ্রাম্য হিতকারী সমিতির প্রধান কার্য্য ছিল। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে গোপাল এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সঙ্গীগণের সহযোগিতায় দেশের মধ্যে এক মহা আলোড়ন তুলিয়াছিলেন। ছোট বড় বিচার ছিল না। ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, আপন-পর, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেই গোপালের নিকট সমান সেবা পাইত। পরবর্ত্তী কালে গোপালের দেশত্যাগের পর যদিও এইভাবে সমিতির কাজ চলে নাই তথাপি শুনা গিয়াছে, সেই ধারার অনুসরণে বহু দিন পর্য্যন্ত গ্রামে সেবাকার্য্য চলিয়াছিল।

গ্রামে একটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের অভাব অনেকের মত গোপালও অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন বাহিরে বাহিরে থাকার দরুণ বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। এবার বাড়ীতে আসিয়াই গোপাল বন্ধুগণের সঙ্গে এ বিষয় পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বাটাজোড়ে মেজ ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। ভগ্নিপতীর ছোট ভাই হরিচরণ ভট্টাচার্য্য বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই গোপালের সহিত মেলামেশা করিতেন। বিবাহের পর সম্বন্ধটা আরও পাকাপাকি হইল। এই হরিচরণ ভট্টাচার্য্যই পরবর্ত্তী কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রেমানন্দতীর্থ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাকে ডাকা হইল এবং গ্রামের মোহিনীকুমার সেন, বিপিনবিহারী সেন (ইনিই পরে ময়নসিংহে ডাক্তারি করিতেন এবং কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন), যদুনাথ সেন, তারাকান্ত সর্ব্বজ্ঞ, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদের পরামর্শমত শুভদিনে শুভক্ষণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জমিদার বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বিদ্যালয় স্থাপন হইল। ছাত্রের অভাব হইল না, অভাব হইল শিক্ষকের। শেষে স্থির হইল যে, যতদিন উপযুক্ত শিক্ষক না পাওয়া যাইবে ততদিন মোহিনীকুমার সেনকে লইয়া গোপালকৃষ্ণই শিক্ষকের কাজ চালাইয়া লইবেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত হরিচরণ ভট্টাচার্য্যও কলেজের ছুটি পাইলেই গোপালের সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে স্কুলের কার্য্য ভালভাবে চলে তাহার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিষ্ণুবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মোহিনীবাবু তাঁহাদের কাছারী-বাড়ীতে তিন-চারখানা ঘর দিয়া সেইখানে বিদ্যালয়টি উঠাইয়া আনিলেন। এক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল, সেখানেও সঙ্কুলান হয় না। তখন গোপালকৃষ্ণ বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুবাবুর বাটীর নিকটস্থ বহু আগাছা পরিপূর্ণ একটি বাগান পরিষ্কার করিয়া বিদ্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিলেন। নিজেও যেমন, বন্ধু কয়টিও মিলিয়াছে সেইরূপ। কোন কাজের কথা উঠিলে কতক্ষণে তাহা সমাধা করিবেন সকলেরই সেই চেষ্টা। কাজেই বিদ্যালয়ের জন্য স্থান পরিষ্কার করিয়া গৃহ প্রস্তুত হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। গোপালকৃষ্ণের পরামর্শমত নিজেরাই গাছ কাটিয়া, ঘর বাঁধিয়া, রাস্তা করিয়া দিয়া, এমন কি ছাত্রদের সুবিধার জন্য নিজেরাই বিদ্যালয়ের সংলগ্ন জমিতে একটি ছোট পুকুরও কাটিয়া ফেলিলেন। চতুর্দ্দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "গোপাল করে কি ?"

এই সময় গৈলা-নিবাসী অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়কে প্রধান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষকরূপে পাইবার সুযোগ হইল। তাঁহার হাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার দিয়া সকলে মিলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি ভাবে বিদ্যালয়টি স্থায়ী হয় এবং উহার ব্যয়ভার সহজে নির্ব্বাহ হইতে পারে। গোপালকৃষ্ণের পরামর্শে এবং প্রাণপণ চেষ্টায় এই সময় গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে মুষ্টিভিক্ষার হাঁড়ি বসানো হইল এবং কয়েক জনের উপর ভার দেওয়া হইল যে, তাঁহারা গ্রামে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে কর্ম্মকর্ত্তার নিকট হইতে বিদ্যালয়ের জন্য কিছু কিছু সাহায্য আদায় করিবেন। পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, ইচ্ছা সৎ হইলে ভগবান তাহা অপূর্ণ রাখেন না। এখানেও আমরা তাহা বেশ উপলব্ধি করিলাম। অতি অল্পদিনের মধ্যেই গোপালের নির্দ্দেশিত পথে চলিয়া দেখা গেল যে, সংগৃহীত চাউল দ্বারা বিদ্যালয়ের খরচ চালাইয়াও অনাথ ভাণ্ডারের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। এখানেও গোপালের বুদ্ধির প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ।

কিছুদিন চলিবার পর বিদ্যালয় সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যাপারে গোপালকৃষ্ণকে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু গ্রামবাসী এবং পূর্ব্বোক্ত হরিচরণবাবুর সমবেত চেষ্টায় শেষে সমস্ত গোলমালই মিটিয়া গিয়াছিল, কেবল একটি অসুবিধা ছিল বিদ্যালয়ের জমির স্বত্ব লইয়া। যখন গভীর জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ হয়, তখন জমির মালিক কোন আপত্তি করেন নাই ; কিন্তু বন জঙ্গল পরিষ্কার হইবার পরে তিনি জমি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত সকলের সমবেত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টায় তিনি বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই, তবে গোপালকে এজন্য বড়ই মনঃকষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ে ছেলেদের নানা প্রকার অশিষ্ট ব্যবহারে অনেক সময় এমন বিভ্রাট ঘটিত যে, তাহার সুমীমাংসা করিতে গোপালকে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। ছেলেদের শাসন করিতে যাইয়া শিক্ষকগণ এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেন যে, হিতে বিপরীত হইয়া যাইত। কাজেই উভয় দিক সামঞ্জস্য করিয়া সুমীমাংসা গোপালকৃষ্ণ যেমন করিতে পারিতেন, এমনটি আর কাহারও দ্বারা হইত না। পুনঃ পুনঃ এই ভাবে বিব্রত হইয়া শেষে গোপালকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া কতকগুলি নিয়ম লিখিয়া বিদ্যালয়ের গৃহে টাঙাইয়া দিয়াছিলেন। হতভাগ্য দীন লেখক যখন ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ছিল, তখন পর্য্যন্তও সে নিয়মগুলি দেখিয়াছে। শুনা যায়, ১৩২০ কি ২১ সালে পূজার পূর্ব্বে যে ঝড় হয় তাহাতে নাকি ঘরখানি পড়িয়া গিয়া অন্যান্য জিনিষের সহিত লেখাগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিয়মগুলি ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক তিনের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার নকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ছাত্রগণের প্রতি ঃ—"প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবে, প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া উত্তমরূপে দন্তধাবনাদি করিবে, পরে নিজ নিজ পাঠে বসিবে। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করা প্রয়োজন। নিয়মিত আহার, নিয়মিত নিদ্রা, অসৎসঙ্গত্যাগ, চিত্তচঞ্চলকারী বিষয়ের আলোচনায় সর্ব্বদা বিরত থাকা, নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ কিছু সময় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চিন্তা, পরোপকার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনে যত্ন, বিপন্নকে সাহায্য করা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। কোনরূপ হঠকারিতা না করিয়া শিক্ষকগণের নির্দ্দেশমত চলিবে। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এরূপ কোন কার্য্য কেহ করিবে না বা কাহাকেও করিতে দিবে না। আর একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, ছাত্রজীবনে বিলাসিতা বর্জ্জন এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন একান্ত প্রয়োজন। নিজের আচরণ সর্ব্বদা পবিত্র রাখিবে, তোমার ব্যবহারে যেন কখনও কেহ দুঃখ না পায়।”

শিক্ষকগণের প্রতি ঃ—“ছাত্রগণকে কেবল তাড়ন বা ভৎর্সন করিলেই শিক্ষকের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। তাহাদের অভাব-অভিযোগগুলি অত্যন্ত সন্তর্পণে বিচার করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। ছাত্রগণ যদি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারে যে, শিক্ষকগণ আমাদের ব্যথার ব্যথী, তাহা হইলে সহজেই তাহারা আনুগত্য গ্রহণ করিবে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দিয়াই চরম বিদ্যা দান করিলাম মনে করিয়া শিক্ষকগণ ক্ষান্ত হইবেন না। তাহার উপরেও ছাত্রগণ যাহাতে অধিক কিছু অনুধ্যান করিয়া শাশ্বত তৃপ্তির আনন্দলাভ করিতে পারে, সেইরূপ কিছু কিছু উপদেশ দিবেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিনও সকল ছাত্রকে একত্র করিয়া নানা দেশ-বিদেশের কথা, ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর জীবনী আলোচনা এবং নূতন নূতন আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির বিষয় যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল ভাবে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। ছাত্রদের প্রতি এমন ব্যবহার করা চাই, যাহাতে তাহারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রাণ-ঢালা ভালবাসা দিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, ভালবাসাই মানুষের জীবনে বিশ্বাস জাগাইয়া জন্ম-জন্মান্তরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুময় অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়। প্রকৃত ভালবাসার মধ্যে কখনও অবিশ্বাস আসিতে পারে না। এই ভাবের শিক্ষা না দিয়া কেবল তাড়ন বা ভর্ৎসন দ্বারা ছাত্রগণকে ভীত করিয়া তুলিলে তাহারা শিক্ষকগণকে এক-একটি হিংস্র জীব মনে করিয়া সর্ব্বদা দূরে দূরেই থাকিবে। ইহাতে শিক্ষকের শিক্ষা মোটেই কার্য্যকরী হইবে না। তারপর ছাত্রগণের প্রাণে এই ভাব জাগাইয়া দিতে হইবে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র নিজে বড় হওয়া নয়, সকলকে বড় করিয়া তোলা এবং যাহারা মিথ্যার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া সমাজে অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগের বন্ধন মোচন করা।”

অভিভাবকগণের প্রতি :—“বিদ্যালয়-ঘটিত কোনও ব্যাপার বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান না করিয়া অভিভাবকগণ যেন কোনরূপ অভিমত প্রকাশ না করেন। তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষকগণ ছাত্রদের উন্নতির জন্যই নিযুক্ত হইয়াছেন। যদি কোন সময় কোনরূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সন্তর্পণে তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া তবে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষকগণ যেন অভিভাবকের দ্বারা কখনও কোনরূপ মনোকষ্ট না পান। এ বিষয় সকলের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। কোন শিক্ষককে কোন কিছু বলিবার থাকিলে প্রকাশ্যে না বলিয়া ধীরভাবে, গোপনে বলা উচিত। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাঁহারা অমূল্য জ্ঞান-সম্পদ ছাত্রদের দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান দান করিতে কুণ্ঠিত নন, কিন্তু মান দিতে কোন মতেই রাজী নন। যাহাতে বিদ্যালয়টি স্থায়ী হয় এবং সকল বিষয়ই আদর্শস্থানীয় হয়, তজ্জন্য সকলেরই আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যালয় কোন ব্যক্তিবিশেষের মনে করিলে ভুল করা হইবে। সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্যালয় দেশের জন্য, দশের জন্য। পল্লীরাণীর অলঙ্কার-স্বরূপ এই সকল শিক্ষায়তন যাহাতে দিন দিন উন্নত হয়, তাহার জন্য সকলেরই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।"

যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা অকপটে বলিব যে, গোপালকৃষ্ণের এইরূপ আন্তরিক চেষ্টা ও আগ্রহ না থাকিলে দেশে কোন মতেই বিদ্যালয়টি স্থায়ী হইতে পারিত না। গোপালের দেশত্যাগের পর বিদ্যালয়-পরিচালনার ভার যাঁহারাই লইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককেই আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, "গোপাল যে ভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া গিয়াছে, আমরা তাহা পারিতেছি না; ভবিষ্যতে পারিব কি না তাহাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

বঙ্গাব্দ ১২৯১ সালে আষাঢ় মাসে এগারো বৎসর বয়সে গোপালকৃষ্ণের উপনয়ন-সংস্কার হয়। সেদিন প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্বাকাশে সোনালী আলো ঢালিয়া দিবার পূর্ব্ব হইতেই ভট্টাচার্য্য-বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীগণের আগমন আরম্ভ হইল। দেশাচার মতে শেষরাত্রে দধিমঙ্গল করাইবার জন্য পুরমহিলাগণ গোপালকে লইয়া উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি সহকারে গান করিতে করিতে পুকুরঘাটে চলিয়াছেন। এদিকে উপনয়নের সময় বেলা এক প্রহরের মধ্যে, কাজেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সকাল সকাল স্নানাহ্নিক সারিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

বৈদিক অনুষ্ঠানাদি যথাবিধি সমাপনান্তে যথাসময়ে আচার্য্যদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপালকৃষ্ণের কর্ণমূলে ব্রহ্মগায়ত্রী প্রদান করিলেন। চারিদিকে নারীগণ উলুধ্বনি করিয়া ও উপস্থিত জনগণ জয়ধ্বনি দ্বারা উৎসব-ক্ষেত্র মুখরিত করিয়া তুলিলেন। মুণ্ডিত-মস্তকে অরুণ-বসন পরিধান করিয়া স্কন্ধে নবমেখলা সহ যজ্ঞসূত্র দোলাইয়া নবীন ব্রহ্মচারীবেশে গোপাল যখন দণ্ড হাতে লইয়া আসনের উপর দাঁড়াইলেন, তখন সেই নবীন তাপসরূপের মাধুরী দর্শনে অনেককেই বলিতে হইয়াছিল, "এ ছেলে তো সাধারণ ছেলে নয়!" সত্য-সত্যই গোপালের তখনকার লোক-চিত্তাকর্ষী মূর্ত্তিটি দর্শকগণের চিত্তে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এ কথা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কুলগুরু নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই গোপালকৃষ্ণের দেব দ্বিজ ও সাধুসন্ন্যাসীতে ভক্তি, শিক্ষকগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সঙ্গীগণের প্রতি অতুলনীয় প্রীতি এবং কনিষ্ঠগণের উপর প্রগাঢ় স্নেহ পরিলক্ষিত হইত। এখন উপনয়ন-সংস্কারের পর হইতে সেই সকল আচরণের সহিত ব্রহ্মচর্য্যানুকূল যাবতীয় আচরণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচস্নানাদি সমাপনান্তে দীর্ঘ সময় ধরিয়া জপ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি অতি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তীভাবে চলিতে লাগিল। কেহ কোনরূপ আপত্তি তো করেই না, বরং তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্যে সাধ্যমত সকলেই সাহায্য করে। কাজেই গোপাল নির্ব্বিবাদে নিজের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুদিন এইভাবে চলিল।

কাব্যপাঠারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী গোপালকৃষ্ণের জপ, তপ, পূজা, আহ্নিক বাড়িয়াই চলিল; তাহাতে যে তাহার পাঠের কোন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ বিঘ্ন হইত তাহা নহে। আমরা যেমন পড়াশুনার অজুহাতে সন্ধ্যা-আহ্নিক ছাড়িয়া দিই, গোপালের তাহা ছিল না; গোপাল যথানিয়মে সকল কার্য্য করিয়াও পাঠের যথেষ্ট সময় করিয়া লইয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, ইচ্ছা থাকিলে কোন কাজই আট্‌কায় না।

গোপালকৃষ্ণের সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণ দেহের গঠন, পরিধানে গৈরিকবসন, পায়ে খড়ম, হাতে কমণ্ডলু, হাসিমাখা প্রশান্ত বদনে নাম-গান করিতে করিতে গোপাল চলিয়াছে, কেশরাশি পৃষ্ঠোপরি দুলিতেছে; তাহা দেখিয়া পথচারী অপলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। গোপালের কিন্তু অন্য কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না, তাঁহার দৃষ্টি থাকিত সর্ব্বদা নিম্নদিকে পথের উপর। স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে গোপালকে কেহ কখনও দেখে নাই। এই সময় আর একটি কঠোর নিয়ম গোপালকে পালন করিতে দেখিয়া ছোটবড় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোক যে ঘাট ব্যবহার করে, গোপাল সে ঘাটে কিছুতেই নামিতেন না, বিশেষ অসুবিধা হইলেও আঘাটে নামিয়া স্নানাদি করিতেন, অথবা দূরে কোন নূতন জলাশয়ে যাইয়া নিজকৃত্য করিতেন। আচার-ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকারেই ছিল তাঁহার পবিত্র ভাব। পরবর্ত্তী সখী-জীবনেও যাঁহারা তাঁহার সুখময় পবিত্র সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

গোপাল আর যাহাই করুন না কেন, মাতৃআদেশ কখনও লঙ্ঘন করেন নাই। একদিন মা তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে গোপাল! নমঃশূদ্রপাড়ায় বিপিনের বাবা বহুদিন রোগভোগ করছে, একে বুড়োমানুষ, তাতে রোগে ভুগে ভুগে এখন একেবারে নাকি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কাল নফরের মা বল্‌লে, সে নাকি আমাদের ঠাকুরের প্রসাদ খেতে চায়। তুই কি তাকে প্রসাদ দিয়ে আসতে পারবি ?" গোপাল বিশেষ কাজে বাটাজোড় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, মায়ের কথা শুনিয়া উল্লাসভরে বলিলেন, "হ্যাঁ মা, কেন পারব না ? তুমি ঠাকুরের ভোগ হ'লে আমাকে প্রসাদ সাজিয়ে দিও, আমি গিয়ে তাকে খাইয়ে আসব।" সেদিন আর তাঁহার বাটাজোড়ে যাওয়া হইল না ; যথাসময়ে প্রসাদ লইয়া গিয়া তাহাকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিলেন এবং নিজে আহার করিলেন।

পাঠশালার গুরুমহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তবুও সংসারের অভাব মিটাইতে তাঁহাকে অনেক কিছু করিতে হয়। একদিন মাছ ধরিবার জন্য সেনবাবুদের দীঘিতে জাল ফেলিয়াছেন, কিন্তু টানিতে গিয়া দেখেন জাল আসে না, কিসে যেন আট্‌কাইয়া গিয়াছে। গোপাল সেই পথে একটি রোগীর জন্য পথ্যাদি লইয়া যাইতেছিলেন ; গুরুমহাশয়কে ঐ ভাবে জাল টানাটানি করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে গুরুমশায় ?" গুরুমহাশয় যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "এই দেখ না বাবা, জালটা যেন কিসে আট্‌কে গেছে। বুড়োমানুষ, অবেলায় জলে নাম্‌তেও কেমন ভয় হচ্ছে, কি করি এখন বল দেখি ?" গোপাল বলিলেন, "আপনি ভাব্‌বেন না আর টানাটানিও করবেন না, ছিঁড়ে যাবে ; আমি জলে নেবে আপনার জাল তুলে দিচ্ছি।" গুরুমহাশয় জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, "সে কি বাবা, তুমি বামুনের ছেলে, তাতে আবার আমাদের ঠাকুরবংশ ; তুমি কেন আমার জন্য অবেলায় জলে নামবে ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল আর বিলম্ব না করিয়া হাতের জিনিষগুলি উপরে রাখিয়া জলে নামিতে নামিতে বলিতে লাগিলেন, "তাতে কি হয়েছে গুরু-মশাই! আপনি একে বৃদ্ধ, তাতে আমার প্রথম জ্ঞানদাতা গুরু-মশাই, আপনার একটু কাজ করলে আমার কি গতর ক্ষ'য়ে যাবে? আপনি কিছু মনে করবেন না।" এই বলিয়া প্রায় পনেরো মিনিট কাল চেষ্টা করিয়া জাল তুলিয়া দিলেন। গুরুমহাশয় খুবই যেন লজ্জিত হইলেন। গোপাল তো নানা প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কেবলই বলেন, "হায়, হায়, বামুনের ছেলেকে দিয়ে জাল তুলিয়ে নিলুম! এ পাপের আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। না জানি বাবা, তোমার জ্ঞাতিগুষ্ঠীরা তোমাকে কত কি বলবে!" গোপাল গুরু-মহাশয়কে অভয় দিয়া বলিলেন, "আপনি কিছু ভাববেন না, ওসব জাতের নামে বজ্জাতি যারা করে করুক; আপনি এই আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন বিনা দ্বিধায় সকল জীবের সেবা ক'রে ধন্য হ'তে পারি।" বলিতে কি, সমাজের গোঁড়া কেহ কেহ এজন্য গোপালকে দুই-এক কথা বলিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য করিলে সামাজিক শাসন করা হইবে বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিল; কিন্তু নির্ভীক, পরোপকারী, উদারপ্রাণ গোপালকৃষ্ণ সে সব কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সেবাধর্ম্মে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একবার কার্ত্তিক মাসে দুর্গাপূজার বিজয়ার দিন সকলে ঠাকুর-বিজয়া দেখিতে সেনবাবুদের দীঘির পাড়ে গিয়াছে, গোপালও যাইতেছিলেন। পথের ধারেই যদুনাথ সেন মহাশয়দিগের পুষ্করিণী। পুকুর-ধারে উপস্থিত হইতেই দেখিলেন, পুকুরের মধ্যখানে যেন কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

একটা একবার উঠিতেছে ও একবার ডুবিতেছে। একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, মানুষ। তাই তো, এখন কি হইবে, কেমন করিয়া লোকটাকে তোলা যায়, কেহই তো এখানে নাই! এইরূপ চিন্তা করিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে দুই-একটা হাঁক দিয়াই গোপাল জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সাঁতার দিয়া যেখানে লোকটা হাবুডুবু খাইতেছিল, সেইখানে গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। লোকটা ভয়েই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, গোপালের গলা এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিল যে, তাহাকে লইয়া গোপাল কোন মতেই সাঁতার দিয়া কিনারায় আসিতে পারিতেছেন না। এদিকে এতক্ষণে গোপালের হাঁকডাক শুনিয়া দুই-চারিজন যাহারা পুকুরধারে আসিয়া ছিল, তাহারাও চীৎকার করিতে থাকায় অল্পক্ষণের মধ্যেই বহু লোক সেখানে জমা হইয়া গেল। গোপাল দুই-চার বার লোকটির সহিত ডুবিয়াও গিয়াছিলেন, অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে তিন-চার জন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উভয়কে জল হইতে তুলিয়া উপরে উঠাইল। গোপাল যদিও জল খাইয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ ক্লান্ত হন নাই; অপর লোকটি একেবারে মড়ার মত এলাইয়া পড়িল। সমবেত জনগণের সেবায় লোকটি একটু সুস্থ হইলে তাহার পরিচয় ও কি ভাবে কি হইয়াছিল জানিতে চাহিলে সে বলিল, "আমি পশ্চিম পাড়ের ঘাটে একটি স্ত্রীলোককে থালা-বাসন জলে রাখিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া উহা চুরি করিবার অভিপ্রায়ে জলে নামিয়া ছিলাম; কিন্তু কি যে হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ পা পিছলিয়া একেবারে অগাধ জলে গিয়া পড়িলাম। আমি সাঁতার জানি না, তাহার উপর চেঁচামেচি করিলে লোক আসিয়া আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিয়া ফেলিবে ; সেই ভয়ে চুপ করিয়া থাকিয়াই ঘাটের দিকে যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু পারিলাম না, ক্রমেই অথৈ জলে গিয়া পড়িলাম। তাহার পরই এই বাবুটি আমাকে ধরিতে গেলেন, আমি প্রাণের দায়ে উঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। তাহার পর কি হইয়াছে জানি না, জ্ঞান হইলে দেখি, আমি উপরে।"

উপস্থিত জনমণ্ডলী নিঃশব্দে সকল কথা শুনিতেছিল ; পরিচয় পাইয়া নানা প্রকার গালাগালি করিয়া যখন সকলে উঁহাকে মারিতে উদ্যত, তখন গোপাল ধীরভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "এ অবস্থায় উহাকে শুধু মারিলে বা গালাগালি দিলেই উহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না ; এমন কিছু করিতে হইবে, যাহাতে উহার চরিত্র নির্ম্মল হইয়া যায়। ও যদি বুঝিতে পারে যে, অন্যায় করিয়াছে, তাহা হইলে আর জীবনেও এদিকে পা বাড়াইবে না। অনেক সময় দেখা যায়, অবস্থার ফেরে পড়িয়া অনেকে চরিত্রহীন হয়। সে ক্ষেত্রে সেই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার পরিবর্ত্তনের উপায় দেখাইয়া দিতে পারিলে তখন তাহার প্রাণে যে সত্যের সাড়া জাগিবে, তাহা হইতে আর কিছুতেই সে বিচ্যুত হইবে না। আপনারা একটু শান্ত হউন, আমি নিভৃতে উহাকে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

এই ভাবে উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করিয়া গোপাল একে একে সকলকে বিদায় দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বকুলতলায় বসিয়া উহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। গোপালের ব্যবহার এবং অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া লোকটি গোপালের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা চাহিতে লাগিল। গোপাল তাহাকে তুলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভয় দিলে, 'আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না' এই স্বীকৃতি দিয়া সেদিনের মত সে বিদায় লইল। এ বিষয় লইয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। এমন কি, কেহ কেহ দুর্জ্জনকে প্রশ্রয় দিবার জন্য গোপালের উপর অনেক কটু বাক্যও প্রয়োগ করিল। গোপাল কোন কিছুর প্রতিবাদই করিলেন না, বরং হাসিমুখে সকলের সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী মেলামেশা করিতে লাগিলেন। পরে শুনা গিয়াছে যে, গোপালের উপদেশে সেই দুষ্কৃতিকারী নিজের জীবনকে এমন ভাবে গঠিত করিয়াছিল যে, সকলে তাহাকে সাধুর আসনে বসাইতেও কোন আপত্তি করিত না। বাংলা ১৩১৮ সালে সেই লোকটি গোপালের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের হাওড়া, কোঁড়ারবাগানস্থিত "ভাগবত-আশ্রমে" আসে এবং শ্রীধাম নবদ্বীপের পথপরিচয়াদি জানিয়া লইয়া সখীজীকে দর্শন করিয়া আসে। পাঠকগণ, সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করুন।

গোপালের মা ঐ লোকটির কোন পরিচয়ই জানিতেন না, কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে নিজের চাষের নানাবিধ ফলমূল দিয়া যাইত আর জিজ্ঞাসা করিত, "আমার পরাণদাতা ঠাকুরটি কোথায়, কেমন আছেন ?" বলা বাহুল্য, গোপালকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই সে ঐরূপ কথা বলিত। বহু লোকের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতে সে নিজের জীবনকে অতি পবিত্রভাবেই গঠন করিয়াছিল, পূর্ব্বের বন্ধুগণের বহু প্রলোভনেও আর সে পথভ্রষ্ট হয় নাই।

বাল্যকাল হইতেই গোপালের একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার ছিল, গোপাল মুখে যাহা বলিত, তাহা কার্য্যে পরিণত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে, যত কষ্ট, যত বাধা-বিঘ্নই উপস্থিত হউক না কেন, কিছুই সে গ্রাহ্য করিত না। অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গোপাল যাহা মনে করিত, তাহার সাধনে সে প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত। আদর্শ বলিয়া একবার সে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, কোন কিছুতেই তাহাকে তাহা হইতে চ্যুত করা যায় নাই, আজীবন সে সেই আদর্শের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময় দেশের অধিকাংশ ঘরই খড়ের। এক এক বাড়ীতে ঘরগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, এক ঘরের চাল হইতে সমগ্র বাড়ীর চাল ঘুরিয়া আসা যাইত, মাটিতে নামিতে হইত না। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রায় প্রতি বৎসরই কোথাও না কোথাও আগুন লাগিত। ব্রহ্মার এ কোপদৃষ্টি হইতে কাহারও নিষ্কৃতি ছিল না, যিনি যত বড় প্রভাবপ্রতিপত্তিশালীই হউন না কেন। শত্রুতার জন্যই হউক অথবা অসাবধানতাবশতঃই হউক, কোন রকমে একখানি ঘরে আগুন ধরিয়া গেলে অন্যান্য ঘরগুলি রক্ষা করা বিশেষ কষ্টকর হইত। একবার মধ্যের বাড়ীতে আগুন লাগিয়া এমন বীভৎস কাণ্ড হইয়াছিল যে, সে বাড়ীর সমস্ত ঘরগুলি তো গিয়াছিলই, উপরন্তু নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর অপর পারের এক গরীব গৃহস্থের চালেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িয়া জ্বলিতে থাকে। পুকুরের পাড় দিয়া রাস্তা ধরিয়া যাইতে একটু সময় বেশী লাগিবে বুঝিয়া গোপাল সাঁতার দিয়াই পুকুর পার হইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত। চালে উঠিবার অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাত উচ্চ একটি কাঁঠাল গাছে উঠিয়া সেখান হইতে ঘরের চালে লাফ দিয়া পড়িয়া গোপাল অগ্নিনির্ব্বাণ করেন। দেহে অসীম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি, মনে অভাবনীয় সাহস এবং কর্ম্মে অনলসতা থাকায় সে যাত্রা গরীবের সর্ব্বনাশ না হইয়া সামান্য ক্ষতির উপর দিয়াই গেল এবং তাহা সম্ভব হইল একমাত্র গোপালকৃষ্ণের চেষ্টায়। এই কার্য্যে ছোট-বড়, শত্রু-মিত্র, সকলেই শতমুখে গোপালের প্রশংসা করিয়াছিল।

হতভাগ্য লেখক, গোপালকৃষ্ণের ছোট ভাই; একদিন সমবয়স্ক তিন-চার জনকে নুন্ দিয়া তেঁতুল খাইতে দেখিয়া বায়না ধরিল, সেও খাইবে। সবেমাত্র জ্বর হইতে উঠিয়াছে, সে সময় কুপথ্য করিলে আবার অসুস্থ হইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে, তাই গোপাল তেঁতুল খাইতে দিলেন না। দু-একবার নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন তাহাদের নিকট হইতে তেঁতুল লইয়া মুখে দিতে যাইবে, এমন সময় গোপাল তাহাকে একটা চড় মারিয়া হাতের তেঁতুল কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। অভিমানী ভাই, বিশেষতঃ যে দাদার কাছে তাহার সব কিছু আব্দার বায়না, তাঁহার কাছে এইরূপ ব্যবহার পাইয়া সে একেবারে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঐ যে শুনা যায় "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি", এখানেও তাহাই হইল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে গোপাল যে রুদ্র মূর্ত্তি ধরিয়া ভাইকে শাসন করিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহার সে মূর্ত্তি নাই। গোপাল ছুটিয়া গিয়া ধূলি-ধূসরিত ভাইকে বুকে তুলিয়া লইয়া নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে ভুলাইতে লাগিলেন। শেষে তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে ভাল পুতুল কিনিয়া দিব এবং খেজুর আনিয়া দিব।" ভাইটি খেজুর বড় ভালবাসিত, কাজেই প্রিয় জিনিস পাইবার আশায় সকল দুঃখ অভিমান ভুলিয়া আনন্দের সঙ্গে বলিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দাও।" গোপাল বলিলেন, "এখন কোথায় পাইব, কাল সকালে দিব।" এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন ; এমন স্থানে আমাদের বাস ছিল যে, খেজুর কিনিতে হইলে ছুই ক্রোশ দূরে বাজারে যাইতে হইত। কাজেই গোপাল বলিলেন, "কাল সকালে দিব।"

ভাইটি তো আহারাদি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, খেজুর ও পুতুল পাইবার কথা তাহার মনেও রহিল না ; গোপাল কিন্তু সে কথা ভোলেন নাই। শেষ রাত্রে কখন উঠিয়া বাজারে চলিয়া গিয়াছেন কেহ জানেও না। সকালে উঠিয়া দেখা গেল, ভাইয়ের মাথার কাছে এক জোড়া মাটির রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও কাগজে জড়ানো কিছু খেজুর। বিষয়টি তত গুরুতর না হইলেও সামান্য সামান্য বিষয়েও গোপালের সত্যরক্ষার প্রচেষ্টা কত সুন্দর, কত গুরুত্বপূর্ণ তাহাই আলোচনা করিবার বিষয়। এরূপ ছোট ছোট বহু ঘটনা গোপালের জীবনে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, বাহুল্য ভয়ে সে সব আর উল্লেখ করিলাম্ না।

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" মুখে তো অনেকেই বলে, কিন্তু কাজে দেখায় কয়জনা ? গোপালের জীবনে কিন্তু আমরা কাজে ও কথায় এক দেখিতে পাই। সখী অবস্থায় যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা তো বিশেষভাবেই এ সকল লক্ষ্য করিয়াছেন। দেশে থাকার সময়েও এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে কে আপন, কে পর কিছুই বুঝিবার অবসর হয় নাই। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-কাঁটালের সময় নিজেদের গাছে আম কাঁটাল পাকিয়াছে, গোপাল হয়তো চাহিয়াও দেখেন না,—পাকিয়া পড়িয়া যাইতেছে, পাখিতে খাইতেছে ; কেউ যদি পাড়িয়া দিবার কথা বলে, তাহা হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল জবাব দেন, "অনেক হইয়াছে, খাক্ না ও জুটো।" কিন্তু বাড়ীর বাহির হইয়াই অপরের গাছের দিকে চাহিয়া গৃহস্বামীকে বলেন, "আপনাদের আমগুলি পাকিয়াছে, পাড়িয়া দিব কি?" অবাক কাণ্ড, বাল্যকাল হইতেই যেন গোপাল পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

গোপালকৃষ্ণের স্বভাবের আর একটা বৈশিষ্ট্য; যদি কাহাকেও বিদ্রূপ করিতে হয় বা কাহাকেও কোন কার্য্যে নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে গোপাল এমন মোলায়েম ভাষা ও মিষ্ট সম্বোধন করেন যে, লজ্জায় পড়িয়া তাহাকে নিজ ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়। একবার একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক কোনও সমাজবিগর্হিত কার্য্য করিয়াও কৃতকর্ম্মের জন্য সমাজের কাছে নতি স্বীকার করেন না; তাহাতে সমাজপতি তাঁহাকে একঘরিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কোন কাজে তাঁহাকে ডাকিত না, তাঁহার বাড়ীতেও কোন কাজে কেহ যাইত না। পথে-ঘাটে দেখা হইলে সকলেই তাঁহাকে নানাপ্রকার ঠাট্টা তামাসা করিত। এ ভাবের সমাজ-শাসন এখন কিছু কিছু শিথিল হইলেও সে সময়ে খুব কড়া ছিল। যাহা হউক, সেই লোকটি একদিন রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, ছেলেরা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া নানাপ্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতেছে। গোপাল তখন বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যে সেখানে উপস্থিত। পূর্ব্ব হইতে ভদ্রলোকের বিষয় কিছু কিছু গোপালের জানা ছিল; কিন্তু সুযোগ অভাবে তাঁহাকে কোন দিন কিছু বলা হয় নাই। আজ সুযোগ পাইয়া ব্যঙ্গকারী ছেলেদের প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং ভদ্রলোকের কাছে গিয়া খুব বিনীতভাবে বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাবু! আপনারা সমাজের মাথা, আপনারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তাহাতে আপনাদের কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু আপনাদের কৃতকর্ম্ম দ্বারা অপরকে নিন্দা করিবার সুযোগ-সুবিধা দিয়া তাহাদিগকে অপরাধী করেন কেন? যাহা করিয়াছেন প্রকাশ্যে তাহার আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসা করিয়া ফেলুন না? আর 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ,' যদি ভুলক্রমে একটা কাজ করিয়াই থাকেন, তাহাতে হইয়াছে কি? তারপর আজ যদি আপনি অকপটে দোষ স্বীকার করেন এবং সমাজের ব্যবস্থা মানিয়া লন, তাহা হইলে আপনি তো একটা আদর্শ হইয়া রহিলেন। অপর কেহ কিছু অন্যায় করিলে আপনার মত সম্মানী লোকের নজীর দেখাইয়া তাহাদেরও শাসন করা যাইবে। গোলমাল মিটাইয়া ফেলুন, আপনার একার জন্য আর দশজনকে অপরাধী করিবেন না।" এইভাবের অনেক কথা বেশ মোলায়েম করিয়া সেদিন তাঁহাকে বলায় দুই-তিন দিনের মধ্যেই সেই লোক কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া সমাজপতির নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ফলে আবার সকলের সহিত মিলিত হইতে পারিলেন। একদিন প্রকাশ্য সভায় অন্যান্য কথা-প্রসঙ্গে সেই লোকই উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমাদের গ্রামের সৌভাগ্য যে, গোপাল ঠাকুরের মত নির্ভীক, স্পষ্টবাদী লোক এখনও এখানে রহিয়াছেন। তাঁহার মিষ্টমধুর বাক্যবাণ আমার মর্ম্মে এমন ভাবে আঘাত না করিলে হয়তো আমি অভিমানের চাপে দিন দিন কোন্ অতল তলে তলাইয়া যাইতাম। সত্য বলিতে কি, এ ভাবের চাবুক মারিবার লোক সমাজে যত বৃদ্ধি পাইবে ততই সমাজের মঙ্গল। যে যাহাই বলুন, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এজন্য গোপাল ঠাকুরের কাছে চিরঋণী।” ইত্যাদি। সখীবেশাশ্রয়ের পরেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার অপরাধীকে মিষ্টমধুর অথচ যাহাকে বলে “আঁতে ঘা দিয়া” কথা বলার ভঙ্গী কত কার্য্যকরী হইয়াছিল।

গোপাল বিবাহ করিতে চাহেন না, তবুও তখনকার প্রবীণ-প্রবীণারা মধ্যে মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গ তোলেন। মা কিংবা বড় ভাই-বোন বিশেষ কিছু আর বলেন না ; শুধু বলেন, “গোপাল যদি রাজী হয়, তবে আমাদের আপত্তি কি ?” একদিন একজন গ্রামবাসী আসিয়া গোপালকে বিবাহের জন্য ধরিয়াছে। এই লোকটি অল্পদিন হইল ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক হইয়া বিষয়-সম্পত্তি লইয়া খুবই গোলমাল করিতেছে। গোপাল এতদিন তাহাকে কিছু বলিবার সুযোগ পান নাই। আজ বিবাহের কথা তুলিতেই গোপাল বলিলেন, “হ্যাঁ, বিয়ে ক'রতে হবে বৈ কি ? তা নইলে যা দু-চারটে পৈতৃক থালা ঘটি বাটি আছে সেগুলো ভাগ্‌বাটিরা ক'রে খান্ খান্ করব কি ক'রে ?” লোকটি আশ্চর্য্য ভাব দেখাইয়া বলিল, “কেন ?” গোপাল বলিলেন, “কেন আবার কি, তোমরাই তো পথ দেখাচ্ছ, গত বৎসরে তোমার দাদা তাঁর স্ত্রীর গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা কর্জ্জ ক'রে তোমার বিয়ে দিলেন, আর এক বৎসর যেতে না যেতেই তুমি সেই দাদার মাথায় লাঠি মেরে বিষয় ভাগ ক'রে নিয়ে তাকে পথে বসাতে চাও ! তোমাদের এই সব দেখে শুনে এমন আক্কেল হচ্ছে যে, বিয়ের জন্যে বেশ ভাল ভাবেই আমরা তৈরি হচ্ছি।” লোকটি আর কোনও কথা না বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়া গেল। গোপালের এইভাবের স্পষ্টবাদিতায় সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।

গোপালের কাকীমা, বড় বৌদিদি বা গ্রামের অন্য কোন মহিলা বিবাহের প্রস্তাব করিলে গোপাল খুব নম্রভাবে তাঁহাদের বলিতেন, "কেন আপনারা আমাকে পুনঃ পুনঃ বিবাহের কথা বলেন? কার সঙ্গে আমার বিয়ে দিবেন বলুন তো! স্ত্রীলোক মাত্রেই যে আমার মাতৃস্থানীয়া।" ইহার পর আর কেহ বিবাহের প্রসঙ্গই তোলেন না। এইভাবে কিছু দিন গেল। একদিন একজন ভাল জ্যোতিষী আসিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে হাত দেখাইতেছেন। ঠিকুজী, কোষ্ঠী যাহার যাহা আছে তাহাই তিনি দেখিয়া ফলাফল বলিয়া দিতেছেন। গোপালের মা এক প্রকার জোর করিয়াই গোপালের হাতখানি জ্যোতিষী ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলেন। জ্যোতিষী ঠাকুর খুব নিবিষ্টচিত্তে হাতের এবং কপালের দুই-চারটি চিহ্ন দেখিয়া পুনঃ পুনঃ উঁহার মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। গোপাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি দেখ্‌লেন ঠাকুর বলুন না!" জ্যোতিষী ঠাকুর বলিলেন, "হাত তো জীবনে অনেক দেখেছি, এমনটি তো কোথাও পাই নাই।" সকলেই—বিশেষতঃ গোপালের মা, বিশেষভাবে জানিতে চাহিলে গোপালের নিষেধ সত্ত্বেও মাত্র এই কটি কথা তিনি বলিয়াছিলেন—

"ইহার পরমায়ু পঁচাত্তরের কাছাকাছি, খুবই ভাগ্যবান্, স্পষ্টবাদী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সময়মত এমন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গুরু লাভ করিবে যে, তাঁহার কৃপাশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কোনও একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক হইবে। সংসারে থাকা ইহার কোন মতেই সম্ভব নয়। কতকগুলি রেখা ও চিহ্নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা ইহার মহাপুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ভজনসাধনে বহু বাধা বিঘ্ন ঘটিবে, কিন্তু কিছুতেই ইহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। আর একটি কথা বলিতে সঙ্কোচ আসিতেছে, কিন্তু না বলিয়াও পারিতেছি না। ইহার হস্তে রেখার সহিত এমন একটি অপূর্ব্ব চিহ্নের সংযোগ হইয়াছে, যাহার ফলে ইহাকে কোনও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে, এইরূপই সূচিত হইতেছে।"

গোপাল এতক্ষণ জ্যোতিষী ঠাকুরের কথা শুনিতেছিলেন, এবার একটু জোর করিয়াই হাতখানি টানিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে না দিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠাকুর! ডাকাতের সর্দ্দার হব, বুঝলেন? শেষে ধরা পড়ার ভয়ে গায়ে ভস্ম-টস্ম মেখে সন্ন্যাসী সেজে বেড়াব। তাতেও যদি না হয়, তবে শেষটায় ঘোম্‌টা দিয়ে ঘরের কোণে ব'সে আত্মগোপন করব।" পাঠকগণ! পরবর্ত্তী কালে যাহা ঘটিয়াছিল, গোপালের তখনকার উক্তিতে কি তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় না? তখন কিন্তু এই সকল কথা শুনিয়া ইহার উপর কেহ কোন গুরুত্ব আরোপ করে নাই, বরং রহস্য মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়াই দিয়াছে। গোপালের পরবর্ত্তী জীবনের প্রতিটি ঘটনার সহিত মিলাইয়া জ্যোতিষী ঠাকুরের ভবিষ্যৎ-বাণীগুলি যে কিরূপ বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

এই জ্যোতিষী ঠাকুরের একটু পরিচয় এখানে দিতেছি। ইহার নিবাস ছিল বরিশাল জেলার অন্তর্গত জয়শীরকাঠি গ্রামে। নাম কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ব্রাহ্মণ অতিশয় নিষ্ঠাবান ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদানীন্তন সময়ে ও-অঞ্চলে ইহার সমকক্ষ জ্যোতিষী কেহ ছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। হস্তরেখাদি দৃষ্টে অতি অদ্ভুতভাবে ইনি ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতেন। ইহার সুযোগ্য পুত্র অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও পিতার অনেক গুণ পাইয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি বরিশাল সহরের উপরেই থাকিতেন, কিছুদিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন।

গোপাল, কি শীত কি গ্রীষ্ম বারো মাসই ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর শ্মশানের কার্য্য শেষ করিয়া যে কাপড়খানি পরিধান করিয়াছিলেন, দশ দিন পর্য্যন্ত আর সে কাপড় ত্যাগ করেন নাই। স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রেই থাকিতেন, আবার সন্ধ্যার সময় উহা পরিধান করিয়াই স্নান করিয়া সমস্ত রাত্র সেই বস্ত্রে কাটাইতেন। দুই-চারখানা কুশাশন বিছাইয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়াই রাত্রে নিদ্রা যাইতেন, বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে নিজের গামছাখানি ভাঁজ করিয়া মাথায় দিতেন। এত কঠোরতা, এত অনিয়ম, তবুও গোপাল হাসিমুখে সুস্থ শরীরে দিন কাটাইয়াছেন। সকলের সঙ্গে থাকিলে অনুরোধ উপরোধে পাছে নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়, সেই ভয়ে গোপাল নিজের বাসস্থান ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন বাড়ীর পশ্চিমের ভিটায় একখানি ছোট খড়ের ঘরে। সে ঘরে অন্য কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, তা তিনি যে কেহই হউন না কেন—ঐ বাহিরে দাঁড়াইয়াই যাহা বলিবার বলিতে হইত। কি জানি কোন্ সুকৃতিবলে বর্ত্তমান জীবনী-লেখকের সেই গৃহে প্রবেশের কোন বাধা-নিষেধ ছিল না, বরং কোন সময় যোগের ক্রিয়া করিতে যাইয়া কোন কিছু প্রয়োজন হইলে গোপাল লেখকের নাম ধরিয়া ভিতরে ডাকিয়া লইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্পবয়স হইলেও সেই সকল ক্রিয়া দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া নিজেকে ধন্য মানিতাম।

গোপালকে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতে কেহ কখনও দেখিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। যত দূর পথই হউক না কেন—কাষ্ঠ-পাদুকা, নচেৎ খালি পা। সমবয়সী সকলকেই তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কিছু কিছু হঠযোগের ক্রিয়া করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। যিনি তাঁহার কথা শুনিয়া কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, গোপাল অত্যন্ত আগ্রহসহকারে তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। অনেকেই গোপালের নির্দ্দেশমত কার্য্য করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন।

একদিন আহারান্তে ভুক্তদ্রব্যের পরিত্যজ্য অংশ জলের সহিত বমন-ভঙ্গিতে তুলিতেছিলেন, এমন সময় প্রতিবেশী একজন অসুস্থ ভাবিয়া গোপালকে ধরিতে গেলেন, গোপাল হস্তসঞ্চালনে নিষেধ করিলেও তিনি তাহা না শুনিয়া গোপালের মস্তকটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন। গোপালের ক্রিয়া শেষ হইলে লোকটি একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "বাঃ রে, এ যে শুধু জলের সঙ্গে ফোড়ন-বিচিগুলিই উঠ্‌ল, ভাত ডাল তো কই উঠ্‌ল না?" গোপাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাই! আমি তো বমি করি নাই, কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিই বাহির করিয়া দিয়াছি। ওগুলি পেটে থাকিলে উপকার তো কিছু হইতই না, বরং অম্ল বৃদ্ধি করিয়া দেহকে অসুস্থই করিত।" বলা বাহুল্য, সেই লোকটি অতি আগ্রহ সহকারে গোপালের নিকট হইতে সেই ক্রিয়াটি শিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া নিয়মিত ব্যবহারে তাঁহার বহুদিনের অম্লশূল রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

একদিন পশ্চিমের বাড়ীর আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্যস্তভাবে আসিয়া গোপালের মাকে বলিলেন, "গোপাল ঘাটের ধারে তেঁতুল-তলায় অমন্ ক'রে প'ড়ে আছে কেন?" মা বলিলেন, "কি ভাবে প'ড়ে আছে, তা তো জানি না।" আনন্দ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "পায়ে কোন আঘাত লাগ্‌লে আমরা যে ভাবে পা টান ক'রে থাকি, সেই ভাবে দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে উবুড় হ'য়ে একবার পায়ের আঙুলগুলি ধ'রে টান্‌ছে আবার সোজা হ'য়ে উঠ্‌ছে।" মা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া উহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ওর কোন কিছু অসুখ-বিসুখ হয় নাই, মধ্যে মধ্যে ঘরে ব'সেও গোপাল ওরূপ করে। গোপাল বলে, ও এক প্রকার হঠযোগের ক্রিয়া।" শুনিয়া আনন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধীরে ধীরে সেই গাছতলায় যাইয়া একটু দূরে থাকিয়া গোপালের অজ্ঞাতসারে ক্রিয়াটি দেখিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে গোপাল উঠিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ওটি একটি হঠযোগের ক্রিয়া, উহা দ্বারা দেহের জড়তা দূর হয়। এমন কি, নিয়মিত ভাবে ঐ ক্রিয়া করিলে কখনও দেহে বাত আশ্রয় করিতে পারে না। যদি কেহ পরীক্ষা করিতে চায়, মাত্র এক পক্ষ কাল উপযুক্ত লোকের নিকট শিক্ষা করিয়া দেখিতে পারে, বাতের পক্ষে বিশেষ উপকারী কি না। এই ভাবের নানা ক্রিয়া, নানা আসন গোপালকে গভীর রাত্রে মুক্ত বায়ুতে বসিয়া করিতে আমরাও বহুদিন দেখিয়াছি।

উপনয়ন সংস্কারের পর হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোপালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর দেবদেবীর সেবাপূজার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। গোপালও বিনা বাধায় ও বিনা আপত্তিতে নিজ সৌভাগ্য মনে করিয়াই যথাসাধ্য সেবা করিতেন। গোপালের এই সেবাপূজায় সকলেই পরম পরিতুষ্ট। ঠাকুরের বেশবিন্যাস ও মনোহর সাজসজ্জার মধ্য দিয়া অকপট সেবা-সৌকর্য্য সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করে। আত্মীয়স্বজনের তো কথাই নাই, পাড়াপ্রতিবেশী পর্য্যন্ত গোপালের দেবসেবার সুশৃঙ্খল পারিপাট্য দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করে, "গোপালের হাতে-সেবা পেয়ে ঠাকুর যেন জীবন্ত হ'য়ে ওঠে।" পরবর্ত্তী কালে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধারমণবাগে অষ্টকালীয় সেবার সুসংবদ্ধ প্রণালী এবং সেবকগণের উপর সকল বিষয়ের সুনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

একদিন ঠাকুরঘরে পূজায় বসিয়া গোপাল আর উঠে না। তাঁহার খুড়ীমা শিবপূজার আয়োজন করিয়া কিছুক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গোপাল কি করিতেছে দেখিবার জন্য বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে খুড়ীমা তো অবাক। দেখিলেন যে, গোপাল পদ্মাসনে বসিয়া আসন হইতে প্রায় এক হাত উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি গোপালের মাকে গিয়া সমস্ত বলিলেন। মা উহাতে কোনরূপ চঞ্চল না হইয়া উঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা খারাপ কিছু নয়, প্রাণায়ামের ক্রিয়া দ্বারা ওরূপ হয়। তারপর বিশেষ করিয়া এ কথাও মা তাঁহাকে বলিলেন যে, ঐরূপ অবস্থায় যেন কেহ কোনরূপ গোলমাল না করে, কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনরূপ প্রতিকূল কারণে শ্বাসের গোলমাল হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

গোপালের ব্যবহারে ছোট ছোট ছেলেরাও তাঁহার সহিত মিলিত হইতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিত না। গোপাল নানা প্রকার আলোচনার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দিতেন। অনেক সময় গোপালের হেঁয়ালী সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না। একদিন সেনেদের কাছারী-বাড়ীতে, ছেলেদের একটি আলোচনা-বৈঠক বসিয়াছিল। সভার শেষে ছেলেদের মুখপাত্ররূপে ডাঃ যদুনাথ সেন ছেলেদের সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিবার জন্য গোপালকে ধরিলে গোপাল বলিলেন, "'চাইবে কম, নিবে বেশী, দিবে কম, রাখবে বেশী' তবেই জীবন সুখের হবে।" পুনরায় বলিলেন, "এখন যা সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌তে পারবে তাই-ই হবে শেষ-জীবনের সম্বল।" আমরা তো কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, অপরে কে কি ভাবে এ সকল কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেন জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "বুঝ্‌বি বুঝ্‌বি, আর একটু বড় হ, আর একটু জ্ঞান হোক, তা হ'লেই সব বুঝ্‌তে পারবি। এখন এইটুকু মাত্র জেনে রাখ্ যে, দেবার আগে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ক'রে নিলে যত খুসি দিতে পারবি, অভাব হবার ভয় থাকবে না।" এ সব হেঁয়ালীর অর্থ তখন সত্য-সত্যই কিছু বুঝিতে পারি নাই, এখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ অবস্থার পরিবেশে ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধি দ্বারা এক এক সময় এক এক ভাবে এক এক রকম সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া তৃপ্ত হই মাত্র।

দেশে অবস্থানকালে গোপালের ভক্তিভাবের পরিচয় মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইত। সমস্ত ঘটনা বা সমস্ত কথাবার্ত্তা সংগ্রহ করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভব নয়, উহারই মধ্যে দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করিব, আশা করি উহা দ্বারাই পাঠকগণ সমগ্র বিষয় ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

ভট্টাচার্য্য-পরিবারের কুলদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন ও নারায়ণ-শিলার প্রতি বৎসরই দোল, জন্মাষ্টমী, রাস প্রভৃতি উৎসব হয়। দেশাচারমতে দোলের সময় দোলায় করিয়া শ্রীবিগ্রহকে লইয়া আবীর খেলিতে খেলিতে কীর্ত্তন-সম্প্রদায়সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। তন্মধ্যে কোনও বাড়ীতে গৃহস্বামীর আগ্রহে দোলাসহ ঠাকুর নামাইয়া কীর্ত্তন হয় এবং গৃহস্বামীর ইচ্ছামত ভোগরাগ দেওয়া হয়। এক বৎসর দোলের সময় গোপাল পূর্ব্বোল্লেখিত কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় গোপালকে পাইয়া খুবই আবেগভরে হোলির নানাবিধ পদ গান করিতে-ছিলেন, চতুর্দ্দিকে আবীরের ছড়াছড়ি, হরিবোলধ্বনি। সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় যেন কি ভাবিয়া গোপালকে গান করিবার ইঙ্গিত করিলেন। গোপাল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুরকণ্ঠে গান ধরিলেন—

"আজ হোলি খেল্‌ব শ্যাম তোমার সনে।
একেলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে ॥"

সঙ্গের দোহারগণ যখন গান ধরেন, গোপাল তখন নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করেন ও আবীর ছড়ান। কিছু সময় এই ভাবের গান ও নৃত্য চলিবার পর গোপাল হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের হাত দুইটি নিজ হাতে চাপিয়া ধরিয়া গানের সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন—

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সেদিন বড় পালিয়েছিলে
আজ, শাস্তি পাবে নিঠুর কালা ॥"

চতুর্দ্দিকে উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি, আনন্দ কোলাহল। কীর্ত্তনমণ্ডলী যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল! বৃদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের কম্পমান দেহটি ভাবাবেশে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, আর না জানি কোন্ ভাবাবেশে গোপালের আরক্ত বদনকমল হইতে সোহাগপূর্ণ বচনে কেবল ঐ কথাই উচ্চারিত হইতে লাগিল—

"সেদিন বড় পালিয়েছিলে
আজ, শাস্তি পাবে নিঠুর কালা ॥"

ইঁহারা পরস্পর কি ভাবে বিভোর হইয়া যে এইরূপ করিতেছেন অনেকেই হয়তো বুঝিতে পারিল না; কিন্তু ভাবুক মরমী ভক্ত যে কেহ ছিলেন না, এ কথা বলা যায় না। মোহিনীকুমার সেন এক পাশে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তনে দোহারকি করিতেছিলেন, হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া এক মুঠা আবীর লইয়া দুইজনের মুখে ও মাথায় মাখাইয়া দিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় অমনি আবেশভরে বাম হস্তে গোপালের কটি বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তটি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নাড়িয়া নাড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। ঘন ঘন হরিধ্বনি, পুরমহিলাগণের আনন্দসূচক উলুধ্বনি কীর্ত্তনস্থলীকে এক অপূর্ব্ব ভাবস্রোতে ভাসাইয়া দিল! সেদিনের সে নৃত্য-কীর্ত্তনলীলা দর্শকগণের প্রাণে বহুদিন ব্রজলীলার স্মৃতিকে জাগরূক রাখিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে এক দিন সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, কীর্ত্তনের মধ্যে নৃত্যকারী গোপালকে যেন একটি ব্রজবালিকা বলিয়া মনে হইতেছিল। প্রায়ই কীর্ত্তনাবেশে গোপালের ভাবান্তর ঘটিত, যাঁহারা ভাবুক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারাই উহা লক্ষ্য করিতেন। গোপাল সহজে কাহাকেও কিছু জানিতে বা বুঝিতে দিতেন না।

আর একবার রাসের সময় গোপালের বিশেষ ভাবান্তর সকলকেই বিস্মিত করিয়াছিল। দেশে তখন নিয়ম ছিল, প্রতি বৎসর বাঁশের দ্বারা গোলাকৃতি রাসমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঠাকুর বসাইয়া ঘুরানো হইবে। সেই ব্যবস্থামত এক-মানুষ-সমান একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হইল; তাহার পর যথানিয়মে পূজাদি করিয়া সেই মঞ্চের উপর ঠাকুর বসানো হইল; সকলে জয়ধ্বনি-সহকারে গান করিতে লাগিল; আর পূজক সেই মঞ্চের দড়ি ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। এবার পুরোহিত ঠাকুর কোন কারণে আসিতে পারেন নাই, তাই গোপালের খুল্লতাত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই পূজা করিতে হইয়াছিল। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ; তাই নিয়ম রক্ষার্থ দুই-একবার ঘুরাইয়া গোপালের উপরই ভার দিলেন। গোপাল খুব আনন্দের সহিতই এই সেবা গ্রহণ করিলেন। ধীরে ধীরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে গোপাল যেন কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন ভাবে ঘুরাইতে লাগিলেন যে, সকলেই ভয় পাইলেন, পাছে ঠাকুর পড়িয়া যায়। গোপালের কোন দিকে লক্ষ্য নাই, সেই সময় গোপাল সুর করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের রাসের শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন; ঘুরাইবার নিয়মিত সময় অতীত হইলেও গোপালের মুখে লীলাবর্ণন শ্লোকগুলি এত মিষ্ট শুনাইতেছিল যে, কেহ তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিতেও পারিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে খুড়া মহাশয় এক প্রকার জোর করিয়াই গোপালের হাত ধরিয়া থামাইয়া দিয়া ঠাকুরকে নামাইয়া যথানিয়মে এক শত আট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলসী জলে স্নান ও অভিষেক প্রভৃতি করিয়া পূজার অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিলেন।

এদিকে গোপাল আবিষ্ট ভাবে রাসলীলার ব্যাখ্যা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নানাপ্রকার শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ প্রকতিস্থ হইলে কথায় কথায় তাঁহাকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইল। গোপাল ধীরভাবে বলিলেন, "আমি যেন কোথায় কোন্ এক সুসজ্জিত উদ্যানমধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নৃত্য-বিহার দেখিতেছিলাম; চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গোপী নৃত্য করিতে করিতে যুগলকে ঘিরিয়া মহানন্দে হর্ষধ্বনি করিতেছে, গান করিতেছে। তারপর হঠাৎ সে লীলা অন্তর্দ্ধান হওয়ায় আমি যেন কেমন অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। তারপর যে কি ঘটিয়াছে তাহা কিছুই আমি বলিতে পারিব না।"

একবার জন্মাষ্টমীতে গোপাল উপবাসী ছিলেন, রাত্রে পুরোহিত ঠাকুর পূজা করিতেছেন আর গোপাল এক ধারে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া পূজা দর্শন করিতেছেন। পূজা হইয়া গেল, ঠাকুর মহাশয় ব্রতের কথা শুনিবার জন্য সকলকে ডাকিলেন। পুরুষ ও বালকগণ এক দিকে বসিল, স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ পূজার ঘরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় সারিবদ্ধ ভাবে বসিল। পুরোহিত ঠাকুর ব্রতের কথা বলিয়া মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন। যেখানে কংসের কারাগারে দেবকীকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান আবির্ভূত হইয়াছেন, এই প্রসঙ্গ আসিল; সেই সময় সকলেই লক্ষ্য করিল যে, গোপাল বসিয়া থাকিতে থাকিতে পাশে পড়িয়া গেলেন। অনেকেই মনে করিলেন, বুঝি সারাদিন উপবাসী থাকায় ক্লান্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল ঘুমাইয়া ঐ ভাবে পড়িয়া গেলেন; কিন্তু কিছু সময় পরেই কান্না শুনিয়া এবং গড়াগড়ি দিতেছেন দেখিয়া একজন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিল। গোপালের বাহ্যস্মৃতি নাই, কেবল "তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারিবসুদেবজঃ" এই কথা কয়টি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। পুরোহিত মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ" শ্লোকটি পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলা বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোপাল যতই লীলাগুণ শুনেন, ততই আনন্দভরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্দ্ধ বলিতে থাকেন। বৃদ্ধেরা বলিতে লাগিলেন, "গোপাল সাক্ষাৎ লীলা দর্শন করিতেছে, ধন্য ওর জীবন।" বহু সময় এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদ্বন্ধুর চেষ্টায় গোপাল প্রকৃতিস্থ হন, তখন পুরোহিত ঠাকুর অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া যান।

এই বৎসরই শিবরাত্রের সময়ে গোপাল উপবাসী থাকিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল মধ্যে মধ্যে "হর হর বোম্ বোম্" এই কথা কয়টি বলিতেন। খুল্লতাত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করিতেছেন আর গোপাল নিকটে বসিয়া তাহা দেখিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ঐ ধ্বনি "হর হর বোম্ বোম্"। খুড়া মহাশয়ের সহিত একাসনে বসিয়াই গোপাল সারা রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। উপবাসে এবং রাত্রিজাগরণেও সকাল-বেলায় তাহার মুখশ্রী মলিন দেখাইল না; বরং গোপালের মুখে চোখে এমন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল যে, সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। কোন দেবদেবীর উপরই গোপালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্রদ্ধার ভাব ছিল না। পরবর্ত্তী সখী-জীবনেও এ ভাব সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। গোপালের বাল্যজীবনের প্রতিটি কার্য্য এই ভাবের ছিল। নবদ্বীপে বাগান-বাড়ীতেও সকল দেবদেবীর অর্চ্চনাই তিনি উপযুক্ত লোকের দ্বারা করাইতেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের—

"সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সর্ব্বত্র মাগি লবে ইষ্ট ভক্তি বর॥"

এই বাক্যের আদর্শ, গোপাল কি পূর্ব্বাশ্রমে, কি পরবর্ত্তী সখী-জীবনে নিজে আচরণ করিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ গোপালের এই সর্ব্বদেব-আরাধনায় আপত্তি করিয়া বলিতেন, উহাতে প্রেম লাভ হয় না। ইঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি "সর্ব্বত্র মাগি লবে ইষ্ট ভক্তি বর" এই পংক্তিটির কিরূপ ব্যাখ্যা করিবেন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ভাব বা প্রেম কাহারও একচেটিয়া নিজস্ব সম্পত্তি নয়, আমরা তো ইহাই জানি। ছোট বড়, উত্তম অধম, উচ্চ নীচ, কোন বিচারই তাহার কাছে নাই, "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম" শুদ্ধচিত্ত পাইলেই প্রকাশ পায়। কোথায় কোন্ ভাগ্যবান কি ভাবে সে সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন, কে বলিতে পারে? ভক্তকবি গাহিয়াছেন—

"প্রেম কি সকল ধাতে সয়।
প্রেমের গড়ন মন না হ'লে
প্রেম কি তাতে বয়॥

* * *

প্রেম যুক্তি জানে না, প্রেম মুক্তি মানে না
প্রেম, নিক্তি ধ'রে ছোট বড় ওজন করে না;—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমে, পাপ পুণ্য সমান গণ্য
করে, দুঃখে সুখে সমন্বয় ॥
প্রেমের ধর্ম্ম চমৎকার
প্রেমের মর্ম্ম বোঝা ভার
প্রেম, জড়েতে চৈতন্য দেখে আলোকে আঁধার ;—
প্রেম, নিরাকারের আকার দেখে
আবার, সাকার দেখে শূন্যময় ॥”

তবুও যেন রসিক কবির আশা মিটিতেছে না, তাই আবার বলিলেন—

“প্রেমের জন্ম ধরাতে
ধরা দেয় না ধরাতে
প্রেম, বিরাট ব্রহ্মাণ্ড দেখে ধূলিমুঠিতে ;—
প্রেম, বিন্দু মাঝে সিন্ধু দেখে
বিশ্ব দেখে ব্রহ্মময় ॥”

সুকণ্ঠ গায়ক শচীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয়ের মুখে একবার একটি গান শুনিয়াছিলাম—

“প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার, থাকে না জ্ঞান আত্মপর ॥
প্রেম এমনি রত্নধন কিছু নাইক তার মতন
ইন্দ্রপদও তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন,—
থাকে, আত্মানন্দে সদাই মগন
তার, হৃদয় জুড়ে সুধাকর ॥
প্রেমিক চায় না কো জাতি চায় না সুখ্যাতি
ভাবে, হৃদয় পূর্ণ হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও তার, হস্তগত সুখের চাবি
আর, থাকবে কেন অন্য ডর ॥
প্রেমিকের চাল্‌টি বেয়াড়া, যত বেদবিধি ছাড়া
আঁধার কোণে চাঁদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া ;—
ও সে, চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লেও
আস্‌মানেতে বানায় ঘর ॥"

প্রেমিকের মহান্ চরিত্র আলোচনা করিতে হইলে একটা বিশিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া করিতে হয়। শাস্ত্রের ভাষায় ইহাকে তত্ত্বতঃ দেখা বলে। এই তত্ত্বতঃ দেখা সকল বিষয়ে না খাটিলেও মহতের চরিত্র-আলোচনায় বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ মহতের জীবন-চরিতের মধ্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের শাশ্বত মূর্ত্তি অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত। তাহা দেখিতে, বুঝিতে এবং অনুভব করিতে হইলে একটা বিশিষ্ট প্রেক্ষণভূমি বা বিশিষ্ট দৃষ্টি-কোণ অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা তাহা করি না, তাই মহাত্মাগণের বাহ্যিক আচরণ দেখিয়াই তাহার সমালোচনা আরম্ভ করি।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, অল্প কিছু সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইলেই সে উতলা হইয়া উঠে। গোপালের কিন্তু তাহা ছিল না। গোপাল ছিলেন অত্যন্ত চাপা স্বভাবের। তাঁহার মনোগত ভাব তিনি সহজে প্রকাশ করিতেন না,—ভাবের কথা তো নয়ই। সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ দেখিয়া সঙ্গীগণ যদি বিশেষ কিছু জানিতে চাহিত, তাহা হইলে গোপাল তাহাদিগকে অতি সহজ কথায় বলিয়া দিতেন, "ও সব কিছু নয়, ও আমার চিত্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ব্বলতা।" যদি কোন ক্ষেত্রে ইহার বেশী কিছু বলিতে হইত, তাহা হইলে ভঙ্গী করিয়া বলিতেন—

"পুতুল-বাজির পুতুল আমি।
যেমন নাচায় হৃদয়স্বামী॥
তেম্‌নি নাচি তেম্‌নি গাই।
(ও সব) আমার কিছু জান্‌তে নাই॥" ইত্যাদি

এই ভাবের কত কথাই যে, কতদিন গোপালের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল তাহার অন্ত নাই। সকলগুলি সংগ্রহ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয় নাই, জানি না ভবিষ্যতে কেহ এ বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন কি না!

এ তো গেল ভাবের কথা; তর্কেও গোপালকে পরাস্ত করা বড় সহজ ছিল না। গোপাল তর্কস্থলে যেটি 'হাঁ' বলিবেন সেটিকে 'না' করিবার সাধ্য অনেকেরই ছিল না। অনেক সময় তর্কে পরাস্ত হইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত, "তর্কভুড়ভুড়ি।" গোপাল তাহাতে কোনরূপ অসন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "তবু ভাল, বিনা পরিশ্রমে, পড়াশুনা না করিয়াই একটা এতবড় উপাধি লাভ হইল।" কলিকাতা থাকিবার কালে মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর সহিত এক-একদিন পাঠ্য-বিষয় লইয়া তর্ক উঠিত। দীনবন্ধুর সহধর্ম্মিণী উভয় ভ্রাতার আহার্য্য দ্রব্য সাজাইয়া অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু কে আহার করিতে আসিবে? দুইজনেই তর্ক-সমুদ্রে মগ্ন। ক্রমে রাত্র অধিক হইতেছে দেখিয়া আহার্য্য দ্রব্য ঢাকা দিয়া সেই স্থানেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিতেন। এমনও অনেক দিন হইয়াছে, যখন দীনবন্ধুর স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হইত, তখন পূর্ব্বদিক প্রভাতের অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুই ভাইয়ের তর্ক তখনও থামে নাই, সমান ভাবেই চলিয়াছে। কোনরূপে ইঙ্গিতে রাত্রি-প্রভাতের সংবাদ জানাইলে আলো নির্ব্বাণ করিয়া দুই ভাই বাহিরে আসিতেন। ভবানীপুর, চক্রবেড় রোডে, কানাইলাল সেনের বাগানে অবস্থানের সময় এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

গোপালের বেশভূষা, আচারব্যবহার, আহারাদি সমস্তের ভিতরই বৈরাগ্য ভাব মিশ্রিত ছিল। তথাপি কাহারও সে কথা মুখে বলিবার উপায় ছিল না। বলিলেই অমনি নিজের ভোগবিলাসের মস্ত বড় ফর্দ্দ দিয়া বলিতেন, "একে কি আর বৈরাগ্য বলে ? যার প্রতিটি কার্য্যে বৈরাগ্যভাব লক্ষিত হয়, সে-ই প্রকৃত বৈরাগী, শুধু কথায় বৈরাগ্য অবৈরাগ্যের লক্ষণ।" এই বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণের বৈরাগ্যের কথা আলোচনা করিয়া সকলকে ভুলাইয়া দিতেন। মোট কথা, গোপাল নিজ আচরণকে প্রকাশ করিতে মোটেই উৎসুক ছিলেন না।

একবার গ্রামের সকলে মিলিয়া পুরানো বাড়ীর আটচালায় একটি আলোচনা-সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী দুই-একটি গ্রাম হইতেও অনেকে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীর উমেশচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মালোচনার কালাকাল সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। উপস্থিত জনগণ প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় নবাগত এক ভদ্রলোক উঠিয়া অনেক কিছু বলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার আলোচনায় কেহই সন্তুষ্ট নয় দেখিয়া গোপাল ধীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরে উঠিয়া সেই ভদ্রলোককে বলিলেন, "বাল্যকাল হইতে এই যে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ শুনিয়া আসিতেছি—'ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানা।' এটা কি মিথ্যা?" ভদ্রলোক কোন উত্তর না দিয়া একেবারে স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন, "ধর্ম্মালোচনার কোন প্রয়োজনই নাই, তার আবার কালাকাল কি?" সভামধ্যে খুবই গোলমাল উপস্থিত হইল। কয়েকজন প্রবীণ লোকের চেষ্টায় লোকটিকে বসাইয়া দেওয়া হইল; অনুসন্ধানে জানা গেল অত্যধিক গঞ্জিকা-সেবনে লোকটির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় যখন-তখন যেখানে-সেখানে এইরূপ যাহা খুসি বলিয়া বেড়ায়।

যাহা হউক, গোপালকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য কয়েকজন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় গোপাল উঠিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মালোচনা অবশ্যকর্ত্তব্য এবং সেজন্য কালাকালের বিচার করিলে চলিবে না। কাহার কখন ডাক আসিবে, কেহ কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? কাজেই, 'গৃহিতা ইব কেশেষু মৃত্যু না ধর্ম্মমাচরেৎ'।" সভামধ্য হইতে "ঠিক ঠিক, সত্যই তো, গোপাল ঠিক কথাই বলিয়াছে" এইভাবের উক্তি হইতে লাগিল। গোপাল সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তো ধর্ম্মালোচনার কথা বলি;—মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিয়া আছে, এই মনে করিয়াই ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে বলিয়া লম্বা লম্বা উপদেশ দেই; এ কি কেবল বক্তার মুখে মুখে বা পুঁথিতেই থাকিবে? নিজ নিজ জীবনে আচরণের দ্বারা কি দেখাইতে হইবে না?" সভা নিস্তব্ধ, কেহই কোন কথা বলেন না। গোপাল আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শাস্ত্রকার নানাভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন; প্রথমে নির্জ্জনে নিজে সাধনভজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া জ্ঞানালোকের সন্ধান পাইতে হইবে ; সেই আলোয় নিজের জীবনকে আলোকিত করিতে হইবে, তারপর জনসমাজে সেই আলো দেখাইতে হইবে। কিন্তু আজকাল ঠিক ইহার বিপরীত দেখা যায়। নিজে কিছু করিব না, অপরকে খুব বড় গলায় উপদেশ দিব, এইটিই এখন সচরাচর দৃষ্ট হয়। 'পরোপদেশ বেলায়াং সর্ব্বেব্যাস সমাদ্বিজ'—অপরকে উপদেশ দিবার সময় আমরা এক একটি ব্যাসদেব হইয়া বসি। আপনারাই বলুন দেখি, সে উপদেশ কি কখনও কার্য্যকরী হয় ? জগৎ ভোগবিলাসের মোহে অচৈতন্য, অসম্ভবের স্বপ্নে বিভোর, উপদেশ দিবে কাহাকে ? শাসনবাক্য কাণে তুলিবে কে ? আগে লোককে চৈতন্য দিতে হইবে, তবে তো সে উপদেশ বা শাস্ত্রবাক্য শুনিবে। আমাদের নিজেদেরই শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই ; শুধু তোতাপাখীর মত মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া যাই। প্রয়োজন হইতেছে আদর্শের। মনে দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া সাধনপথে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিবে, ততই তোমার উপর লোকের দৃষ্টি পড়িবে ; তাহারা তোমার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ শ্রবণ করিবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া অগ্রসর হইবে। শুধু পরকে বলিলে চলিবে না, নিজেকেও কিছু কিছু কাজ করিতে হইবে। তারপর, ধর্ম্মবিশ্বাসের তুল্য পবিত্র জিনিষ জগতে আর কিছু নাই। প্রীতি বল, বিবেক বল, শ্রদ্ধা বল, সকল বৃত্তিগুলিই এই ধর্ম্মবিশ্বাসের সুশীতল ছায়ায় উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত। যতদিন এই পবিত্র ভাবকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে না পারিবে, ততদিন হাজার উপদেশ, শত শত শাসনবাক্য শুনিলেও কিছু হইবে না, শুনাইলেও কিছু হইবে না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মালোচনার ভঙ্গী সকলের স্মরণ করা উচিত। 'আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়'—এ অতি খাঁটি কথা।" এই ভাবের বহু কথা সেদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে গোপাল বলিয়াছিলেন। সভাস্থ সকলেই গোপালের সুযুক্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল ভাবের আলোচনা-পদ্ধতির ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেদিনের সেই বক্তৃতা শ্রবণে গৈলার জনৈক ভদ্রলোক এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, গোপালকে কন্যাসম্প্রদান করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ লইয়া গোপালের জনৈক বন্ধুর সহিত একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুটি গোপালের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতেই গোপাল বলিলেন, "না ভাই, আমাকে আর ও বন্ধনে বাঁধিস্ নি, দোহাই তোদের।" বন্ধুটি ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি বলিলেন, "কেন? বিবাহ করা কি খারাপ?"

গোপাল বলিলেন, "ভাই! ঘৃত খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু অজীর্ণ-রোগী ঘৃতকে বিষের মত ভয় করে। দুধ, ক্ষীর, ছানা, মাখন এ সবই খুব পুষ্টিকর খাদ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু যে উদরাময় রোগে ভুগিতেছে, তাহার তো ঐ সকল স্পর্শ করাও উচিত নয়। আমার মত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির বিবাহ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। বিবাহ ব্যাপারটাকে আমি মোটেই খারাপ বলি না। মনুষ্যসমাজে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ একটি শ্রেষ্ঠ সংস্কার। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।' সমাজ-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সৎপথে জীবন-স্রোত-সঞ্চালনের যথেষ্ট সহায়তা বিবাহ করে বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের পদপ্রান্তে একান্ত দৃষ্টি রাখিয়া নিতান্ত শরণাগত হইয়া চলিবার মত যোগ্যতা অর্জ্জন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা না হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে পরস্পরবিরোধী ঘটনাচক্রের আলোড়ন-বিলোড়নে ঘূর্ণি-বায়ুবিতাড়িত তৃণখণ্ডের মত লাঞ্ছিত, তাড়িত ও বিমর্দ্দিত হওয়ার আশঙ্কা পদে পদে। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'অস্থিভিরস্থীনি মাংসের্মাংসানিত্বচাত্বচং।' বিবাহের মন্ত্রেও আছে, 'যদেতদ্‌হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।' এ সকল কথা তো শুধু মুখে বলিলে হইবে না ভাই! এই সকল তত্ত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার শক্তি থাকা চাই। আমি যে ভাই বড়ই দুর্ব্বলচিত্ত। সাধনভজনেরও কোন জোর আমার নাই। যাঁহার সুখে দুঃখে সমবোধ হইয়াছে, হৃদয়-পাত্রটি যিনি ভগবৎ-প্রেমরসে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষে সন্ন্যাসই বা কি আর সংসারই বা কি, উভয়ই তাঁহার নিকট সমান। আমার যে কোন সম্বলই নাই, আমি যে সম্পূর্ণ অনধিকারী, আমাকে তোমরা বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিও না—এইটিই আমার বিনীত নিবেদন।"

গোপালের যুক্তিপূর্ণ অথচ বিনয়নম্র বচনে বন্ধু তো নয়ই, কন্যাপক্ষের লোকও আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা গোপালকে সাধুবাদ দিয়া বিদায় লইলেন।

প্রতিষ্ঠার লোভে লোক হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। কিন্তু এমন লোকও ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ প্রকৃতপক্ষেই তাহার নিকট উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেও সে তাহা তাহার নিজ প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চায় না। গোপাল এই ধরণের লোক। পরবর্ত্তী সখী-জীবনের কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু বাল্যকালে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা হয়তো জানিবার সুযোগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবিধা অনেকেরই হয় নাই, আমরা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই কিছু কিছু বলিব।

একবার গ্রাম্য দেবী ৺কালীমাতার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে সমাগত জনমণ্ডলী গোপালের নিকট মায়ের মহিমা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় গোপাল নানাবিধ শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণ দ্বারা একটি ছোটখাটো বক্তৃতার মত দিয়াছিলেন। শুনিয়া সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গোপালের বহুমুখী প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তারপর নানা জনে নানা ভাবে মায়ের নামকীর্ত্তন করিয়া উৎসব সমাপন করেন। এই বক্তৃতার পর গোপাল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আসকাঠির এক চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সহিত কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন, "ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে মনুষ্যকে প্রধান বলা হয় কেন?" গোপাল বলিলেন, "আপনি পণ্ডিত, আপনাকে শাস্ত্রের কথা শোনানো আমার শোভা পায় না; আমি আপনার নিকট বালক, তবে আলোচনার জন্য আচার্য্যগণের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতে পারি মাত্র।"

চক্রবর্ত্তী। অত ভণিতার প্রয়োজন নাই, তুমি বল।

গোপাল। পরমকরুণ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান্ আপন লীলাভঙ্গীতে এই প্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সৃষ্ট জগতের মধ্যে যাহা কিছু পদার্থ তৎসমূহের মধ্যে নিজ শক্তির বিকাশ বিভিন্ন রূপে রাখিয়াছেন। যে যে বস্তুতে শক্তিবিশেষের আধিক্য দেখা যায়, সেই সেই বস্তুকে শক্তি অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে এবং সত্যদর্শী ঋষিগণের উক্তি আলোচনা করিলে সৃষ্ট যাবতীয় জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র মনুষ্যকেই দিতে হয়; কেন না, মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষতা আর কোন জীবে নাই। কিন্তু এই জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষতার সহিত অজ্ঞানশক্তির বা মায়া-শক্তির প্রাধান্যও মনুষ্যে কম লক্ষিত হয় না। এই জন্যই মানুষ আপন স্বরূপ ভুলিয়া মায়ার হাতে নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করে। শ্রীগুরুকৃপায় অকপট ভক্তি-বিশ্বাসের অধিকারী হইয়া ভজন-সাধনের দ্বারা মানুষ যদি এই মায়া-শক্তি বা অজ্ঞানতা দূর করিতে সমর্থ হয়, তবেই তাহার সকল দুঃখের অবসান হয়। অনেক কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিবার এটিও একটি কারণ।

চক্রবর্ত্তী। গুরুকৃপা সকলের উপর হয় না কেন?

গোপাল। শুধু মুখে বলিলেই তো হইবে না, গুরুকৃপালাভও ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ; এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

চক্রবর্ত্তী। একই জীবের মধ্যে ভজনের বিভিন্ন পন্থা কেন, আর নিত্যকর্ম্ম কি?

গোপাল। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি বলে কাহারো কাহারো অজ্ঞান শক্তির আবরণ আদৌ থাকে না, ইঁহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ ভক্তি-ভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ বলা হয়; ইঁহারা ভগবানের নিত্য সহচর এবং স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসম্পন্ন বলিয়া কোন বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ নন। তাঁহারা যে ভাবের আচরণ করিবেন, তাহা কোন বিধির মধ্যে ধরা পড়িবে না। আবার কেহ কেহ এত লঘু অজ্ঞানাবরণে আবৃত যে, উহা অনায়াসেই বিদূরিত হইয়া যায়, তখন ইঁহারা ভগবৎপ্রেম-তরঙ্গে এমন আপ্লুত হইয়া পড়েন যে, কোন বিধি-নিষেধের বশীভূত না হইয়া নিজ নিজ অনুরাগানুসারে ভজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে থাকেন; এই ভাবের ভজনকে রাগমার্গের ভজন বলা হয়। আর এক শ্রেণী দেখা যায় আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ অধম জীব। ইহাদের ভজন উপরোক্ত দুইটি পন্থার কোনটিতেই চলিবে না, ইহাদিগকে বিধি অনুসারে খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি আচরণ করিয়া তত্তৎকালোচিত ভগবল্লীলাদির স্মরণ-মনন করিতে হইবে। না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়—ইহাই শাস্ত্রের শাসন। যেটি করা অবশ্যকর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় তাহাকেই শাস্ত্রকার নিত্যকর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিত্যকর্ম্মে অবহেলা করিতে নাই। একেই মন আমাদের অত্যন্ত চঞ্চল, তাহাতে আবার সাংসারিক কর্ম্মপ্রেরণায় উহা শতধা-সহস্রধা বিভক্ত হইয়া কোন্ গভীরতম অন্ধকার গর্ভে লইয়া যাইতেছে, তাহার ঠিক নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য, অসীম রূপ, অটুট স্বাস্থ্য, বিপুল ভোগবিলাস প্রভৃতি পার্থিব কোন কিছুই মনের যথার্থ তৃপ্তিদান করিতে পারে না। কাজেই চঞ্চল মন আরও চঞ্চল হইয়া এটা ওটা সেটা করিয়া বেড়ায়। এই চঞ্চল মনকে শান্ত করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের নির্দ্দেশিত বিধি অনুযায়ী চলিবার অভ্যাস করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, এইটিই প্রথম এবং প্রধান সোপান—অবশ্য আমাদের পক্ষে। যাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

বিধি অনুযায়ী পথে চলিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত ভজন-সাধনে একান্ত নিষ্ঠাসহকারে লিপ্ত থাকিয়া মন-মধুকরকে যদি কোন রকমে একবার সেই পদপঙ্কজের সন্ধান দিতে পারা যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে সে আর এটা ওটা সেটা করিয়া বেড়াইবে না। ভ্রমর যেমন মধু আহরণের জন্য গুন্‌গুন্ করিয়া এফুল ওফুল করিয়া বেড়ায়, কিন্তু মধুযুক্ত প্রস্ফুটিত পুষ্প প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহার চঞ্চল পক্ষবিক্ষেপ এবং গুন্‌গুন্‌ধ্বনি বন্ধ হইয়া যায়, সে নীরব নিস্পন্দ ভাবে মধুপানে বিভোর হয়, সেইরূপ মন-মধুকরও পদপঙ্কজের মধুপানে বুঁদ্ হইয়া যাইবে, আর 'ইহা চাই' 'উহা চাই' করিবে না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোপালকে আলিঙ্গন দিয়া ভাবগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুর! একদিন তোমার বেশভূষা ও আচরণ দেখিয়া 'এত অল্প বয়সে জ্যাঠামি' বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিলাম। তোমার ভিতরে যে এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, এমন অকাট্য যুক্তিপূর্ণ অথচ অতি মোলায়েম ভাব রহিয়াছে, তা তো সেদিন বুঝিতে পারি নাই? পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু সে পাণ্ডিত্য কোথায়? 'পণ্ডা বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধি' কৈ, কিছুই তো অনুভব হইল না, কেবল নাই নাই, খাই খাই, চাই চাই—এই করিয়াই তো জীবন শেষ হইয়া গেল। দীর্ঘ দিন অনভ্যাসের ফলে এবং পারিপার্শ্বিক বিষাক্ত আবহাওয়ায় ধর্ম্মভাব, ধর্ম্ম আলোচনা, সাত্ত্বিক আচারব্যবহার সবই যেন মানুষ ভুলিতে বসিয়াছে; এ সময় তোমার মত দুই-চারিজন আদর্শ যুবক যদি প্রাচীন ভাবধারার প্রচারে মনোযোগী হয়, তাহা হইলে জগতের মঙ্গলই হইবে। আমি সর্ব্বমঙ্গলা, জীবকল্যাণ বিধায়িনী মা জগদম্বার নিকট তোমার প্রচেষ্টার সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া জীব-কল্যাণ বিধান কর।"

কিছুদিন পরে একদিন গোপাল কয়েকটি বন্ধুর সহিত বাটাজোড় বাজার হইতে বাড়ীতে আসিতেছিলেন। মাহিলাড়ার পুলের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছেন, এমন সময় একটি মধ্যবয়সী লোক আসিয়া গোপালকে প্রণাম করিল। গোপাল পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি বলিল, "আমার বাড়ী এই মাহিলাড়া গ্রামে; আমি জাতিতে বৈদ্য, হরিসেনার বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়েরা আমাদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সেদিন হরিসেনায় গিয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে আপনার অমূল্য উপদেশ শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। আপনার উপদেশে আমার বহুদিনের ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি শত চেষ্টাতেও এতদিন যে আনন্দের বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারি নাই, আপনার কৃপায় এখন আমি সর্ব্বদাই আনন্দময়ীর নামে আনন্দরসে ডুবিয়া আছি। আপনি আমার পথপ্রদর্শক গুরু।"

গোপাল। বাবা! তোমার জীবনের উন্নতি, আনন্দলাভ সবই তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল, আমার কথা বা উপদেশ সেই উন্নতির নিমিত্ত মাত্র। ভাবিয়া দেখ, আমার বক্তব্য বিষয় তো তুমি একা শোন নাই? একই সময় একই কথা অনেকের কাণেই গিয়াছে, কিন্তু সেই একই কথা বিবিধ ব্যক্তি দ্বারা বিবিধপ্রকারে গৃহীত হইয়াছে। তোমার সাধনার ফলে তোমার মন আনন্দরসে আপ্লুত হইয়াছে; ইহাতে আমার কি কোনও কৃতিত্ব আছে? অকপটে নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত ভজন কর, নাম কর, সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখিও; তিনি যে চিরমঙ্গলময়, এই বিশ্বাস হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিলে তোমার মঙ্গল হইবে।

লোকটি যতই বলে 'আপনার দয়াতেই আমার এইরূপ হইয়াছে,' গোপাল ততই নিজেকে তফাৎ রাখিয়া বলেন, "আমার দয়ায় নয়, সেই দয়াময়ের দয়ায়।" কথায় কথায় লোকটি বলিয়া ফেলিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমার দয়াময় আপনি।" গোপাল অমনি জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, "ছি ছি, জীবে ভগবৎবুদ্ধি আরোপ করিতে নাই, উহাতে অপরাধ হয়; জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।" সকল ক্ষেত্রেই গোপাল এইভাবে নিজেকে কোনরূপ ধরা-ছোঁয়া না দিয়া কাজ করিয়া সরিয়া পড়িতেন। কখনও কাহারও নিকট ভুলিয়াও নিজের কোনরূপ কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করেন নাই। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া দশজনের একজন হইবার জন্য কত হুড়াহুড়ি, কত মারামারি! সাধনভজন যেন প্রতিষ্ঠালাভের জন্যই। গোপালের সুদীর্ঘ জীবনে এ ভাবের কোন আভাস কোনদিন কেহ পাইয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।

সংসার করাটাকে গোপাল সত্য সত্যই যে মনে প্রাণে ভয় করিতেন, এমন কি, তাহার জন্য শ্রীভগবানের নিকটও যে মধ্যে মধ্যে কাতর প্রার্থনা করিতেন, তাহার একটি ঘটনার বিষয় পাঠকগণকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

গোপালের পিতা খুবই দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণের উদারতা এত বেশী ছিল যে, সেই উদারতা দ্বারা লোককে মোহিত করিয়া দিতেন। প্রকৃত ধনরত্ন তাঁহার ছিল না বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেমধনে ছিলেন তিনি মহাধনী। বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি হইত, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আর ঠাকুরের সেবাপূজা যতটুকু অপরের দ্বারা না করাইলে নয়, তাহা করাইয়া অন্য সমস্তই নিজে করিতেন। সামান্য আয়োজনে পূজা হইত। অভাবের জন্য দেবীর শ্রীঅঙ্গে অন্য সকলের মত বিশেষ কোন আভরণও দিতে পারিতেন না; কিন্তু ভক্তিভাবপূর্ণ সেবা দ্বারা দেবীর এমন রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি প্রকট করাইতেন যে, শ্রীমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেহ নয়ন ফিরাইতে পারিত না, যেন প্রত্যক্ষ জীবন্ত বিগ্রহ। কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, ছোট বড় যে আসিয়া প্রতিমা দর্শন করিত সে-ই বলিত, "কি সুন্দর!" একবার অষ্টমী পূজার দিন গভীর নিশীথে সন্ধিপূজা হইতেছে; সকলে সাধ্যমত পূজার আয়োজনে ব্যস্ত; গোপালকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সকলে মনে করিল, হয়তো গোপাল গ্রামের অন্যান্য বাড়ীতে ঠাকুর দেখিতে গিয়াছেন। এদিকে সন্ধিপূজার সময় আগত দেখিয়া গোপালের পিতাঠাকুর মহাশয় পূজার ঘরে গিয়াছেন। দেখেন, এক ধারে স্থিরভাবে পদ্মাসনে বসিয়া গোপাল চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া করজোড়ে দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ভাব দেখিয়া মনে হইল, গোপালের বাহ্যজ্ঞান নাই। পিতাও তাঁহার ভজনে কোনরূপ বিঘ্ন না হয় এমন ভাবে আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল গোপাল বলিতেছেন, "মা মহামায়া! আমায় মায়ায় জড়াস্ না মা। আমার মনের দরজায় পাছে কোন মায়াবী আসিয়া দাঁড়ায়, তাই মা, তোর কাছে এই ভিক্ষা চাই সদানন্দময়ীরূপে আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই তুই বিরাজ কর্। স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন পরিপূর্ণ ঘরে ভোগবিলাসে মত্ত থাকিলে তোর প্রেমের ভাণ্ডারের সন্ধান কেমন করিয়া মিলিবে মা? তাই বলি, সর্ব্বদুঃখহরা জ্ঞানদায়িনী সদানন্দময়ী মা! অধম সন্তানকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিস্ না। রক্ষা কর্ মা, রক্ষা কর্।" বোধহয় আরও কত কি বলিতেন, কিন্তু হঠাৎ তন্ত্রধারক মহাশয় রূঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ব'সে রইলে কেন? সময় হ'য়েছে, আচমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর।" অমনি সঙ্গে সঙ্গেই কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; গোপালও চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সন্ধিপূজার কার্য্য সমাধা হইলে গোপাল পুনরায় প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

গোপালের বৈরাগ্যভাব, আহার-বিহারে সংযম এবং পূজাহ্নিকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রভৃতি দেখিয়া উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির কেহ কেহ গোপালকে সময় সময় উপদেশ দিতে আসিত। কিন্তু গোপাল তাহাদের সঙ্গে কোনরূপ অসৎ ব্যবহার না করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়নম্র ব্যবহারে অতি সহজে দুই-চার কথায়ই তাহাদের উক্তি খণ্ডন করিয়া বিদায় দিতেন। একদিন পার্শ্ববর্ত্তী বিল্বগ্রামের জনৈক ভদ্রলোক বিশিষ্ট দুই-চার জন সঙ্গীর সহিত বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বলিতে সঙ্কোচ হয়, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে না বলিয়া পারিলাম না। ভদ্রলোক প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, সেদিন যে কারণেই হউক নেশার মাত্রাটা একটু বেশী হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়াই রাস্তা। ভদ্রলোক ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে বহির্ব্বাটিতে গিয়া একটি শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় গোপাল চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অন্ধকারে গায়ে ঢাকা দিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতেছিলেন। ভদ্রলোকটি জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কে ?"

গোপাল। আমি গোপাল।

ভদ্রলোক। ওখানে অন্ধকারে কি করছ ?

ভদ্রলোকের সঙ্গীগণ যেন একটু বিরক্তভাবেই বলিলেন, "আঃ, চলুন না আপনি বাড়ী, ও ওর বাড়ীতে ব'সে যাই করুক না তাতে আপনার কি, ও ওখানে ব'সে ভজন করছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেশাখোর লোকের স্বভাব কোন কার্য্যে বাধা পাইলে সেই কার্য্য করিতেই ঝোঁক চাপে। লোকটিরও তাহাই হইল, সে তো গেলই না, বরং এক পা দুই পা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের নিকট আসিয়া একটু ব্যঙ্গস্বরেই গোপালকে বলিল, "ও আমার সাধক ঠাকুর! সাধনার ধনের সন্ধান পেয়েছ ?"

গোপাল। ধনের সন্ধান পেলে কি এখানে ব'সে থাকি ?

লোকটি। বাবা! কেন জীবনটাকে ভোগে বঞ্চিত ক'রে অমন ক'রে শুকিয়ে মরছ ? খাও দাও মজা মার, অন্ধকারে ব'সে মশার কামড় খেয়ে লাভ কি ?

গোপাল হাসিয়া ফেলিলেন। লোকটি যেন সে হাসিতে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া একটু রুক্ষ স্বরেই বলিল, "আমার কথা বুঝি তোমার ভাল লাগল না, তাই হেসে উড়িয়ে দিলে ? কেন বাবা, ভোগবিলাস ছেড়ে অমন ক'রে হা-হুতাশ ক'রে মরছ ?"

এখানে একটু বলিয়া রাখি, লোকটি গোপাল অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়; পূর্ব্বে স্বাভাবিক অবস্থাতেও বহুবার গোপালের নিয়ম-নিষ্ঠা, সাত্ত্বিক আচার-ব্যবহার এবং নানারূপ কঠোরতা দেখিয়া অনেক কথা বলিয়াছে; আজ যদিও নেশার মুখ, তথাপি উপদেশ দিবার লোভ ছাড়িতে পারে নাই, তাই ঐভাবের নানা কথা নানাভঙ্গীতে বলিতেছে।

গোপাল ভদ্রলোকটির কথায় কোনরূপ বিরক্ত ভাব প্রকাশ না করিয়া বেশ ধীরভাবেই বলিলেন, "আপনি তো অনেক কিছু ভোগ করেছেন, বর্ত্তমানেও করছেন, বেশ আনন্দ পাচ্ছেন তো ?" লোকটি একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আনন্দ পাচ্ছি বৈকি ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে তুমি কোন্ আনন্দের কথা বলছ, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।”

গোপাল। যে আনন্দের অবধি নাই, ভোগের পরও যে আনন্দে অবসাদ আসে না, বরং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ব্যাকুলতা বেড়েই যায়, আমি সেই জাতীয় আনন্দের কথাই বলছি।

লোকটি যেন কেমন একটু চমকিয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় উঠিবার সিঁড়িতে বসিয়া পড়িল। সঙ্গীগণ এবারও একটু বিরক্তস্বরে “আঃ, চলুন না” বলিয়া হাত ধরিয়া টানিল। ভদ্রলোক বাধা দিয়া “আঃ” বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। ভাব দেখিয়া মনে হইল, নেশার ঝোঁক যেন একটু একটু করিয়া কাটিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা নরম সুরে বলিল, “আচ্ছা, এই যে তোমাদের আনন্দ, এর একটু আস্বাদ আমাকে দিতে পার ?”

গোপাল। আমার তো দেবার সামর্থ্য নাই; তবে শাস্ত্রকারগণ বলেন, সাধুসঙ্গ ক’রলে এই আনন্দের কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আচার্য্যগণের মুখে শুনেছি—

“ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোটীকল্প
হয় যদি অল্প সাধুসঙ্গ।
সকল বন্ধন টুটে তার
দুঃখ যায়, পায় প্রেমানন্দ ॥”

ভদ্রলোকটি হাসিতে হাসিতে বলিল, “আরে ঠাকুর! শুধু ভ্রমিতে ভ্রমিতেই যদি জীবন কেটে গেল, তা হ’লে আর লাভ হ’ল কি জীবনে ?”

গোপাল। সেও তো ভাল, বিপথে কুপথে না ঘুরে, সৎসঙ্গ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভের জন্য যদি একটা নির্দ্দিষ্ট পথে ঘোরা যায়, শেষ পর্য্যন্ত আর কিছু না হ'লেও কিছুটা পথ তো এগিয়ে রাখা যায়। জীবন তো এইবারের মতই শেষ নয়! আস্‌তে তো আবার হবেই, তখন এইখান থেকে না হয় যাত্রা শুরু করা যাবে। আর তা না ক'রে কেবলমাত্র ভোগবিলাসের পথে ঘুরে জীবন কাটালে পরে কি হবে ভাবুন দেখি! আর কেন, জীবনের বেশীর ভাগই তো এইভাবে কাটালেন; এবার চলার মোড়টা একটু ফিরিয়ে নিন্। বাকী দিন কটা এই সব ন্যক্কারজনক ভোগবিলাসের পথ পরিত্যাগ ক'রে তাঁর নাম ক'রতে ক'রতে একটু একটু অগ্রসর হবার চেষ্টা করুন। আমার কথায় বিশ্বাস করুন, তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। সাধুদের মুখে শোনা যায়, অশুভ-কর্ম্মের ফল সাময়িকভাবে ভাল হ'লেও তা কখনই করণীয় নয়; তার প্রতিক্রিয়া আছেই আছে এবং ভবিষ্যতে তাতে অশুভ ফল ফল্‌বেই। ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে তাঁর ভাবে তন্ময় হ'য়ে থাকতে একটু চেষ্টা ক'রেই দেখুন না। এতে লোকসান মোটেই নেই, প্রচুর লাভেরই সম্ভাবনা। পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণাভোগ যে কি অসীম—অসহনীয় কষ্ট, তা কি একবারও ভাবা উচিত নয়?

লোকটির বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই, কিঞ্চিৎ বলি,—ইহার অত্যাচারে অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইতে সাধারণ প্রজারাও বিশেষভাবে প্রপীড়িত হইত। এমন কি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরীহ লোককে খুন করিতেও ইনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। লোকটি যে কত বড় পাষণ্ড, তাহা গোপালের মনে পড়িল; তাই তিনি পুনরায় বলিলেন, "আমার কথায় রাগ করবেন না। অসহায় দুর্ব্বলকে হত্যা ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা তার উপর পীড়ন ক'রে মানুষ সত্য-সত্যই আপন হৃদয়বৃত্তিকে কলুষিতই করে। এই নির্লজ্জ অত্যাচারের শেষ করা কি মানব-নামধারী জীবের অবশ্যকর্ত্তব্য নয়? আর কেন, এই সর্ব্বনাশা উন্মত্ততার পরিসমাপ্তি ক'রে জীবন-জনম ধন্য করুন। আপনি সম্ভ্রান্তবংশীয়, আমার মনে হয় আপনার সৎ আদর্শে দেশের ও দশের মঙ্গলই হবে।"

কি জানি কোন্ সুকৃতি বলে গোপালের এই মিষ্টমধুর চাবুক আজ ভদ্রলোকটির প্রাণে সাড়া জাগাইল। লোকটি নির্ব্বাক নিশ্চল ভাবে মাথা নীচু করিয়া সমস্ত কথা শুনিল এবং কি জানি কার প্রেরণায় হাত জোড় করিয়া গোপালকে প্রণাম জানাইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া গোপাল একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার কথায় কি রাগ করলেন?" লোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল, "না ঠাকুর, রাগ করি নি, তবে আজ আর বিশেষ কিছু ব'লতে পারব না, কারণ আমার মাথার ভিতর যেন কি রকম ক'রছে; আজ উঠি, যদি ভাগ্যে থাকে তবে সময়মত আর একদিন এসে তোমার সঙ্গে এই সব বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা ক'রব। আগে থাকতেই ব'লে রাখি নেশাখোর ব'লে আপত্তি করলে চলবে না।" এই বলিয়াই গোপালের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সঙ্গীদের সহিত সেদিনের মত সে বিদায় লইল। বলা বাহুল্য, তাহার কয়েক দিন পরেই লোকটি গোপালের নিকট আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। তাঁহার উপদেশে নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সে পবিত্রভাবে গড়িয়া তুলিল; তাহার এই পরিবর্ত্তনে গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া গোপালের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিত, "গোপাল ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় সাধারণ মানুষ নয়, এমন দস্যি মাতালটাকে দেব-চরিত্র ক'রে দিলে।" এইভাবে বহু স্থানে বহু প্রকারে গোপাল নিজের আচরণ দ্বারা দুষ্কৃতকারীকে পবিত্র করিয়া দিয়া "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস" এই সত্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন গ্রামের অনেকেই বাটাজোড় বাজারে যাত্রা শুনিতে গিয়াছে, দৈবক্রমে সেদিন পূর্ব্বোক্ত হরিচরণ ভট্টাচার্য্যের সহিত দেখা করিতে গোপালও বাটাজোড়ে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় পথে গ্রামবাসীদের সহিত দেখা হওয়ায় তাহাদের আগ্রহে গোপালও যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। যাত্রা শুনিয়া ঘরে ফিরিয়া গোপাল যেন কেমন হইয়া গেলেন। কাহারও সহিত বিশেষ কথাবার্ত্তা বলেন না, কখন বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া 'হায়' 'হায়' করিতে থাকেন। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "হায় হায়, কি হ'ল, কি দেখলাম, কি শুনলাম!" পুরানো-বাড়ীর মণিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলে গোপাল বলিলেন—

"রাজনন্দিনী প্যারীর পায়।
রাজার নন্দন গড়াগড়ি যায়॥
চায় না ফিরে কয় না কথা।
কি বলব সে দুঃখের কথা॥
(তবু) কত ভাবে কত সাধা।
মুখ তুলে চায় না রাধা॥ হায় হায় হায়।"

তখন সকলে বুঝিতে পারিল যে, "মানভঞ্জন" পালা শুনিয়া গোপালের অমন হইয়াছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত গোপালের এই ভাব ছিল। এই সময় গোপাল প্রায়ই একটি পদ গান করিতেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদটি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উক্তি। আমরা পদাবলী হইতে উক্ত পদটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"ত্যজি কালোবরণ করিব ধারণ তোমার অঙ্গের কান্তি।
তব নাম করি আকুল হইয়া অশ্রুজলে হব শান্তি॥
মিলি ভক্তগণ করিব কীর্ত্তন রাধা রাধা ধ্বনি করি।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইবে যখন অচেতনে রব পড়ি॥
যবে ভেবে ভেবে তব ভাব হবে স্বভাব ছাড়িবে দেহ।
ত্যজি বংশীধর হব দণ্ডধর রাখিতে নারিবে কেহ॥
অমূল্য রতন তব প্রেমধন অযাচকে দিব আনি।
'বীরচন্দ্র' কয় তবে সে খালাস হইবে প্রেমের ঋণী॥"

যখন যে ভাবে গোপাল থাকিতেন, তখন সেই ভাবের পদ-পদাবলী বা সংস্কৃত শ্লোক অথবা স্তোত্রাদি সর্ব্বদাই গোপালের মুখে শুনা যাইত; তন্মধ্যে তাঁহার স্বকৃত পদও বহু ছিল। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও দুই-চারিটি ছাড়া বেশী সংগ্রহ করিতে পারি নাই; কারণ অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহার স্বহস্তলিখিত খাতাখানির সন্ধান পাইলাম না। মনে হয়, উহা তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট ছিল, এতদিন বিশেষভাবে খোঁজ না করায় হয়তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিংবা নিজের নামে কেহ তাহা চালাইয়া দিয়াছেন। সংসারাশ্রমে থাকাকালীন তাঁহার ব্যবহৃত বহু জিনিস এইভাবেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এ জন্য অপরের দোষ দিয়া নিজেদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিলে ভুল হইবে। আমাদেরও এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিশেষ কোন যত্ন ছিল না। যাহাই হউক, যিনি যে ভাবেই হউক তাঁহার জিনিস ব্যবহার করিয়া আনন্দ লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ হইবে—এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

গ্রাম্যদেবী পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি, নাম সিদ্ধেশ্বরী। শ্রীমূর্ত্তি আকারে খুব বড় নয়, কাজেই বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তিনি সেবাগ্রহণ করেন। যখন যে বাড়ীতে যাঁহাদের পালা পড়ে, তখন সেই বাড়ীর লোকেরাই সেবার কার্য্য করিয়া থাকেন। গোপালের পিতৃদেব এবং বড় ও মেজ ভাই সকল সময় বাড়িতে থাকিতে পারিতেন না। পটুয়াখালিতে কয়েক ঘর যজমান শিষ্য থাকায় অধিকাংশ সময়ই বড় ভাই জগদ্বন্ধুকে লইয়া পিতৃদেব সেইখানে থাকিতেন, আর দীনবন্ধু বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিদেশে বিদেশেই বেশী সময় থাকিতেন; কাজেই দেবসেবার ভার গোপালের উপরই পড়িয়াছিল। অবশ্য এজন্য গোপাল বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নন, বরং বিশেষ আনন্দিত। কারণ গোপালের আবাল্য ধারণা—ভগবৎসেবা, ভগবানে বিশ্বাস, নিয়মিতভাবে উপাসনা, এই সব কর্ম্ম ব্যতীত মানুষের মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার আর কিছু নাই। "ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানা"—গোপাল এ কথা শুধু পুস্তকে পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজ আচরণের দ্বারা জগৎকে দেখাইয়া দিতে চান। কাজেই গোপাল যে কোন প্রকারে দেবসেবার সুযোগ পাইলেই আনন্দিত হইতেন। ঠাকুর সেবার কাজ ছাড়া এ সময় গোপাল সংসারের অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। সময়মত সেবার আয়োজন কেহ করিয়া দেয় ভালই, নচেৎ নিজেই পরমানন্দে ঠাকুরের বাসন মাজা, জল তোলা, চন্দন ঘষা, ফুল তোলা, এমন কি মধ্যে মধ্যে ভোগ-রান্নাও নিজে করিয়া লইয়া ঠাকুরসেবা করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ শ্রীএকাদশী, অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ একটু বিশেষভাবে সেবাপূজার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই অতি প্রত্যূষেই গোপাল বাগানে ফুল তুলিতে গিয়াছেন; কিছু ফুল তুলিয়াছেন, এমন সময় গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত একজন নমঃশূদ্র জাতীয় লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, গত রাত্র হইতে গুরুমহাশয়ের ভেদবমি হইতেছে। শুনিয়া গোপাল সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না? লোকটি বলিল, "ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সারা রাত্রির মধ্যে তিনি যান নাই; সকালবেলায় পুনরায় ডাক্তারের নিকট লোক পাঠাইয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, এতক্ষণে গিয়াছেন কি না বলিতে পারি না।" গোপালের ফুল তোলা বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ফুলের সাজি ঠাকুরঘরের মধ্যে রাখিয়া ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার চলন্ত বিগ্রহের সেবায় যাচ্ছি, যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ শুকিয়ে থাক, আর যদি পার তবে নিজের সেবার জোগাড় নিজে ক'রে নিও।" বলা বাহুল্য, সেদিন বাড়িতে এক গোপাল ছাড়া ঠাকুরসেবা করিবার মত অন্য কেহ ছিল না। কিন্তু আজ গোপালের সেদিকে চিন্তা করিবার অবসরই হইল না, উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া লোকটির সহিত গুরুমহাশয়ের গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, অবস্থা খুবই খারাপ, বোধ হয় তুই-এক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে। আরও শুনিলেন যে, অবস্থা সুবিধাজনক নয় বলিয়া বিশেষ কিছু ঔষধের ব্যবস্থাও করা হয় নাই, তাহা ছাড়া অর্থের সংস্থানও নাকি করিতে পারে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া গোপাল তাঁহাকে বলিলেন, "ডাক্তারবাবু! পয়সার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যথাযথ ঔষধের ব্যবস্থা করুন। উপস্থিত এই নিন, পরে আর যাহা প্রয়োজন হয় আমি দিব।" এই বলিয়া গোপাল নিজের হাতের স্বর্ণাঙ্গুরীটি খুলিয়া ডাক্তারবাবুর হাতে দিলেন। প্রথমে ডাক্তারবাবু উহা গ্রহণ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিলেও গোপালের আগ্রহাতিশয্যে শেষে উহা গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গোপালের ঐকান্তিক সেবাযত্নে এবং শ্রীভগবানের অপার করুণায় সে যাত্রা গুরুমহাশয় রক্ষা পাইলেন। শুনিয়াছি, গুরুমহাশয় সুস্থ হইয়া গোপালকৃষ্ণকে টাকা দিতে চাহিলে গোপাল গুরুমহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমার প্রথম জ্ঞানদাতা, তাহা ছাড়া আপনি অসহায় অবস্থায় অসুস্থ হইয়াছিলেন; এ অবস্থায় কি একটু সেবা করিবার অধিকারও আমাকে দিবেন না? ও পয়সা তো আমি আপনাকে দিই নাই, আমি দিয়াছি ডাক্তারকে। আর সেবার জন্য যদি কিছু দিয়াই থাকি, তাহাতে হইয়াছে কি? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে।"

গ্রামে তখন বড়লোকের অভাব ছিল না; কিন্তু দুঃখীর দুঃখে তাঁহাদের প্রাণে কোন সাড়া জাগিত না। আত্মীয় কুটুম্ব ভরণে তাঁহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কিন্তু প্রকৃত যাহার প্রয়োজন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন না। শ্রীভগবানের উপদেশ—

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ কথায় কাণ দিবার অবসর তাঁহাদের হইত না, কেবল 'তেলা মাথায় তেল' দিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। ইঁহারা নিজেরাও কিছু করিতেন না, অথচ অপর কেহ কিছু করিলে তাহার সমালোচনায় এক এক জন পঞ্চমুখ হইতেন। তাই গোপালের এই প্রকার জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে নিঃস্বার্থ সেবার সমালোচনায়ও তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ নন। কত ভাবের কল্পিত কথা তুলিয়া কেহ কেহ গোপালের নিন্দা করিতেন, আবার কেহ কেহ বলিতেন, "কাজটা মন্দ নয়, তবে বড় বাড়াবাড়ি।" এই সব নিন্দা বা সুখ্যাতি কোনটাতেই গোপাল বিচলিত হইতেন না। কেহ সুখ্যাতি করিলে গোপাল বলিতেন, "আমি আর কি ক'রেছি! যা করা স্বাভাবিক, মানুষ যা ক'রলে নিজের পরিচয় দেবার যোগ্য হয়, আমি তো তাও ক'রতে পারি নি।" আবার কেহ নিন্দা করিয়া কিছু বলিলে গোপাল হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিতেন, "কি ক'রব ভাই! স্বভাবে করায় কর্ম্ম, ভাল মন্দ নাহি জানি।" বিদ্রূপের সুরে কেহ কেহ বলিত, "গোপাল! লেখাপড়া শিখেছ, কাজের কাজ কর; ও সব ভূতের বেগার খেটে কি হবে?" গোপাল পূর্ব্বের মতই হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "পাঁচটা ভূতের বেগার সকলে দেয়, আমি না হয় তার ওপর আর একটা বেশী ক'রে দি।" মোট কথা কোন প্রকারেই কেহ গোপালের পরোপকারবৃত্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই। সখীবেশ ধারণের পরও ইঁহার প্রত্যেক কার্য্যটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, নিজের কোনরূপ সুখ-সুবিধার প্রতি ইঁহার দৃষ্টি ছিল না। কিসে অপরে সুখী হইবে, সেই চিন্তাই ছিল অহরহঃ। আমরা সর্ব্বদাই আত্মসুখ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়াসী, তাই অপরকে তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিলেই সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিই।

গোপালের পিতৃদেব একদিন গোপালকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমার উপর দেব-দেবীর পূজা-অর্চ্চনার ভার দিয়া আমি বিদেশে নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু আজ কয়েক দিন যাবৎ মধ্যে মধ্যে মনে একটা সন্দেহ জাগিতেছে। তুমি এখনও অদীক্ষিত। উপনয়ন-সংস্কারের পর দীক্ষিত হইলে আর কোন দেব-দেবীর পূজায় বাধা থাকে না—ইহাই শাস্ত্রবিধি। যদিও তোমাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, তথাপি আমার আদৌ ইচ্ছা নয় যে, আর তুমি অদীক্ষিত অবস্থায় থাক। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে বল আমি শ্রীগুরুদেবকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া তোমার দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিই।"

গোপাল। বাবা! সেদিন সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীর তারাকান্ত সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের এক আত্মীয়, কথা-প্রসঙ্গে আমি দীক্ষিত নয় অথচ দেবীর পূজা করি ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'অদীক্ষিত অবস্থায় দেবীপূজা নিষিদ্ধ।' তাঁহার নিকট সেই কথা শুনা অবধি আমারও মনে কেমন সন্দেহ জাগিয়াছে—তবে কি সেবা করিয়া আমি অপরাধী হইতেছি? আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাই নাই। আজ আপনি যখন এ প্রসঙ্গ তুলিলেন, তখন ভালই হইয়াছে, যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহা করুন।

গোপালের কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "বৎস! তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন, অদীক্ষিতের দেবীপূজায় অধিকার নাই। কিন্তু তোমাদের জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্যবশে কুলদেবীর প্রত্যাদেশ আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, তোমাদের গোত্রে উপনয়ন-সংস্কার হইলেই কুলদেবীর পূজা করিতে পারিবে। দেশাচার বা কোনরূপ বিধিনিষেধ তাহাতে খাটিবে না। মায়ের আর একটি আদেশও আছে, সেটিও তোমাদের জানিয়া রাখা বিশেষ দরকার। সে আদেশটি হইল এই যে, কোনরূপ অশৌচ হইলেও তোমরা তোমাদের নিত্যসেবা করিতে পারিবে, কিন্তু বাহিরে অন্য কাহারও নিত্য বা নৈমিত্তিক পূজার্চ্চনাদি করিতে পারিবে না। সে যাহাই হউক, এখন তোমার যখন সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, তখন তোমার দীক্ষাগ্রহণে আপত্তি কি ?”

গোপাল আপত্তি করিবেন কেন ? তিনি তো তাহাই চান। উপনয়ন-সংস্কারের পর অল্পদিনের মধ্যেই বহুবার গায়ত্রীর পুনশ্চারণ করিয়াছেন, জপতপেতেই তো তিনি মগ্ন থাকিতে ভালবাসেন। যাহা পাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কত আনন্দ! আবার যদি দীক্ষামন্ত্র লাভ হয়, সে তো পরম সুখের বিষয়। তবে গোপাল একটি কথা পিতাঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন, “আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনার নিকট হইতে আমি মন্ত্র গ্রহণ করি।” পিতাঠাকুর প্রথমে আপত্তি করিলেন, কিন্তু গোপালের যুক্তিপূর্ণ তর্কে কোন আপত্তিই টিকিল না। ১২৯৪ সালে ৺দুর্গাপূজার পর ৺কালীপূজার দিন পিতৃদেবের নিকট হইতে গোপালের দীক্ষামন্ত্র লাভ হইল। এখন আর গোপাল বাহিরের কাজকর্ম্মে বিশেষ মন দিতে পারেন না। সদানন্দময়ী সিদ্ধেশ্বরীদেবীর আরাধনাতেই তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। এমনও অনেক সময় দেখা যাইত যে, গোপাল বিশেষ আগ্রহ-সহকারে অপরের পালার সময়েও আনন্দচিত্তে নিজে দেবীর পূজার ভার লইয়া অতি যত্নসহকারে পূজাদি করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া খেলাধূলা করিতে গোপাল খুব ভাল বাসিতেন। একবার গ্রামের বিদ্যালয়ের ছেলেরা সকলে মিলিয়া একটি খেলার দল করিল, তাহাতে ব্যাটবল, ফুটবল, কপাটী, দাড়িয়াবান্দা (এ দেশে বলে গিজো) প্রভৃতি খেলা হইত। ছেলেদের অভিভাবকগণ এ সকল খেলাধূলায় বিশেষ মত দিতেন না। কিন্তু ছেলেরা গোপালের নিকট উৎসাহ পাইয়া দ্বিগুণ আগ্রহে খেলাধূলা করিতে লাগিল, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত গোপালকেও তাহারা দলে মিশাইয়া লইল। অভিভাবকগণের অনেকেই এজন্য গোপালের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গোপাল বেশ যুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, এগুলা অর্থাৎ এই খেলাধূলা বালকদের জীবনরক্ষার টনিক। যে ব্যক্তি যে কোন কার্য্যই করুক না কেন, মধ্যে মধ্যে একটু এ জাতীয় টনিক ব্যবহার না করিলে সুস্থ থাকিতে পারে না। দেহ মন তাহাদের ভাঙিয়া পড়ে, বিশেষতঃ ছেলে-বয়সে। লেখাপড়ায় যেমন এক দিকে জ্ঞানার্জ্জন হয়, অন্য দিকে দেহের ক্ষয়ও যে না হয় তাহা নহে, সেই ক্ষয় পূর্ণ হয় এই সকল খেলাধূলার মধ্য দিয়া। এই ভাবের নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া গোপাল অভিভাবকগণকে সম্মত করাইতেন। অপর দিকে ছেলেদেরও এই সকল খেলাধূলার মধ্য দিয়া নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সকল কাজের শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। ছেলেরা গোপালকে দলপতিরূপে পাইয়া খুবই খুশী, গোপালও ছেলেদের লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মধ্যে মধ্যে খেলিতে যাইতেন। হতভাগ্য লেখক গোপালের ছোট ভাই, পাঠকগণ এ পরিচয় পূর্ব্বে একটু পাইয়াছেন; বয়স খুব কম, তথাপি কি জানি কেন নিজের ভজনসাধনের সময়ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন কাছে ডাকিয়া অনেক কিছু করাইয়া লইতেন, খেলাধূলার সময়ও ভাইটিকে সঙ্গছাড়া হইতে দিতেন না। বলা বাহুল্য, অল্প দিনের মধ্যেই গোপাল অনেক কিছু তাহাকে শিখাইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই সকল কাজে গোপাল অগ্রণী, কিন্তু কার্য্য সমাধা হইলে যশের ভাগী সকলকে করাইয়া নিজে সরিয়া দাঁড়াইতেন। কেহ কাজ করিতে না চাহিলে গোপাল যে কোন প্রকারেই হউক তাহাকে অপরের কৃতকর্ম্মের অংশীদার দাঁড় করাইয়া সকলের নিকট তাহার প্রশংসা করিয়া তাহাকে এমন করিতেন যে, সে লোক শেষে লজ্জায় পড়িয়া কাজে যোগ দিত। এ সকল কৌশল পরবর্ত্তী সখী-জীবনেও আমরা বহু সময় লক্ষ্য করিয়াছি।

হাটে বা বাজারে যাহাদের দ্রব্য অবিক্রিত থাকিত, তাহা ভাল না হইলেও গোপাল ন্যায্য মূল্য দিয়া লইয়া আসিতেন। কেহ কিছু বলিলে গোপাল তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন, "ও তো বিক্রয় করিতে পারিবে বলিয়াই আনিয়াছিল; কেউ যদি আমরা না কিনি, তাহা হইলে ওর জিনিসগুলির কি গতি হইবে?" এই ভাবের উক্তি ছিল তাঁহার সকল কাজে। তাই ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে উদারহৃদয় বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। দেশে অবস্থানকালে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাই যে ঘটিয়াছিল, কত জনগণমনমুগ্ধকর অথচ শাস্ত্রসঙ্গত কথাই যে গোপালের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। সকলগুলি সংগ্রহ করা এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতটুকু পাইয়াছি তাহা দিয়া দিলাম। বর্ণনের দোষ বা ভাষার দিকে লক্ষ্য না করিয়া পাঠকগণ রসাস্বাদনে তৃপ্ত হউন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার আমরা গোপালের পিতাঠাকুর মহাশয়ের কলিকাতায় আগমন এবং সেই সঙ্গে গোপালের পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীর কিছু কিছু আলোচনার চেষ্টা করিব। পিতাঠাকুর যখন মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর অন্বেষণে হরিসেনা হইতে বাহির হন, তখন গোপাল বাড়ীতে ছিলেন না। বাংলা ১৩০১ সালের ৩রা বৈশাখ রবিবার বৈকালে তিনি বাটী হইতে বাহির হন, সেদিন নক্ষত্র ছিল মঘা। ব্রাহ্মণ সকল জানিয়া-শুনিয়াও কেন যে এমন দিনে যাত্রা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আত্মীয়স্বজন যাঁহারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই এমন অ-দিনে অ-ক্ষণে যাত্রা করিতে নিষেধ করিলেন; গোপালের মাতাঠাকুরাণী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীন লেখক বহু কান্নাকাটি করিল; কিন্তু কিছুতেই ব্রাহ্মণের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। কিছু সময় ধীরভাবে বসিয়া নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া "দুর্গা দুর্গা" বলিতে বলিতে তিনি বাটীর বাহির হইলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, জল নাই ঝড় নাই হঠাৎ পার্শ্ববর্ত্তী বাগানের একটা কলাগাছ ভাঙিয়া পড়িল। অকস্মাৎ এরূপ দুর্ঘটনায় সকলেই আশু অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অচল, অটল। একবার একটু দাঁড়াইয়া বাগানের দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং পুনরায় "দুর্গা দুর্গা দুর্গা" তিন বার বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ সকলেই পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ একবারের জন্যও পিছু ফিরিয়া দেখিলেন না। দৃষ্টির অন্তরাল হইলে সকলেই বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিকে মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে দীনবন্ধু হরিদ্বার হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, এখনও স্বতন্ত্র বাসা ঠিক করেন নাই, অধ্যাপক কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ৺কালীঘাট হাউলির বাগানস্থিত বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন। এই সময় পিতাঠাকুর মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে রেল হইতে নামিয়া ব্রাহ্মণ পদব্রজেই ৺কালীঘাটের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি কিন্তু দীনবন্ধুর কলিকাতায় আগমন কিংবা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থানের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। দেশের বহু লোক ৺কালীঘাটে থাকেন; কাজেই অপর সকলে যেমন করে, তিনিও তদ্রূপ ৺কালীঘাটে যাইয়া কোনও পরিচিতের বাড়ীতে উঠিবেন—ইহা মনে করিয়াই শিয়ালদহ হইতে ঐদিকে যাত্রা করিলেন।

ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে চলিয়াছেন, বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়াছে, এমন সময় ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের নিকট উপস্থিত। এদিকে দীনবন্ধুও কি জানি কেন ৺কালীঘাট হইতে পদব্রজেই ধর্ম্মতলার দিকে যাইতেছেন, উভয়ের মিলন হইল ঠিক বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। পিতাঠাকুর প্রথমে দীনবন্ধুকে চিনিতে পারেন নাই, কারণ দীনবন্ধুর দেহের ও পোষাক-পরিচ্ছদের অনেক পরিবর্ত্তন তখন হইয়াছিল। গেরুয়া রঙের একটা আল্‌খাল্লা গায়ে, মোটা মোটা তুলসীর গোল মালা গলায় ঝোলানো, মাথায় বড় বড় চুল, অল্প অল্প গোঁপ দাড়ি উঠিয়াছে, দেহের গঠন রোগা। দীনবন্ধু প্রথম দর্শনেই পিতৃদেবকে চিনিতে পারিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। পিতাঠাকুরকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া করজোড়ে বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাবা! আমাকে বোধ হয় ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না। আমি আপনার অধম সন্তান—দীনবন্ধু।" ব্রাহ্মণ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। দীনবন্ধুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দুইটি চক্ষের জলে তাঁহার মস্তক সিক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। পিতা-পুত্রের অপূর্ব্ব মিলন-দৃশ্য দেখিতে পথচারীরা চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কিছু সময় পরে একটু স্থির হইয়া দীনবন্ধুকে বলিলেন, "বাবা দীনবন্ধু! আমি একটি বৎসর গঙ্গাতীরে বাস করিবার মনস্থ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছি। পীঠস্থান ৺কালীঘাটে থাকিব এবং এইখানেই জীবনের শেষ দিন কয়টা কাটাইয়া দেহ ত্যাগ করিব—এইটিই আমার বাসনা। বহুদিন তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া ৺কালীঘাটে যাইতেছিলাম। এ ভাবে যে তোমাকে পাইব, ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। পরমকরুণাময় শ্রীভগবান যখন হারানিধিকে পথের মাঝেই মিলাইয়া দিলেন, তখন আমার মনে হয়, মনোবাসনা আমার অপূর্ণ থাকিবে না। এখন তুমি যাহা করিলে ভাল হয়, কর।" দীনবন্ধু ধীরভাবে মাথা নীচু করিয়া পিতৃদেবের কথা শুনিতে-ছিলেন, সমস্ত শুনিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

দুই জনে রাস্তা পার হইয়া সোজা পশ্চিমমুখে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলেন। গঙ্গার ধার দিয়া যে রাস্তা ৺কালীঘাটে গিয়াছে, সেই পথে চলিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, বাবা খুবই ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিয়া গঙ্গার ধারেই একটি খোলার ঘরের বারান্দায় দুইজনে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। সেই সময় একটি স্ত্রীলোক গঙ্গা হইতে জল লইয়া যাইতেছিল; দীনবন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! এখানে কোন ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীলোকটি উঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবাঠাকুর? আপনি যে ঘরের দাওয়ায় ব'সে আছেন, ঐ ঘরই ভাড়া দেওয়া হবে। আপনি বসুন, আমি বাবুকে ডেকে দিচ্ছি। আমি বাবুর বাড়ীতেই কাজ করি।"

একটু পরেই বাড়ীর মালিক আসিলেন। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল, মাসিক ২৸০ আনা ভাড়া এবং ৷৷০ আনা মেথরের দরুণ দিতে হইবে। এইরূপ ঠিক করিয়া দীনবন্ধু পিতৃদেবকে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর ভাবনা কি, বাবাকে ঘরে বসাইয়া সংসার পত্তনের আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। বাংলা ১৩০১ সালের ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার দীনবন্ধুর কলিকাতায় স্থায়ীবাসের সূত্রপাত হইল।

কয়েক দিন একাই দীনবন্ধু পিতার সেবাশুশ্রূষা করেন; পিতা লক্ষ্য করিলেন, দীনবন্ধুর কষ্ট হইতেছে, তাই দেশ হইতে বধূমাতাকে আনিবার জন্য দীনবন্ধুকে আদেশ করিলেন। দেশে সংবাদ দেওয়া হইল, ১৩০১ সালের ২১শে আষাঢ় বুধবার গোপালকৃষ্ণ দীনবন্ধুর স্ত্রীকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন দুই ভাই ও দীনবন্ধুর স্ত্রী—এই তিন জনে মিলিয়া মনের সাধে পিতৃদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেবার সৌভাগ্য বেশী দিন ইঁহাদের ভোগ হইল না। ঐ বৎসরেরই ১৬ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সজ্ঞানে বসন্তরোগে পিতৃদেব দেহত্যাগ করিলেন। লীলাময়ের কি যে লীলা বুঝা যায় না, ১৩০১ সালটি ভট্টাচার্য্য পরিবারের একটি স্মরণীয় সাল হইয়া থাকিল।

প্রায় এক বৎসর গঙ্গাতীরে বাস এবং পিতৃদেবের আকাঙ্ক্ষিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিপ্রিয় পীঠস্থান ৺কালীঘাটে দেহত্যাগ—যে সঙ্কল্প লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল দেখিয়া উভয় ভ্রাতাই বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিলেন। তবে দীনবন্ধুর স্ত্রীর মনে একটু ক্ষোভ রহিল যে, বেশী দিন সেবার সুযোগ তিনি পাইলেন না। বিধির বিধান কে খণ্ডায়? এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে—

“আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণের যেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে॥”

যথাসময় বন্ধুগণের সহিত কেওড়াতলা শ্মশানে পিতৃদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে দুই ভাই রওয়ানা হইলেন। এবার গোপাল কেমন যেন ধৈর্য্য হারাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। দীনবন্ধু নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে ভাইকে শান্ত করিলেন। শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দুই ভাইকে বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীর তিন-চার জন যুবক সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারাই ছুটাছুটি করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দুই ভাই একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া দাহকার্য্য দর্শন করিতেছেন আর নানা বিষয় আলোচনা করিতেছেন। গোপাল প্রসঙ্গক্রমে দীনবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদুভাই! মরণের হাত থেকে কি কেউই রেহাই পায় না?” দীনবন্ধু জানেন, ভাই অজ্ঞান নয়, তথাপি এ জাতীয় প্রশ্ন করায় সে যে পিতৃশোকে বিশেষ মুহ্যমান হইয়াছে, তাহা বুঝিয়াই স্নেহজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, “না ভাই! মরণের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই! মৃত্যু শুধু মানবের নয়, দেহধারী মাত্রেরই স্বাভাবিক পরিণতি। তবে কারও বা দু’দিন পূর্ব্বে আর কারও বা দু’দিন পরে। যাঁরা নিজ প্রতিভাবলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি সমাজ-জীবনে কি ধর্ম্ম-জীবনে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দেহত্যাগ করেন, তাঁদের জীবনাবসানের বহু পরেও ঐ সব কার্য্যের আদর্শ অনুকরণীয় হ'য়ে থাকায় শাস্ত্রকার বলেছেন, 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।' যাঁদের কীর্ত্তি থাকে, তাঁরা নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রলেও চিরকাল অমর হ'য়েই থাকেন।" শ্মশান-বন্ধুগণের আহ্বানে উভয় ভ্রাতার আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

এই ভাবের আলোচনা দুই ভাইয়ের প্রায়ই হইত। এই সব আলোচনার মর্ম্মার্থ অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী কালে দীনবন্ধু 'ভক্তি' মাসিক পত্রিকায় "ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ" প্রবন্ধে অনেক কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। গোপাল দাদার নিকট বা অন্য কাহারও নিকট যখনই যাহা শুনিতেন তাহার মধ্যে যেগুলি ভাল লাগিত সেগুলি নিজের খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। গৃহত্যাগের পর গোপালের সংগৃহীত অন্যান্য জিনিষের সহিত সেগুলিও দীনবন্ধু ৺পুরীধামে গোপালকে দিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্মশানের কার্য্য শেষ করিয়া দুই ভাই বাসায় ফিরিলেন এবং যথাসময় দেশে যাইয়া একাদশ দিনে খুব সাধারণভাবে পিতার শ্রাদ্ধাদি করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু এবার আর পূর্ব্বের বাসায় না থাকিয়া ঐ ৺কালীঘাটেই আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের বাটীতে দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ সকল বিস্তৃতভাবে 'দীনবন্ধুর জীবনী'তে আলোচনা করা হইয়াছে। গোপাল এই সময় ৺কালীঘাট-নিবাসী পণ্ডিত বনমালী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কিছুদিন কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গোপালের সাংসারিক জীবনের পরিবর্ত্তন এই সময় হইতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

দীনবন্ধুর স্ত্রী শ্রাদ্ধের সময় দেশে যাইতে পারেন নাই, কারণ তখন তিনি সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁহাকে একা বাসায় রাখিয়া যাওয়া সমীচীন নয় বলিয়া উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের এক পুত্র গোপালের সহাধ্যায়ী ছিলেন, কাজেই সেখানে থাকিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই; বিশেষতঃ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটে বলিয়া তাঁহাদিগেরও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইত। আট মাসে দীনবন্ধুর স্ত্রী একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া বিশেষ অসুস্থা হওয়ায় এবং ঐ বাড়ীতে সকলের সংকুলান না হওয়ায় দীনবন্ধু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণাংশে কিছু খালি জমি খাজনা করিয়া লইয়া গোলপাতার ঘর করিয়া কিছুদিন বাস করেন। নানা কারণে অতি অল্পদিন মধ্যেই সে বাসাও ত্যাগ করিয়া ভবানীপুর ১৬।২নং নর্থ চক্রবেড় রোডে কানাই সেনের বাগান-বাড়ীতে থাকিতে হইয়াছিল। এই বাড়ীতে থাকাকালীন ভবানীপুর অঞ্চলে দীনবন্ধুর নাম খুব প্রচার হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ তদানীন্তন জজ সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিশেষভাবে দীনবন্ধুর গুণমুগ্ধ হন। অন্যান্য নানা প্রকারের লোক তখন নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে দীনবন্ধুর নিকট যাতায়াত করে, তাহার উপর সভা-সমিতিতে পাঠ-বক্তৃতার জন্য প্রায়ই তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হয়, কাজেই গোপালের উপরই তখন সংসারের যাবতীয় কার্য্যের ভার।

এই বাড়ীতে থাকিবার সময়েই আর একবার সকলকে দেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতে হইয়াছিল। কারণ একাদশ দিনে কোন রকমে পিতৃদেবের শ্রাদ্ধের কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন, তিন মাস পরে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ভোজ্যান্ন-নিমন্ত্রণ করিয়া বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ এই সময় করিয়াছিলেন। এই সময় গোপালের দৈহিক শক্তির পরিচয় কিছু কিছু সকলে পাইয়াছিলেন। গোপালের অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া অনেককেই অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি যে, এ সব কাজ গোপাল করে না, কোন দৈবশক্তি উহার উপর ভর করিয়া কাজ করাইয়া লয়। বহু ঘটনা গোপালের জীবনে ঘটিয়াছে, একটা বলিতে গেলেই আর পাঁচটা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। এই ভোজ্যান্ন-নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যাহা দেখিয়া আত্মীয়-বন্ধুগণ সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া একবাক্যে গোপালের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই ঘটনাটিই এখানে সংক্ষেপে বলি।

বাংলা ১৩০২ সাল, ৫ই আষাঢ়, মঙ্গলবার ভোজ্যান্ন-নিমন্ত্রণে এক সঙ্গে কয়েক শত লোক বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠানে ভোজনে বসিয়াছেন। শুধু গ্রামের নয়, বহু দূর-দূরান্তর হইতেও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন। এত জনসমাগমের একটি কারণ ছিল। কিছুদিন যাবৎ সামাজিক কোন কারণবশতঃ একটা দলাদলি চলিতেছিল। গোপালের অক্লান্ত চেষ্টায় উভয় দলের লোকই একত্র মিলিত হইয়াছেন এবং এইখানে বসিয়াই সেই দলাদলির মীমাংসা হইয়াছে। কাজেই উভয় দলের লোকই আজ একত্রে ভোজনে বসিয়াছেন। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত সমস্ত বিষয়ের তদারক করিতেছেন। সকলেরই চিন্তা আবার না কোন গোলমাল হয়। উপযুক্ত পরিবেশকের দ্বারা পরিবেশন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

হইতেছে, কিন্তু জল পরিবেশনে অসুবিধা হওয়ায় একটু গোলমাল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ছোট একটি পাত্রে করিয়া জল লইয়া দুই-চার জনকে দিয়াই পুনরায় জল আনিতে যাইতে হয়। পরিবেশকের এই অসুবিধা গোপাল লক্ষ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া গিয়া জলের জালাটি মেয়েদের কলসী লইবার ভঙ্গীতে কক্ষে তুলিয়া লইয়া জল-পরিবেশকের নিকট উপস্থিত হইলেন। পাত্রটিতে তখনও প্রায় এক মণ জল রহিয়াছে। সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল; কিন্তু গোপালের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, নির্ব্বিকার চিত্তে জলের জালা কক্ষে করিয়া জল-পরিবেশকের পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী নির্ব্বাক্, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সকলে দেখিতে লাগিল যে, জল-পরিবেশক জলের জালা হইতে আবশ্যকমত জল তুলিয়া লইয়া পরিবেশন করিতেছে।

গোপালের চেহারা খুব মোটাসোটা ছিল না। কিন্তু শক্তি ছিল অসীম। ধৈর্য্য দেখিয়া কেহ কেহ হিমাচলের সহিত তুলনা করিতেন। ঐ দিনই আংটা-দেওয়া বড় বড় গামলায় করিয়া ডাল পরিবেশন এবং দেড়মণি হাঁড়ি অনায়াসে নামাইয়া ভাতের মাড় ফেলা প্রভৃতি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় উচ্ছিষ্ট পাতা গোপাল নিজ হস্তে পরিষ্কার করিয়াছিলেন। দুই-চার জন তাহাতে আপত্তি করিলে গোপাল তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার পূজনীয় পিতৃদেবের কার্য্যে যাঁহারা উপস্থিত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক কিছু গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহারা যে কেহই হউন না কেন সর্ব্বথা আমার পূজ্য। তাঁহাদের সেবা করা আমার অবশ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য, না করিলে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে বলিয়া আমি মনে করি।" হায় হায়, সেদিনের কথা স্মরণ হইলে আজকালকার ভাব দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করা ছাড়া আর কিছু উপায় দেখি না।

গোপাল যেটি অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, অপরের নিন্দা বা স্তুতি কিছুতেই তিনি তাহা ত্যাগ করিতেন না। কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া গোপালকে কখনও কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর বা কোন সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ করিতে কেহ কখনও শুনে নাই। যে সময়ের কথা আজ আমি আলোচনা করিতেছি, সে সময় সহর বা সুদূর পল্লী অঞ্চলেও বর্ত্তমান সময়ের মত যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মভাবের এতদূর অভাব পরিলক্ষিত হইত না। যে কোনরূপ ধর্ম্মালোচনা হইলেই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের মধ্যে যুবকেরাও আসিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের মত বৃথা তর্ক করিয়া শ্রোতাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত না। শাস্ত্রবাক্য, যুক্তি, প্রমাণ কোনটাতেই তাহাদের অশ্রদ্ধা ছিল না। মোট কথা, সকলেই ধীর-স্থির ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিত।

গোপালকৃষ্ণের সংগঠন-শক্তির পরিচয় আমরা বাল্যকাল হইতেই নানা ভাবে নানা কার্য্যের মধ্য দিয়া পাইয়াছি। এ সময়েও গোপাল সমবয়সী এবং দুই-পাঁচ বৎসরের ছোট বড় সঙ্গীদের লইয়া একটি সুন্দর দল গঠন করিয়াছিলেন; এই দলের কর্ম্মতৎপরতায় দেশে দিন দিন ধর্ম্মভাবের প্রসারই হইয়াছিল। নিজ গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে গোপাল একটি সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থার প্রচলন করিয়া দিয়াছিলেন; ইহার ফলে ছোট বড় সকলেরই ধর্ম্মালোচনার অধিকতর সুযোগ-সুবিধা হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে দিন স্থির করিয়া এক গ্রামের যুবকেরা সজ্ঘবদ্ধ হইয়া অন্য গ্রামে যাইত; সেখানে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলে কোন না কোন ধর্ম্মবিষয় লইয়া পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিত। এই সব আলোচনা-সভাতে উভয় গ্রামের লোক ব্যতীত অপর গ্রামের লোকও ইচ্ছা করিলে যোগদান করিতে পারিত। আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা এক দিনে না হইলে পর পর কয়েক দিন ধরিয়াই আলোচনা চলিতে থাকিত। গোপালের ব্যবস্থামত ইতিমধ্যে বহুবার বহু স্থানে এইরূপ আলোচনা-সভা হইয়া গিয়াছে। সকলগুলিতে গোপাল যোগদান করিতে পারেন নাই। সেদিন নিজ জন্মভূমি হরিসেনা গ্রামে প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীর বহির্ব্বাটীতে আলোচনা-সভা বসিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী মাহিলারা গ্রাম হইতে কয়েক জন যুবক পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ব্যবস্থামত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত। গোপাল বিদেশে ছিলেন, কাজেই অনেক দিন আলোচনায় যোগ দিতে পারেন নাই; তাই আজ আলোচনা-সভায় যোগদানের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইলেন। বহুদিন পরে গোপালকে পাইয়া সকলেরই তাঁহার নিকট হইতে কিছু শুনিবার আগ্রহ জাগিয়াছে। তারাকান্ত সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন, কাজেই গোপালকে কিছু বলিতেই হইবে।

গোপালের বক্তব্য বলিবার পূর্ব্বে একটা বিষয় আমরা সকলের অবগতির জন্য বলিতে চাই। গোপাল পিতৃদেবের নিকট শক্তিমন্ত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শুধু দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই গোপাল কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, নিয়মিত ভাবে মন্ত্রের পুরশ্চরণাদি দ্বারা বিশেষ ভাবেই নিজেকে উন্নত করিয়াছিলেন। শক্তিমন্ত্রের উপাসক হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব ছিল না, অন্যত্র আলোচনা দ্বারা তাহা বিশেষভাবেই পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি প্রকাশ করিলাম।

তারাকান্ত সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আজিকার এই আলোচনা-সভায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিবেন গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। সভার মধ্যে আনন্দধ্বনি উঠিল, কিন্তু যাঁহারা গোপালকে পূর্ব্বে দেখেন নাই বা তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কোনরূপ পরিচয় পাইবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বলিয়াও ফেলিলেন, "এ ছেলেমানুষ, এ আবার ধর্ম্মালোচনা কি করিবে?" গোপালকে দেখিতে ছেলেমানুষের মতই, কিন্তু তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, যুক্তিসঙ্গত উক্তিগুলি যে অনেক বৃদ্ধকেও স্তম্ভিত করিয়া দেয়, তাহা তো সকলের জানা ছিল না।

সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কেন না তিনি প্রস্তাব না করিয়া একেবারে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলেন। তবুও বিপিনবিহারী সেন উঠিয়া সমাগত সজ্জনগণকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়া গোপালের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন; তার পর আলোচনার জন্য মাহিলারার যুবকগণকে আহ্বান করিলেন। গ্রামের অন্যান্য প্রবীণদের সহিত পূজনীয় কার্ত্তিকচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই হাতে গড়া গোপাল আজ সভায় ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করিবে, তাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে "সাধু সাধু" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মাহিলারার জনৈক যুবক প্রশ্ন করিল, "মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন কেন ?"

গোপাল। মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। কেন না, দুরূহ ও দুরধিগম্য উপদেশসমূহ কেবল মাত্র গ্রন্থ হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে কোন ফলোদয় হয় না। আমরা যদি তাহার একটি প্রতীক প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। উপদেশগুলি গ্রন্থে থাকে নিরবয়ব, আর সাধু মহাত্মাগণের জীবনে ঐ নিরবয়ব উপদেশ সকলই অবয়ব লাভ করে, কাজেই সহজ-গ্রাহ্য হইয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অনুসরণ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। বাল্যকাল হইতেই আমরা শুনিয়া আসিতেছি "সদা সত্য কথা কহিবে"; কিন্তু বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যের অপলাপ সর্ব্বত্র। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় যে, সত্য বাক্য কথনের অনুজ্ঞা কেবল অনুশাসন-গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ থাকিলে চলিবে না; সত্যমূর্ত্তি মহাপুরুষগণ আমাদের মধ্যে প্রকাশ হইয়া যদি না নিজ জীবনে এই সকল আচরণ করিয়া দেখাইতেন, তাহা হইলে মানবহৃদয়ে উক্ত ধারণাই বদ্ধমূল থাকিয়া যাইত। সর্ব্বমঙ্গলময় করুণাসিন্ধু শ্রীভগবান্ তাই তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের প্রতি অপার অসীম স্নেহ দেখাইয়া মধ্যে মধ্যে সর্ব্ববিধ গ্লানি দূর করিবার জন্য এবং সৎ আদর্শ দেখাইবার জন্য সাধুরূপ পরিগ্রহ করিয়া

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া জগতে প্রকাশ হন। জীবগণও সেই আদর্শ ধরিয়া সৎপথে অগ্রসর হইয়া শুভফল লাভপূর্ব্বক জীবন-জনম ধন্য করে। কাজেই মহৎ-চরিত্র অনুশীলন যে আত্মোন্নতিকামী সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য, বোধ হয় এ বিষয় আর দ্বিমত কাহারও নাই।

যুবক। ভক্ত হইলে তাহার জাতি-বিচার থাকে না কেন?

গোপাল। ভক্তের হৃদয় সর্ব্বদাই ভগবানের নিবাসভূমি। কবি বলিয়াছেন, "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।" ভক্তের কোনরূপ স্বতন্ত্রতা নাই, ভক্ত ভগবানের আজ্ঞা পালনকারী দাস মাত্র। দাসের শারীরিক বা মানসিক যাবতীয় চেষ্টা প্রভুর চেষ্টারই নামান্তর, এ কথা একবারও ভুলিলে চলিবে না। প্রকৃত যিনি দাস, তিনি কোন অবস্থাতেই নিজের জন্য কিছু করিতে পারেন না; তাঁহার যাবতীয় কার্য্য বা চিন্তা সর্ব্বভাবে প্রভুরই। সাধারণ একটা উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়টি আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব। যেমন আমার হস্তপদাদি আমারই আজ্ঞাধীন ভৃত্য, তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মই হস্তের বা পদের না হইয়া আমারই কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়; তদ্রূপ ভৃত্যের কার্য্য, ভৃত্যের চিন্তা ভৃত্যের না হইয়া প্রভুরই হওয়া যুক্তিযুক্ত। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানে ভেদ কোথায়? মহাত্মাগণের মুখে শুনিতে পাই, "ভক্ত ভগবানের রূপান্তর মাত্র।" ভগবানের গুণগানে যে ফল লাভ হয়, ভক্তের গুণগানেও সেই ফল লাভ হয়। বরং বেশী বলিয়াও কোথাও কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন, "মৎপূজাভক্ত্যাভ্যধিকা"। এই সকল ভক্ত কোনরূপ জাতি, কুল, গোত্রের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। ভক্ত নামক এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যশুদ্ধ, সাধারণ মনোবুদ্ধির অগোচর, অপার্থিব স্বর্গীয় জাতি আছে, ইহারা সেই জাতিরই অন্তর্গত।

যুবক। সংসারে শান্তি আছে কি না?

গোপাল। শান্তি তো চাউল, ডাইল, তেল, লবণ বা হাতা, বেড়ির মত কোন পদার্থবিশেষ নয় যে, কোথাও পড়িয়া থাকিবে, আর আবশ্যকমত তাহা তুলিয়া লইবে? শান্তিটা হইল মনের, আর ওটা দেখাও যায় না বা বলাও যায় না, ওটা অনুভবসাপেক্ষ। বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান্ নানা ভাবের নানা বিষয় দ্বারা পরিশোভিত করিয়া এই সংসারক্ষেত্রটিকে রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই লীলার নায়ক শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া ভোগ-বিলাসের আপাতঃমধুর মোহে মোহিত হয়, যে নিয়ন্তার নিয়ম না মানিয়া স্বেচ্ছাচারিতায় গা ভাসাইয়া সংসার করিতে যায়, তার কপালেই সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি ভোগ হয়। আর যে প্রত্যেক কার্য্যে শ্রীভগবান্‌কে যুক্ত রাখে, স্বেচ্ছাচারিতা বিসর্জ্জন দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের নির্দ্দেশ মানিয়া চলে, তাহাকে কখনও দুঃখ বা অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। আপাততঃ বাহ্য-দৃষ্টিতে তাহাকে সংসারের সেবা করিতে দেখিলেও প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানেরই সেবা করিয়া থাকে। এই ভাবে সন্তোষরূপ অমৃত সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া যে সকল ব্যক্তি শান্তিসুখ অনুভব করেন, সাধারণ ধনলুব্ধ শান্তিসুখকামী ব্যক্তি তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। ঐ জাতীয় লোককে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাং।
কুতস্তদ্‌ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্‌॥

যুবক। সাধু এবং ভক্ত—এই দুইটির মধ্যে মূলত কি কোন প্রভেদ আছে?

গোপাল। সাধারণতঃ প্রভেদ মনে হয় না, কিন্তু মূলানুসন্ধান করিলে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যিনি আপাতঃসুখদায়ক সংসার-সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক চির-সুখময় পরমার্থ চিন্তায় সতত শান্তি অনুভব করেন, যাঁহার সংসারের কোন সম্পত্তির প্রার্থনা নাই, যিনি সর্ব্বদাই শান্তিরূপ পরমধনে ধনী, তিনিই সাধু। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও ভক্তি সকল সাধন-পথেই এই 'সাধু' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে। ভক্তে ঐ সকল গুণই বর্ত্তমান, তথাপি ভক্ত শব্দটি সে-ভাবে সকল অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না। কারণ জ্ঞানাদি-পথের সাধুরা তাঁহাদের শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতির সাধনা করিয়া পরমার্থ সাধনার ভার নিজের পুরুষাকারের উপরই অর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ব্রহ্মলাভ নিজের বিচারবুদ্ধি ও সাধনার উপরই নির্ভর করে। তাঁহারা বিধিমার্গের নিতান্ত পক্ষপাতী। বেদের শাসনবাক্যে তাঁহারা সর্ব্বদা ভীত—ত্রস্ত। কিন্তু ভক্ত, সকল ভার শ্রীভগবানের উপর দিয়া একমাত্র তাঁহার সর্ব্বশক্তিময় ভুবন-মঙ্গল নাম আশ্রয় করিয়াই পড়িয়া থাকেন। সাধন-ভজনের অন্য অর্থ যাহাই কেন থাকুক না, ভক্ত তাহা বিশেষ বুঝিতে চান না, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া অনন্যচিত্তে নামাশ্রয় করিয়া ব্যাকুল প্রাণে তিনি বলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ভক্তের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাহাকে পথ দেখাইয়া নিজ চরণপ্রান্তে টানিয়া লইবেন। জ্ঞানী সাধু বলেন, পবিত্রভাবে জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোরতা অবলম্বনপূর্ব্বক সাধনা কর। আর ভক্ত বলেন, ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চল—ক্ষতি নাই, ভালই; কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও ভগবৎনাম স্মরণ মাত্রেই—"স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।"

এই সময় জনৈক ভেকধারী বৈষ্ণব সভার এক প্রান্ত হইতে উঠিয়া করজোড়ে বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনাদের ও সব বড় বড় তত্ত্বকথা আমরা বুঝিতেও পারি না, সাধনাও করিতে পারি না। আমাদের মত মূর্খ পতিতদের সোজাসোজি কি সাধনা আছে, তাই বলুন। আমরা তো আর আপনাদের মত পণ্ডিত নই?"

গোপাল। এতে পণ্ডিত বা মূর্খের কোন কথা নাই, আর সোজা-কঠিনেরও কোন প্রশ্ন নাই। শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, আমরা আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি। আপনার বলিবার উদ্দেশ্য মনে হয় কলিযুগোচিত নাম-সাধনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা?

বাবাজী। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ভাবের কিছু আলোচনা করুন।

গোপাল। বর্ত্তমান কলিযুগে কলিযুগপাবনাবতার পরম করুণাময় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে নাম-সাধনার উপদেশ দিয়াছেন, মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, দেশ, কাল এবং আমাদের মত পাত্র হিসাবে তাহাই সর্ব্বথা করণীয়। প্রভু বলিয়াছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীহরিনামের অপার অসীম মহিমা বর্ণনে শাস্ত্রকার বহু প্রমাণ-প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। তারপর এই সুমধুর হরিনাম জপ বা সঙ্কীর্ত্তন করিবার বাঁধাবাঁধি বিশেষ কোন সময় বা নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই, বরং অভয় দিয়া বলিয়াছেন—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

অন্যান্য যুগের কৃচ্ছ্রসাধনা কলিযুগের দুর্ব্বলজীব করিতে পারিবে না, তাহা বুঝিয়াই যেন সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বমঙ্গলাধার নামে সর্ব্বশক্তি দিয়া দুর্ব্বল কলি-প্রপীড়িত জীবকে নাম-সাধনায় অগ্রসর হইতে আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন—

কৃতেযদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ,
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগের জীবগণ ধ্যান-ধারণা দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠানে, দ্বাপরে সেবা দ্বারা যাহা লাভ করিয়াছিল, কলিযুগে একমাত্র নাম-সাধনা দ্বারাই তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। এ আমার কথা নয়, শাস্ত্রেরই কথা। শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। একমাত্র নাম-সাধনা দ্বারা মানুষ কতদূর উন্নত হয়, ইনি তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইনি নিয়ম করিয়া লইয়াছিলেন প্রত্যহ তিন লক্ষ "হরেকৃষ্ণ" নাম জপ করিবেন। তাঁহার এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ঠার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত না হইয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত নাম-কীর্ত্তন করিয়া সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় পণ্ডিতগণ নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া যখন বলিলেন, নামে "মুক্তি" হয়, তখন হরিদাস ঠাকুর উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নাম বলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়ে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় নামানুরাগী ভক্তের এমন অবস্থা হয় যে, সে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন আনন্দে নৃত্য করে; অর্থাৎ তাহার কোনরূপ বাহ্যস্মৃতি থাকে না—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়, অরুণোদয়ের আভায় যেমন রাত্রির অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, নামাভাস হইতেই তেমনি হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার মালিন্য বিদূরিত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হয়।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলিলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

প্রাচীন পদকর্ত্তা শ্রীযদুনন্দন দাস এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিজকৃত পদে বলিয়াছেন—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পিয়ে ধরিবারে নাহি হিয়ে
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
সখি হে! কি কহব নামের মাধুরী।
কেমনে অমিয়া দিয়া কি জানি গড়িল হিয়া
কৃষ্ণ এই দু'আখর করি॥
আপন মাধুরীগুণে আনন্দ বাড়ায় কাণে
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ যবে লয় তব নাম
মাধুরী করি আস্বাদনে॥
কৃষ্ণ দু'আখর দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটী আঁখি তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হইতে হয় সাধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম উনমাদ ॥
যে কাণে প্রবেশে নাম সে ত্যজয়ে আনকাম
সর্ব্বভাব করয়ে উদয় ।
সকল মাধুর্য্য স্থান সব রস কৃষ্ণনাম
এ যতুনন্দন দাসে কয় ॥

পদ্মপুরাণে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যাইয়া এক স্থানে বলিয়াছেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরস বিগ্রহঃ
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ ॥

এই সময় গোপালের বক্তব্যে বাধা দিয়া জনৈক পণ্ডিতাভিমানী বলিলেন, "কৃষ্ণনাম কৃষ্ণনাম ক'রে যে গোপাল পাগল হ'য়ে গেলে দেখ্‌ছি! বাবা, তুর্গা কালী কি কিছু নয়? চৌদ্দপুরুষ কালী কালী ব'লে ত'রে গেলেন, আজ আবার তোমরা নতুন শাস্ত্র বের করলে!" গোপাল বিনীতভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! আমি তো কোন দেব-দেবীর নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলি নাই? নাম-গ্রহণের কথাই বলিয়াছি, আর সেও তো আমার কথা নয়, শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাই আমি বলিতেছি। আপনি বলিলেন, কালী তুর্গা কি কিছুই নয়? কে বলিল কিছু নয়? প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিতে বাধ্য যে, এই ভাবের ছোট-বড় বিচার দ্বারা কেবল যে ভজন-পথে বিঘ্ন হয় তাহা নহে, পরস্পরের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া মহা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কিছু মনে করিবেন না, সেদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে বিল্বগ্রামে আপনিই বলিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণমূর্ত্তি কালিকাস্যাৎ রামমূর্ত্তিশ্চতারিণী
ছিন্নমস্তা নৃসিংহশ্চ বামনো ভুবনেশ্বরী
জমদগ্নি সুন্দরীস্যাৎ বলভদ্রস্তু ভৈরবী
বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিস্যাৎ মীনোধূমাবতীভবেৎ
মহালক্ষ্মীর্ভবেৎবুদ্ধো দুর্গাস্যাৎ কল্কিরূপকঃ
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
তস্মাৎভেদো ন কর্ত্তব্যো ভেদে চ নরকং ব্রজেৎ॥

বৈষ্ণব শাস্ত্রে তো কাহাকেও ঘৃণা করিতে বা ত্যাগ করিতে বলে না। দেবতা তো দূরের কথা, বৈষ্ণব শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কুকুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
সেই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি॥

বৈষ্ণবকবি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

সর্ব্ব দেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সর্ব্বত্র মাগি লবে ইষ্ট ভক্তি বর॥

আজ আমরা এ সকল কথা ভুলিয়া দলাদলি লইয়া ব্যস্ত। বুঝি না যে, যে ভাবে, যে নামে, যেখানে বসিয়াই তাঁহার উপাসনা করি না কেন, গতি এক স্থানেই হইবে। এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি শুনুন্—

একজনের সংসারে বড়ই অভাব, তাঁহার স্ত্রী স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া একদিন বলিল, 'আমি আর তোমার সংসারে থাকিয়া অভাবের তাড়না সহ্য করিতে পারিতেছি না, তুমি তোমার ছেলে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেয়েদের লইয়া থাক, আমি আমার পিত্রালয়ে চলিলাম।' এই বলিয়া সে তাহার বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে তাহার স্বামী ভাবিলেন, আমিই বা এভাবে শুকাইয়া মরি কেন? আমিও দিন কয়েকের জন্য শ্বশুর-বাড়ী বেড়াইয়া আসি না; সঙ্গে সঙ্গে তিনিও শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেলেন। পিতা মাতা এইভাবে চলিয়া যাওয়ায় ছেলেমেয়েরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, আমাদের আর কে আছে, আমরাও চল মামার বাড়ী গিয়া থাকি। এই কথা ভাবিয়া একদিন দল বাঁধিয়া তাহারাও মামার বাড়ী গিয়া হাজির হইল। সেখানে গিয়া দেখে, বাবাও সেখানে, মাও সেখানে। তখন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, আমরা তিনজন তিনটি স্থানের নাম করিয়া বাহির হইলাম, কিন্তু হাজির হইলাম সকলেই একস্থানে—এ কিরূপে হইল? তখন তৃতীয় পক্ষ বুঝাইয়া দিল যে, তোমরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম করিলেও সম্বন্ধ হিসাবে একই স্থানের ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। ছেলেটিকে বলিলেন, 'তোমার যেটি মামার বাড়ী, তোমার পিতার সেটি শ্বশুর-বাড়ী আর তোমার মাতার সেটি বাপের বাড়ী। স্থানের কোন ভিন্নতা নাই, কেবল সম্বন্ধের তফাৎ।'

তাহা হইলে একটু নিবিষ্টচিত্তে এখন ভাবিয়া দেখুন যে, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে নামরূপ-সাধনা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হইলেও মূলে কি একেরই উপাসনা নয়? সাধক কবি বলিয়াছেন—

ভিন্ন ভিন্ন পথ ভিন্ন ভিন্ন মত কিন্তু গম্য এক স্থান।
যে যেমনে পার ট্রেনে ষ্টীমারে হও তথা আগুয়ান॥

গোপালের এই ভাবের কথা শুনিয়া শ্রোতাদের মধ্য হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘন ঘন আনন্দধ্বনি উঠিতে লাগিল। সেদিন পণ্ডিত মহাশয় আর কোন প্রসঙ্গ তুলিলেন না। গোপাল আবেগভরে সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

ওরে মন! কৃষ্ণনাম সম নাহি আন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম তপ ত্যাগ ধ্যান জ্ঞান ব্রত যাগ
কেহ নহে নামের সমান॥
যে নাম লইতে হর প্রেমে মত্ত দিগম্বর
বাল্মীক হইল তপোধন।
অজামিল পাপী ছিল নামাভাসে মুক্তি পাইল
পুত্রকে ডাকিয়া নারায়ণ॥
যে নামের স্বাদ পাইয়া তম্বুরে ফিরয়ে গাইয়া
দেব-ঋষি নারদ গোসাঁই।
সত্যভামা ব্রতছলে কৃষ্ণ সঙ্গে করি তুলে
দেখাইলা নামের বড়াই॥
অনন্ত সহস্র মুখে যে নাম গায়েন সুখে
তবু তো করিতে নারে সীমা।
লক্ষ্য করি অর্জ্জুনকে প্রভু আপনার মুখে
কহিয়াছেন নামের মহিমা॥
'প্রেমানন্দ' কহে মন কৃষ্ণ বল অনুক্ষণ
দুর্ব্বাসনা ছাড়িয়া হৃদয়।
প্রেমে উচ্চ নাম করি অবশ্য পাইবে হরি
নাম আর নামী ভিন্ন নয়॥

আনন্দের আতিশয্যে সভাস্থ সকলেই গোপালের সহিত কীর্ত্তনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ দিলেন। কিছু সময় কীর্ত্তনের পর সে দিনের মত এই-ভাবেই সভা ভঙ্গ হইল।

গোপালকৃষ্ণের ধর্ম্মালোচনার আর একদিনের কথা বলি। বিশেষ কার্য্যগতিকে গোপালের সেইদিনই 'গৈলা' যাইবার কথা। কাজেই বৈকালবেলা বিল্বগ্রামের উপর দিয়া একাই রওনা হইলেন। পথে এক স্থানে কয়েকটি যুবকের সহিত তুইজন সন্ন্যাসীর কি সব আলোচনা হইতেছিল। অন্যান্য শ্রোতাদের সহিত গোপালও দাঁড়াইয়া একটু শুনিয়া চলিয়া যাইবেন, এমন সময়ে ঐ গ্রামেরই জনৈক ডাক্তার গোপালকে ডাকিয়া লইয়া ভিতরে বসাইলেন। গোপাল ধীরভাবে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের আলোচনা ক্রমে ঝগড়ায় দাঁড়াইবার উপক্রম দেখিয়া গোপাল উভয় পক্ষকেই শান্তভাবে যুক্তিযুক্ত প্রমাণাদি দ্বারা স্বস্ব মত স্থাপনের যুক্তি দিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। সন্ন্যাসীগণ যেভাবে ধর্ম্ম-মত ব্যাখ্যা করেন, যুবকগণ তাহা গ্রহণ করিতে চায় না। ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান নয় বরং নিন্দায় শতমুখ এমনও তুই-তিন জন যুবক ছিল। ঐ ভাবের পরামর্শ দিয়াও যখন কোন সুফল হইল না, তখন গোপাল একটু বিরক্তভাবেই চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারবাবু গোপালের উপর উভয় পক্ষের বক্তব্যের মীমাংসার ভার দিলেন। গোপাল প্রথমে দৈন্যভরে নিজ অযোগ্যতা জানাইয়া তুই-একটি কথার পর বলিলেন, "ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে সকলে পাগল হচ্ছেন, অথচ ধর্ম্ম যে কি এবং সব ধর্ম্মই যে এক—এ কথাটা কেউ স্বীকার করতে চাচ্ছেন না কেন? আমি মূর্খ, আমার কথাগুলি একটু রূঢ় হবে, কেউ রাগ করবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। আমি আপনাদের কোন ধর্ম্মকেই ছোট করছি না, তবে সার্ব্ব-ভৌমত্বের দাবী একমাত্র হিন্দুধর্ম্ম যেমন বুক ঠুকে ক'রে আসছে বা করতে পারে, অন্য কোন ধর্ম্মই তেমন পারে নি বা পারবে না। কেন, তার একটা কারণ বলছি, দয়া ক'রে ধীরভাবে শুনুন।

হিন্দুধর্ম্ম বৈদান্তিক ধর্ম্ম, সারা বিশ্বকে এবং সর্ব্ব জীবকে নিয়ে তার প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য ধর্ম্ম অধিকাংশই কোনও ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র ক'রে গঠিত এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে দ্বেষভাবাপন্ন। হিন্দুধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন—'যত মত তত পথ'; কে যে কোন্ পথে কোন্ সাধনসূত্র ধ'রে কি ভাবে শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করবে, তার কোনও ঠিক নেই; তবে যিনি যে মতে বা যে পথেই থাকুন না কেন, কোনরূপ কপটতা না ক'রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের নির্দ্দেশমত চল্‌লে শেষে একই জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হবেন। সাধক কবি তাই বলেছেন—

ভিন্ন ভিন্ন পথ ভিন্ন ভিন্ন মত কিন্তু গম্য এক স্থান।
যে যেমন পার ট্রেনে ষ্টীমারে হও তথা আগুয়ান॥

তারপর হিন্দুধর্ম্মের মহান্ উদারতার কথা একবার চিন্তা ক'রে দেখুন। হিন্দুধর্ম্মে শুধু বিশ্বাস নেই, প্রত্যক্ষ অনুভূতি আছে, সাধকমাত্রেই অল্লাধিক সে অনুভূতি লাভ করতে পারেন। তবে সাধন ক'রে তাঁর দেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধি নেই। যে ব্যাকুল প্রাণে তাঁর দর্শন চায়, সে নিশ্চয়ই তাঁকে লাভ ক'রে সকল সন্দেহের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়। যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে উপলব্ধি কয়তে পেরেছেন, তাঁরাই জীবকল্যাণার্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাপ্রকার শাস্ত্র, শ্রুতি প্রচার ক'রে গিয়েছেন, তার উপরই এই সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।

একটু নিবিষ্ট চিত্তে কোনরূপ গোঁড়ামি না রেখে চিন্তা করলেই হিন্দুধর্ম্মের সজীবতা বিশেষভাবে বুঝতে পারা যায়। চলার পথে যখনই এই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে গ্লানিকর বিকৃতি আসে, তখনই তার সংশোধনের জন্য অবতাররূপে শ্রীভগবান্ এসে আবির্ভূত হন। এই সকল অবতার সার্ব্বভৌম ধর্ম্মকে যুগোপযোগী করেন; ফলে লোকের সামর্থ্য অনুযায়ী সাধন-ভজনের সুবিধা হয়। মূলে কিন্তু ধর্ম্মের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। কেবলমাত্র আচরণের কিছু কিছু হেরফের হয়। অবতারগণ ঐ একই কথা বলেন, 'তুমি যা-ই হও না কেন, যেখানেই থাক না কেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরারাধনা কর, তাঁতে বিশ্বাস রাখ, নিশ্চয়ই তাঁকে লাভ ক'রে ধন্য হবে। তুমি গৃহী ব'লে দুঃখ ক'রো না, গৃহস্থ রাজা জনকের নিকট সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শুকদেবকেও শিক্ষালাভের জন্য যেতে হয়েছিল। সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে, তিনি গৃহস্থেরও যেমন সন্ন্যাসীরও তেমন। বনেও তাঁকে পাওয়া যায়, ঘরেও তাঁকে পাওয়া যায়। কাজেই দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বদা যাদের সহিত আমাদের সংস্পর্শে আসতে হয়, হিন্দুধর্ম্মমতে ভগবান্ তাদের সকলের মধ্যেই নিত্য বিদ্যমান আছেন।

শ্রীভগবানের সৃষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য থেকে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম সকলের মধ্যেই তিনি বিরাজমান—এই হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য বক্তব্য। শুধু যে তিনি তোমার আমার পূজার প্রতিমায় থাকেন না, স্তম্ভ থেকে নৃসিংহমূর্ত্তিতে প্রকাশ হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তা দেখিয়ে দিয়েছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—অনন্ত শেষ নাগ সর্পরূপী ভগবান্, মৎস্য ভগবান্, গরুড় পক্ষীরূপী ভগবান্, কূর্ম্ম ভগবান্, মানুষের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, অন্ধ খঞ্জ সকলেই ভগবান্। যদি নিজে যথার্থ সুখী হ'তে এবং অপরকে সুখী ক'রতে বাঞ্ছা থাকে, তবে ধর্ম্মানুশীলন করা যে মানব মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য—এ কথা বহুভাবে বহুবার হিন্দুশাস্ত্র ঘোষণা করেছেন। তবে ধর্ম্মানুশীলন করতে গিয়ে যদৃচ্ছা মত আচরণ করলে চলবে না। দেহ ও চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্বপ্রথম কথা; এই জন্য যম-নিয়মাদি যা শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়েছেন তদনুসারে আচরণ করতে হবে; এ আচরণ সংসারী বা সন্ন্যাসী উভয়েরই অবশ্যকর্ত্তব্য; যে কোন অবস্থার যে কোন মানুষই তা করতে পারবে। এই সমস্ত নিয়ম পালনের সঙ্গে ঈশ্বর-দর্শনাকাঙ্ক্ষা যখন জাগ্রত হয়, তখন তাঁরই কৃপায় সাধক সাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে সাধনা করতে করতে ক্রমে সিদ্ধাবস্থা লাভ করে। এক জীবনে সিদ্ধিলাভ না ঘট্‌লেও হতাশ হবার কিছু নেই। যতটা হ'ল, ততটাই পরবর্ত্তী জীবনের জন্য অগ্রসর হ'য়ে থাকা গেল, পরবর্ত্তী জীবনে এর পর থেকেই শুভারম্ভ হবে।

পূর্ব্বেই বলেছি, প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান্ আছেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন, "আত্মাই ব্রহ্ম"। এখন প্রশ্ন হতে পারে, দেখ্‌তে পাই না কেন? এর উত্তরে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে, অহঙ্কারের সঙ্গে মিলে মিশে জীব যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গিয়েছে; এই অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন দিতে পারলেই আত্ম সাক্ষাৎকার ঘটে। মোহাবসানে স্বরূপানুভূতি আসে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এখানে কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একটা কথা না ব'লে পারলাম না, কেউ কিছু মনে করবেন না, আমি কাকেও লক্ষ্য ক'রে বলছি না। কথাটা এই যে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এ কথার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, জগৎ একেবারেই নেই। সাধারণতঃ আমরা যে চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখি, সেই দৃষ্টিটা একটু পরিবর্ত্তন করলেই বর্ত্তমান রূপ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আসক্তিশূন্য ব্রহ্মরূপ পরিলক্ষিত হবে। সুদুর্ল্লভ মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল এই জ্ঞান লাভ করা; এ জন্য সকলকেই ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সাধন-পথের সিঁড়িগুলি অতিক্রম করতে হবে। শক্তিশালী সাধক হয়তো শ্রীগুরুকৃপায় সাধনবলে দু-একটা ধাপ উল্লঙ্ঘন ক'রেও যেতে পারেন; কিন্তু সাধারণতঃ সাধকের পর পর ধাপ অতিক্রমই দেখতে পাওয়া যায়।

যুগোপযোগী এবং সাধকের শক্তি অনুযায়ী সাধনার এই স্তর বা ধাপগুলি প্রস্তুত ক'রে দেবার জন্যই অবতার-পুরুষের আবির্ভাব হয়। সুতরাং যুগোপযোগী সংস্কারক অবতার-পুরুষগণের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ ক'রতে নেই। তাঁদের উপদেশ শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ ক'রে তাঁদের আচরণ অনুকরণ ও তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলাই আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। আমার সম্প্রদায় বড়, আমার প্রচারিত মতই সত্য, অন্য সকল কিছু নয়—এ ভাবের তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। করজোড়ে আমার আপনাদের নিকট অনুরোধ, আপনারা পরস্পর ঝগড়া না ক'রে মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধনপথে অগ্রসর হৌন। প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথার অবতারণা ক'রতে হ'ল, হয়তো তাতে কারও প্রাণে ব্যথা লেগেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি কাকেও লক্ষ্য ক'রে কিছু বলি নি। এজন্য আমি সকলের কাছেই ক্ষমা চাই। নমস্কার।"

যখনই যেখানে গোপাল্ কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন, কোথাও কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের উপর কোনরূপ কটাক্ষ করেন নাই, পরবর্ত্তী সখী-জীবনে তাঁহার আচার-ব্যবহারের মধ্যে সকলেই এ বিষয় বিশেষভাবে দেখিতে পাইয়াছেন।

গোপালকৃষ্ণের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে বহু ঘটনা এখন প্রবাদের মত দেশে আলোচনা হয়। সকলগুলি সংগ্রহ করা এখন আর সম্ভব নয়, যতটুকু সন্ধান পাইয়াছি এবং সংগ্রহ করিবার সুযোগ-সুবিধা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কিছু কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে আর একটি বলিব।

প্রাচীন-প্রাচীনাদের মুখে শুনিয়াছি, পূর্ব্বে নাকি আমাদের বাড়ীতে চৈত্র মাসে চড়কের সময় খুব মেলা হইত এবং বহু দূর দূরান্তর হইতে অনেক গুণী খেলোয়াড় আসিয়া নানাপ্রকার খেলা দেখাইত। যে গাছটিতে চড়কের সময় পৃষ্ঠে বঁড়শি বিঁধিয়া গুণীগণ শূন্যে ঘুরিয়া দর্শকগণকে স্তম্ভিত করিতেন, সে গাছটি পরবর্ত্তী কালে পুকুরের ঘাটে খণ্ড খণ্ড করিয়া পৈঠারূপে ব্যবহার করিতে আমরা দেখিয়াছি। মনে হয়, অনুসন্ধান করিলে এখনও উহার অংশবিশেষ পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত কাঠখানি লম্বায় আঠারো-উনিশ হাত এবং মোটা প্রায় দেড় ফুট আমরা দেখিয়াছি, পূর্ব্বে নাকি আরও মোটা ছিল। জলে থাকিয়া থাকিয়া উহার রঙ কালো পাথরের মত হইয়াছিল। শুনিয়াছি গোপালকৃষ্ণ নাকি মধ্যে মধ্যে সঙ্গীগণকে লইয়া উক্ত কাঠখানিকে ইচ্ছামত তুলিতেন এবং নানাভাবে ঘুরাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে চমৎকৃত করিতেন। একদিন গ্রামের জমিদারবাবুর বাড়ীর কয়েকজন লাঠিয়াল মফিজদ্দিন্ সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া গোপালের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। শেষে স্থির হইল, পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। মফিজদ্দিন্ একজন বড় লাঠিয়াল; আমরা যে সময় তাহাকে দেখিয়াছি, তখন তাহার বয়স প্রায় যাট; কিন্তু তখনও তাহার সুদৃঢ় মাংসপেশী একটুও শিথিল হয় নাই। সে তোত্‌লা ছিল, কথা বলিতে খুবই কষ্ট হইত; একটি হাতের আঙ্গুল ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া অতি কষ্টে কথা বলিত। সে সকল লাঠিয়াল এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের একত্র করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে দেখাইয়া বলিল, "এই কাঠখানিকে যে একা তুলিয়া লইয়া খালে ফেলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে।" হিন্দু, মুসলমান, নমঃশূদ্র অনেকেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মোহিনী-কুমার সেন গোপালকে বলিলেন, "আমাদের সাম্‌নে তো অনেক শক্তি দেখাও, এই প্রতিযোগিতায় যোগ দাও না?" গোপাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা যোগ দিতে পারি; কিন্তু কৃতকার্য্য হ'লে আমি যা চাইব, তা দিতে পারবেন?" দর্শকগণের মধ্য হইতে দুই-চারিজন এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "আপনি কি চান?" জমিদারবাবুর প্রধান কর্ম্মচারী যেন একটু শ্লেষভাবেই বলিলেন, "কি চাও ঠাকুর, না হয় অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যাই দেওয়া যাবে।" গোপাল বলিলেন, "রাজত্ব বা রাজকন্যা আমার দরকার নেই, আমার দরকার স্কুলের জন্য আটখানি বেঞ্চি ও দুইটি চেয়ার এবং একটি খাতাপত্তর রাখবার আলমারি।" শুনিয়া সকলেই মুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বিপিনবিহারী সেন বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে।" গোপালকৃষ্ণ পরিধেয় বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া উত্তরীয়খানি ভাঁজ করিয়া স্কন্ধের উপর রাখিয়া "জয় মা ভবানী" বলিয়া কাঠখানি স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া খালের দিকে চলিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী নির্ব্বাক্, সকলেই গোপালের পিছু পিছু চলিয়াছেন, গোপালের কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি খালের ধারে যাইয়া পুনরায় "জয় মা ভবানী" বলিয়া স্কন্ধের কাঠখানি খালের জলে ফেলিয়া দিলেন। অনেক মহিলাও মিছিলের সঙ্গে ছিলেন, সকলেই এক সঙ্গে হৈ-চৈ করিয়া উঠিলেন। বালকের দল হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিল, মহিলাগণ উলুধ্বনি দ্বারা নিজ নিজ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোপালের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় ভীড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গোপালকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া "দীর্ঘজীবী হও, দীর্ঘজীবী হও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা আনন্দোচ্ছ্বাস চলিল। তারপর একে একে সকলে চলিয়া গেলে মফিজদ্দিন্ সর্দ্দার ও অন্যান্য লাঠিয়ালগণ একসঙ্গে গোপালকে অভিবাদন জানাইয়া বিদায় লইল।

বলা বাহুল্য, বিপিনবাবু যথাসময়ে বেঞ্চি, চেয়ার ও একটি আলমারি প্রস্তুত করাইয়া বিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন। গোপালের এই প্রকার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে গোপালের সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—গোপাল সাধনা করিয়া একটা কিছু সিদ্ধাই লাভ করিয়াছে, তাহার বলেই ও এই সব করে। সখীবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে নাটমন্দির নির্ম্মাণকালে বিরাট বিরাট কড়ি উঠাইবার সময় অনেকেই আর একবার শক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন।

কাঙ্গাল-গরীবকে কিছু কিছু দিতে না পারিলে গোপাল যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেন। মাতাঠাকুরাণীও গোপালের আনন্দ-বর্দ্ধন জন্য মধ্যে মধ্যে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন; গোপাল সঙ্গীদের লইয়া পরমানন্দে "ইহারা দরিদ্ররূপধারী নারায়ণ" এই কথা বলিতে বলিতে তাহাদের উচ্ছিষ্টাদি নিজহস্তে পরিষ্কার করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। শুধু দেশে থাকিবার সময় নয়, অন্যত্র অবস্থানকালেও গোপালের এইরূপ উদার চিত্তবৃত্তির পরিচয় অনেক পাওয়া যাইত।

দেশে পিতৃদেবের কার্য্যাদি সমাপনের পর কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিনের জন্য গোপাল শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীচৈতন্য-চতুষ্পাঠীতে ছিলেন। শুনিয়াছি ঐ সময় ৺কাশীধাম হইতে 'শিব-গোবিন্দ ভারতী' নামক জনৈক স্বামীজী ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসিয়াছিলেন; গোপাল নাকি তাঁহার নিকট বেদান্ত পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, গোপাল এই স্বামীজীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এ কথার প্রতিবাদ করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করিব না। কারণ গোপাল উপনয়ন-সংস্কারের পর হইতেই যে গৈরিক বসন পরিধান করিতেন, তাহার প্রমাণ বহু ক্ষেত্রে বহুবার আমরা পাইয়াছি; আর কথা-প্রসঙ্গে গোপাল প্রায়ই বলিতেন, "মা-ই তো আমাকে গেরুয়া পরাইয়া সন্ন্যাসী সাজাইয়াছেন।" এ উক্তিটির মূলে যে ঘটনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে সেটি পাঠকগণকে জানাইয়া দিতেছি, সত্যাসত্য তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিবেন।

উপনয়ন হওয়ার কয়েক দিন পরে গোপাল বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সেন মহাশয়দিগের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। গোপালের পরিধেয় বস্ত্র ও গায়ের চাদরখানি মলিন দেখিয়া সঙ্গীদের মধ্যে একটু অপ্রিয় আলোচনা হয়; গোপাল তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কার্য্য সমাপনান্তে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখেন—মা, খুড়িমা, পশ্চিমের বাড়ীর জ্যাঠাইমা প্রভৃতি সাত আট জনে বসিয়া 'সীতার অগ্নি-পরীক্ষা' লইয়া আলোচনা করিতেছেন, সম্মুখে রামায়ণখানি খোলা। গোপালও একটু বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। এই সময় রজক আসিয়া কাপড় চাহিল। গোপালের মা গোপালের বড় বউদিদিকে সমস্ত ময়লা কাপড় ঠিক করিয়া দিবার আদেশ দিয়া গোপালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোর কাপড়টাও তো খুব কালো হ'য়েছে, ঘরে কাচা কাপড় আছে তাই প'রে ওটা ছেড়ে দে।" গোপাল বলিলেন, "মা! আমার কাপড় আর ধোপার বাড়ী কাচ্‌তে দেব না।"

মা। ময়লা কাপড় ধোপার বাড়ী না দিলে চল্‌বে কেন?

গোপাল। মা! ওরা নানা লোকের নানাপ্রকার নোংরা কাপড়ের সঙ্গে একত্রে আমার কাপড় সিদ্ধ করে, এটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। যদি কেউ না আমার কাপড় পরিষ্কার ক'রে দেয়, তবে আমি নিজেই খার বা সাবান দিয়ে পরিষ্কার ক'রে নেব।"

মা এবং উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে এই বিষয় লইয়া একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাদানুবাদ হইল। গোপাল কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন, "মেয়েদের অশুচি কাপড়ের সঙ্গে আমার কাপড় দিতে পারিবেন না।" এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "তা হ'লে তো বাবা তোমাকে কাপড় ছুবিয়ে পরতে হয়। যদি অতই পবিত্রভাবে থাকতে চাও, তা হ'লে কিছু গেরিমাটি এনে কাপড়গুলো ছুবিয়ে নাও, ঘন ঘন কাচতেও হবে না আর ময়লা হ'লেও সহজে দেখা যাবে না।" বাস্, আর কি! গোপাল কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেলেন এবং পরের দিনই নিজের ব্যবহারের কাপড়, চাদর সমস্ত গেরুয়া রঙে ছোবাইয়া লইয়া পরিতে লাগিলেন। এই তো তাঁহার গেরুয়া কাপড় পরার ইতিহাস। এ ছাড়া কোন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তিনি যে কোন সময় সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, সে কথা তিনিও কখন বলেন নাই, আমরাও জানি না। গোপালের অত্যন্ত প্রিয় বাল্য-সঙ্গী পূর্ব্বোক্ত হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন পুরী গোবর্দ্ধন-মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ তীর্থ নাম গ্রহণ করেন, তখনও নাকি গোপাল গেরুয়া কাপড় পরিধান করিতেন—এ কথা আমরা স্বামীজীর নিকট শুনিয়াছি। কাজেই নবদ্বীপে স্বামী শিবগোবিন্দ ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের কথা আমরা কোন-মতেই সমর্থন করিতে পারিলাম না। তখন স্বামীজীর নিকট থাকিয়া গোপাল যে ভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, আর স্বামীজীও যে ভাবে যত্ন করিয়া গোপালকে বেদান্ত পড়াইতেছিলেন, তাহাতে বাহিরে এ ভাবের আলোচনা হওয়া অসম্ভব নয়; তবে প্রকৃত ব্যাপার যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহা এখানে পাঠকগণকে জানাইয়া দিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুদিন নবদ্বীপে থাকার পর স্বামীজী যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষ হইয়া চলিয়া গেলেন। গোপালের বেদান্ত পাঠে বাধা পড়িল। তখনকার পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রমুখ দুই-এক জন ব্যতীত সকলেই গোপালকে কলিকাতায় দাদার নিকট ফিরিয়া যাইতে এবং কালীঘাটের পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট বেদান্ত অধ্যয়নের উপদেশ দিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় অজিত-নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্যের কোন গ্রন্থ এবং শ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংশ পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ ব্রজরাজ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কিছুদিন গোপাল ভাগবত পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়গণের আদেশানুসারে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট নিয়মিতভাবে বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার সময় হইতেই গোপাল কি জানি কেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, এই চক্রবেড়ের বাসা হইতেই গোপাল সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

দীনবন্ধুর বাসায় আত্মীয় বন্ধু ছাড়াও নানা স্থান হইতে নানা ভাবের লোক আসা-যাওয়া করিত। কিন্তু গোপাল বিশেষভাবে কাহারও সহিত মেলামেশা করিতেন না; তবে যেটুকু নিতান্ত না করিলে নয় তাহাই করিতেন। যদি কোন সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন, গোপাল একেবারে আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেন। দিবারাত্রের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাদের সেবায় ও নানাপ্রকার শাস্ত্র আলোচনায় কাটাইয়া দিতেন। সাধুদের সেবার জন্য অন্য কাহাকেও সুযোগ দিতেন না, একাই তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য করিতেন। এই সময় গোপাল দীনবন্ধুদাদার নিকট হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূতন কিছু কিছু যোগের প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সব এবং দেশে থাকাকালীন যে সব অন্ত্র-ধৌতাদি ক্রিয়া শিখিয়াছিলেন, তাহা এই সময় নিয়মিত ভাবেই করিতেন। ছোট ভাই ছিল দেশে তাঁহার সাথী, যদিও তাহার বয়স কম ছিল তথাপি গোপাল কি জানি কেন তাহাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন এবং কোন কিছু প্রয়োজন হইলে ছোট ভাইয়ের মারফতেই তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেন। এখানে সে সুযোগ নাই, কাজেই নিজেকেই নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইত। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে যে না হইয়াছে তাহা নহে, তথাপি কখনও অন্যকে বিরক্ত করেন নাই। এই ভাবে প্রায় এক বৎসর গত হইল।

পিতার সপিণ্ডকরণ সময় উপস্থিত জানিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদ্বন্ধুকে সংবাদ দেওয়া হইল। জগদ্বন্ধু মাতাঠাকুরাণীকে ও ছোট ভাই দীনেশকে লইয়া যথাসময় আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে চার ভাই মিলিয়া পিতৃদেবের বাৎসরিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বাংলা ১৩০২ সালের চৈত্র মাসে কার্য্য শেষ হইল, আর ১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসের ২২ তারিখে দীনবন্ধুর একটি পুত্রসন্তান হইল। পূর্ব্বে সন্তান নষ্ট হওয়ায় ধাত্রীমাতার পরামর্শমত ইহাকে তিন কড়া কড়ি দিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে কিনিয়া লওয়া হইল। বোধ হয় এই জন্যই ইহার নাম তিনকড়ি হইয়াছিল। যদিও অন্নপ্রাশনের সময় অনাথবন্ধু নাম রাখা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ তিনকড়ি হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনু নামটাই থাকিয়া গেল। ইহার পর গোপালকে বাধ্য হইয়া কিছু সময় শিশুকে লইয়া থাকিতে হইত। শিশুও গোপালের খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধ্য। গোপাল সবই করে, কিন্তু সকল বিষয়েই যেন কেমন উদাস উদাস ভাব। এই সব দেখিয়া একদিন দীনবন্ধুর স্ত্রী গোপালকে বলিলেন, "ঠাকুরপো! আপনার মতলবখানা কি বলুন তো? আপনার কি হ'য়েছে?"

গোপাল। কেন বউদিদি! আমার কি হয়েছে?

বউদিদি। দিন দিন আপনার যেন সব ছাড়-ছাড় ভাব দেখ্‌ছি, এ ভাবে থাক্‌লে তো চল্‌বে না। এবার আপনার দাদা বাড়ী এলেই আপনার একটা বিয়ে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রতে বলব, তা হ'লেই বেশ জব্দ হবেন।

গোপাল। বউদিদি, আর যা খুসী করুন, ঐ কাজটি দয়া ক'রে করবেন না। আমি পূর্ব্বেও ব'লেছি, এখনও ব'লছি, জগতে স্ত্রীলোক মাত্রেই আমার মাতৃস্থানীয়া, কার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন? কোন চেষ্টা করবেন না, শেষে আপনারাই ফ্যাসাদে পড়বেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি কোনরূপ জব্দ হব না।

বউদিদি। ও রাম রাম, ও কি বলছেন? ও কথা কি বলতে আছে নাকি? আচ্ছা, কেন বলুন দেখি ঠাকুরপো, আপনার এ দুষ্টু সরস্বতী ঘাড়ে চেপেছে? এই সব সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশে বুঝি আপনার এই বুদ্ধি হ'য়েছে?

গোপাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন বউদিদি! সাধুদের সঙ্গে মিশে আমার কি হ'য়েছে?"

বউদিদি। দিন দিন আপনার খাওয়া ক'মে গিয়ে এত ক'টি হ'য়েছে। রাত্তিরে ঘুম নেই, অন্ধকারে সারারাত ব'সে কি যে করেন তা জানি না। ভাল ক'রে সকলের সঙ্গে কথাও বলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। আমরা যেন আপনার কেউ নই, কোন কাজে আমাদের সাহায্য চান না, এ সব কি? এ রকম ভাব তো ভাল না, আমি কোন কথা শুনব না, আজই আপনার দাদা এলে সব ব'লে দেব।

গোপাল। বউদিদি! আপনার দুটি পায়ে পড়ি, দাদাকে কিছু বলবেন না। আচ্ছা, আজ থেকে দেখুন আমি কেমন পাকা গৃহস্থ হই। আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন, আপনি আমার রাত্তিরের খাওয়াটা একটু একটু ক'রে কমিয়ে দেবার চেষ্টা করুন। দু'দিন একদিন ছাড়া একখানা ক'রে রুটি আমাকে কম দেবেন। ভাতও ঐভাবে দুটি দুটি কমিয়ে দেবেন। মনে ক'রছেন, এতে আমার কষ্ট হবে? সত্যি বলছি বউদিদি, এতে আমার কোন কষ্ট হবে না বরং আমার কাজের বিশেষ সুবিধাই হবে, আমার কথায় বিশ্বাস করুন।

গোপালের এই সব কথা শুনিয়া বউদিদির মনে যাহাই থাকুক মুখে বিশেষ কিছু আর বলিলেন না। কিন্তু সেই দিন হইতে সত্য-সত্যই গোপালের আচরণের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। বাজার করা, ছেলেকে দেখাশুনা করা, লোকজন আসিলে তাহার ব্যবস্থা করা—মোট কথা, সংসারের সকল কাজই গোপাল সেই দিন হইতে এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে করিয়া যাইতে লাগিলেন যে, বউদিদি মনে করিলেন, ঠাকুরপোর আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তা কি যায়? বৈরাগ্যের স্পর্শ একবার যাহার প্রাণে লাগিয়াছে সে যতই আবরণ দিক না, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অন্তরে অন্তরে ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকিবেই;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর যে মুহূর্ত্তে অনুকূল সঙ্গ পাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সর্ব্বত্রই যখন এই হয়, তখন এ ক্ষেত্রেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? বিশেষতঃ গোপাল তো আচার, নিয়ম, নিষ্ঠার দিক দিয়া ভাববিরোধী কোন কিছু করেন নাই; বরং শাস্ত্রসঙ্গত বিধি-নিষেধ বিশেষভাবেই পালন করিয়া আসিতেছেন। যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার যাহা ভাব-ভক্তিলাভের প্রধান সহায়, গোপাল তো প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন, তাঁহার বৈরাগ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে না কেন?

এই সময় গোপালের দৈনিক কার্য্যসূচী বড় চমৎকার ছিল। দৈনিক গঙ্গাস্নান, শাস্ত্রপাঠ, নিভৃতে উপাসনা, সাধু সজ্জন আসিলে তাঁহাদের পরিচর্য্যা; এদিকে সংসারে যখন যেরূপ সাহায্যের প্রয়োজন হইত, কোনটাতেই সাহায্য করিতে গোপাল দ্বিধা বোধ করিতেন না; এমন কি মধ্যে মধ্যে সমস্ত কার্য্য বজায় রাখিয়া সংসারের রন্ধনকার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এই সময় আহার-নিদ্রা সংযম খুব কঠোর ভাবে গোপাল করিয়াছিলেন। খুব সামান্য আহার গ্রহণ করিতেন এবং গভীর রাত্রে সকলের অজ্ঞাতে নানা প্রকার যোগক্রিয়া করিয়া কাটাইয়া দিতেন। নিয়ম করিয়া লইয়াছিলেন, বিছানায় শয়ন করিবেন না। বসিয়া বসিয়া বা কিছু একটা ঠেসান দিয়া অলসতা আসিলে একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ সকল বিষয় কাহাকেও বিন্দুমাত্র জানিতে দিতেন না, অত্যন্ত গোপনে করিতেন।

গোপালকৃষ্ণের সংসারাশ্রম ত্যাগের দুই দিন পূর্ব্বে এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার জন্য দীনবন্ধুকে পরবর্ত্তী কালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক সময় দুঃখ করিতে দেখা গিয়াছে। ঘটনাটি তেমন গুরুতর না হইলেও সময় পাওয়া গেল না যে, উভয় ভ্রাতা একত্রে বসিয়া সেটির মীমাংসা করিয়া লইবেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলি—

দীনবন্ধুর স্ত্রী একটি বিড়াল পুষিয়াছিলেন, সকলেই তাহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিত। এমন কি, সময় সময় গোপালও তাহাকে কোলে করিয়া নানা প্রকার রঙ্গ করিতেন। একদিন দুই ভাইকে অন্নের থালা ধরিয়া দিয়া অন্যান্য দ্রব্য আনিতে দীনবন্ধুর স্ত্রী কক্ষান্তরে গমন করিয়াছেন, এমন সময় বিড়ালটি গোপালের অন্নের থালায় মুখ দিল। গোপাল কিছুতেই সে অন্ন গ্রহণে রাজী হইলেন না। অন্য সময় হইলে অনায়াসেই অন্ন পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইত; কিন্তু কি জানি কেন, সেদিন দীনবন্ধুও গোপালকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, অন্ন দূষিত হয় নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে উহা গ্রহণ করিতে পার। গোপালও দাদার কথায় অন্য সময় বিশেষ প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু সেদিন যেন নিজের জিদ বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; তিনিও কিছুতেই সে অন্ন গ্রহণ করিলেন না। এমন কি, শেষে দীনবন্ধুর স্ত্রী পৃথক অন্নের থালা আনিয়া দিলেও গোপাল তাহা স্পর্শ না করিয়াই উঠিয়া গেলেন। দীনবন্ধুরও রাগ হইয়াছিল, তিনিও আর তাঁহাকে আহারের জন্য আহ্বান করিলেন না। তখন কেহই জানে না যে, এই অন্নত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই গোপালের সংসার-ত্যাগের সূচনা হইল। গোপাল নিজ মনোগত ভাব সহজে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, কাজেই এ বিষয়েও তাঁহার অন্তরের কথা বাহিরে কেহ জানিতে পারিল না। ইহার পর যে দুই দিন গোপাল সংসারে ছিলেন, সে দুই দিনও যে অন্ন গ্রহণ করেন নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা কেবলমাত্র দীনবন্ধুর স্ত্রীই জানিতেন ; কিন্তু প্রকাশ করিলে পাছে আবার কিছু গোলমাল হয়, তাই তিনিও সে কথা কাহারও নিকট তখন প্রকাশ করেন নাই। দীনবন্ধু সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধর্ম্মসভার নিমন্ত্রণে কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

এখানে একটা বিষয়ের উপর পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। যে গোপাল, সেদিন বিড়ালে মুখ দিয়াছে বলিয়া অন্ন ত্যাগ করিয়া গেলেন, সেই গোপালই পরবর্ত্তী কালে সকলের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট পাতা হইতে অন্নের কণিকা তুলিয়া খাইতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন নাই ; এমন কি কুকুরে ভোজন করিয়া গেলেও তাহা মহা-মহাপ্রসাদ জ্ঞানে পরমাদরে গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মানিয়াছেন। সখীবেশ ধারণের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধারমণ-বাগে মহোৎসবের সময় অনেকেই এ দৃশ্য দেখিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন কি করিয়া হইল, অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করিবেন। আমরা একবাক্যে বলিব যে, সৎগুরুর সৎশিক্ষার অমোঘ ফলেই এই পরিবর্ত্তন। শ্রীগুরু-কৃপা গোপালের ভিতরে-বাহিরে, আচারে-ব্যবহারে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত ; যাঁহারা লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন।

এই অন্নত্যাগের ব্যাপারে অনেকে গোপালের প্রসাদে অবহেলা মনে করিতে পারেন, কিন্তু গোপালের আদৌ সে উদ্দেশ্য নয়। কিছুদিন যাবৎ গৃহ-ত্যাগের ছল খুঁজিতেছিলেন—কি উপায়ে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করা যায়, কিসে সংসারাসক্তিতে বিরক্তি আসে ইত্যাদি অনেক কিছুই গোপাল ভাবিতেছিলেন ; তাই আজ এইরূপ একটি সামান্য ঘটনার সূত্র লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্কের সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া সামান্য ব্যাপারকে গুরুতর করিয়া তুলিলেন। শ্রীভগবানেরও বুঝি এই ইচ্ছাই ছিল, তাই এই তর্কযুদ্ধই গোপালের সংসারত্যাগের সঙ্কল্পকে অতি সহজে সিদ্ধ করিয়া দিল।

এই ঘটনার পরদিন অর্থাৎ সংসারাশ্রম ত্যাগের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুইজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। এমন তো প্রায়ই সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয়, কাজেই ইহা আর কেহ নূতন কিছু বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যা হইয়াছে, কাজেই তাঁহাদিগকে সেদিন আর অন্যত্র যাইতে দেওয়া হইল না। দীনবন্ধু পূর্ব্বদিন যে নিমন্ত্রণে বিদেশে গিয়াছেন, সেদিন তখনও ফিরিয়া আসেন নাই; গোপালই অন্যান্য বারের ন্যায় সাধুযুগলের সেবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত আজিকার এই সাধুসমাগমের কোনরূপ যোগসাযুজ্য আছে কি না, গোপাল ইঁহাদেরই সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন কি না, ভাবিবার বিষয়।

প্রাতে উঠিয়া সন্ন্যাসী দুই জন চলিয়া গেলেন। কিছু সময় পরে গোপালও গামছা, কাপড় ও কমণ্ডলু লইয়া 'গঙ্গাস্নান করিতে যাই' বলিয়া বাহির হইলেন। তখন দীনবন্ধুর শিশুপুত্র তিনকড়ি মাত্র সাত মাসের। কাহাকে কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া একখানি ছোট কাগজে কি যেন লিখিয়া দীনবন্ধুর স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, "এইখানি দাদা বাড়ীতে এলে তাঁকে দেবেন।" দীনবন্ধুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" গোপাল তখন একটু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন কাপড় গামছা নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি। তবে ফিরতে যদি বিলম্ব হয়, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিমধ্যে দাদা এসে পড়েন, তাই আপনার হাতে দিচ্ছি; নচেৎ তো আমিই দিতে পারতাম।" এই বলিয়া বউদিদির কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গোপাল দ্রুত প্রস্থান করিলেন। দীনবন্ধুর স্ত্রী লেখাপড়া জানিতেন না, কাজেই কাগজে কি লেখা আছে না আছে কিছুই জানিতে পারিলেন না; যত্ন করিয়া কাগজখানি তুলিয়া রাখিলেন। ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের শেষে এই ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ গোপাল গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

এদিকে দীনবন্ধু অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই গোপালকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল কোথায়?" দীনবন্ধুর স্ত্রী বলিলেন, "সকালে কাপড় গামছা নিয়ে 'গঙ্গাস্নান করতে যাই' ব'লে বের হ'য়েছেন, এখনও ফেরেন নি।" দীনবন্ধু ভাবিলেন, বোধ হয় কোন ঠাকুরবাড়ীতে বা কোনও সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়া পড়িয়াছে, তাই আসিতে বিলম্ব হইতেছে। বেলা অবসানপ্রায়, তখনও গোপাল ফিরিতেছেন না; দীনবন্ধু যেন কেমন অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই সময় দীনবন্ধুর স্ত্রী গোপাল যাইবার সময় যে কাগজখানি দিয়া গিয়াছিলেন তাহা আনিয়া দীনবন্ধুকে দিলেন। দীনবন্ধু তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়া একেবারে "গোপাল গোপাল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কাগজখানিতে কেবল লেখা ছিল—

"অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিদায় নিলাম, অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইবেন না, প্রয়োজন মত আমি নিজেই সংবাদ দিব। গোপালকৃষ্ণ"

হরিবোল হরি, দীনবন্ধু ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ। বিশেষতঃ সেদিনের সেই অপ্রিয় ঘটনার পর আর তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুযোগ হয় নাই; সে জন্য মনটা খুবই খারাপ হইয়া ছিল; মনে করিয়াছিলেন, বাড়ীতে যাইয়াই গোপালের সহিত কথা বলিয়া মনটা শান্ত করিয়া লইবেন। তাহা তো খুবই হইল! গোপালের উপর সংসার ও স্ত্রী-পুত্রের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিদেশে থাকিতে পারিতেন, তাহাও গেল। এখন উপায়? বেশী সময় বসিয়া ভাবিতেও পারিলেন না। গোপাল যদিও অনুসন্ধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তবু দীনবন্ধুর প্রাণ সে নিষেধ মানিল না। দীনবন্ধু অস্থির হইয়া চতুর্দ্দিকে খোঁজ করিতে লাগিলেন। পরিচিত মহলে কোথাও পত্র দিয়া, কোথাও বা লোক পাঠাইয়া, আবার কোথাও বা নিজে যাইয়া সন্ধান লইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিলিল না। পরবর্ত্তীকালে জানা গিয়াছিল যে, গোপাল সংসার ত্যাগ করিয়া কিছুদিন শ্রীশ্রীগৌরীমাতার নিকটে থাকিয়া ওখান হইতে নীলাচল অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন; সঙ্গে উক্ত মঠের আরও একটি ভক্ত ছিলেন। হাঁটাপথে অনেক খেয়া পার হইতে হয়; খেয়ার মাঝি গোপালকে বিনা মাশুলে পার করে, কিন্তু তাহাকে লয় না; গোপাল সেই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সঙ্গে কিছু আছে কি না; সে বলে, দশ আনা পয়সা আঁছে। তাহাতে গোপাল বলেন, উহা ত্যাগ না করিলে উহারা তোমাকে পার করিবে না।

কিছুদিন এইভাবে সন্ধান চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া দীনবন্ধু অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হইলেন। হঠাৎ একদিন ৺কাশীধাম হইতে একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে গোপাল কিছু টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছেন। দীনবন্ধু ভাবিলেন, টাকার অভাবে বোধ হয় গোপাল আসিতে পারিতেছে না, তাই তাড়াতাড়ি পনেরটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন এবং শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিবার জন্য লিখিয়া দিলেন। একদিন, দুইদিন করিয়া এক মাস গত হইল, গোপাল আসিলেনও না, বা কোন সংবাদও দিলেন না। দীনবন্ধু অনেক কিছু অনুরোধ করিয়া সেই ঠিকানায় একখানি পত্র দিলেন, কয়েক দিন পরে পত্র ফেরত আসিল, খামের উপর লাল কালিতে লেখা—"মালিক এ ঠিকানায় নাই।" দীনবন্ধু আর কি করিবেন, অগত্যা নিশ্চেষ্ট হইয়াই রহিলেন। প্রায় দেড় মাস পরে আবার টাকা পাঠাইবার জন্য বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া গোপাল পত্র দিলেন। এবার পত্রে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "বৃথা আমার সন্ধানে লোক পাঠাইবেন না, টাকা পাঠাইলেই হইবে।" ভ্রাতৃস্নেহ-মুগ্ধ দীনবন্ধু মনে করিলেন, টাকার অভাবে না জানি ভাইয়ের কত কষ্টই হইতেছে; তাই সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন এবং সেই দিনই ঐ ঠিকানায় একটি বিশ্বস্ত লোককে পাঠাইলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক গোপালকে আনা চাই। যদি অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তারযোগে আমাকে জানাইবে, আমি নিজে যাইব। কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া লোকটি রওনা হইয়া গেলেন।

যথাকালে লোকটি ৺কাশীধামে পৌঁছিয়া নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, আজই বেলা ১১টার সময় গোপাল কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। লোকটি সেদিন সেখানে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, কিন্তু সারা দিনরাত্রের মধ্যে গোপালের সহিত তাঁহার দেখা হইল না। পরদিন প্রাতে বাড়ীওয়ালার এক বন্ধু একখানি খামের চিঠি আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "আপনার বাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যুবক সন্ন্যাসীটি কিছুদিন ছিলেন, তিনি এই পত্রখানি আপনাকে দিবার জন্য আমার হাতে দিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।" বাড়ীওয়ালা তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া দেখেন, উহার ভিতরে পাঁচ টাকার একখানি নোট ও এক টুক্‌রা কাগজে লেখা আছে—"আপনাকে কয়েকদিন যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। আমি বিদায় নিলাম, এখন আর দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। আজই আমি ৺কাশীধাম ত্যাগ করিব। প্রেরিত টাকা হইতে আপনার ঘরভাড়া বাবদ যাহা নিতে হয় তাহা নিবেন, আর অবশিষ্ট টাকা ৺বিশ্বনাথের সেবায় অথবা দরিদ্ররূপী নর-নারায়ণের সেবায় ব্যয় করিবেন। নমস্কার।"

দীনবন্ধুর প্রেরিত লোক পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া স্থির করিলেন যে, গোপালের আর ওখানে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেই দিনই তিনি অন্য কয়েকটি সাধুর আস্তানায় অনুসন্ধান করিয়া কোন খোঁজ না পাইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার বিশেষ পরিচিত কাশীবাসী জনৈক বন্ধুর সহিত দেখা হওয়ায় তাহার নিকট কাশী আগমনের কারণ বলিলে বন্ধুটি বলিলেন, "আমি যদিও তোমার বর্ণিত লোককে চিনি না, কিন্তু তোমার নিকট তাঁহার যেরূপ বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে মনে হয় আজই দ্বিপ্রহরে আমি তাঁহাকে আরও দুই-তিনটি সন্ন্যাসীর সহিত ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে দেখিয়াছি। আমি আমার এক আত্মীয়কে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, সন্ন্যাসীরা নাকি হরিদ্বারে যাইতেছেন।" দীনবন্ধুর প্রেরিত লোকটির সেদিন আর কলিকাতা রওনা হওয়া হইল না। উক্ত বন্ধুটির সহিত কয়েকটি স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে দুই-তিন দিন তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীতেই থাকিয়া গেলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না ; গোপালের কোন খোঁজই মিলিল না, তাই শেষে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন।

লোকটির নিকট সবিশেষ শুনিয়া দীনবন্ধু হরিদ্বারে পরিচিত সাধুমহলে এবং বন্ধুগণের নিকট কয়েকখানি পত্র দিলেন। ঐ সঙ্গে ৺পুরীধামেও দীনবন্ধুর সহাধ্যায়ী রাসবিহারী চক্রবর্ত্তীকে একখানি পত্র দিলেন। এই চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদিও দীনবন্ধুর স্বদেশবাসী, কিন্তু এখন আর দেশে থাকেন না, সস্ত্রীক পুরীতেই বাস করিতেছেন। দুই-চারি ঘর যজমান যাহা তাঁহার ছিল তাহাতে যাহা পাইতেন তাহাতেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর এক প্রকার চলিয়া যাইত ; উঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। ব্রাহ্মণ দীনবন্ধুকে সহোদর ভাইয়ের মত দেখিতেন ; যখনই দেশে যাইতেন বা দেশ হইতে পুরী আসিতেন, তখনই একবার করিয়া দীনবন্ধুর সহিত দেখা না করিয়া ফিরিতেন না। তাই দীনবন্ধু গোপালের বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া তাঁহাকেও পত্র দিলেন।

হরিদ্বার হইতে দুই-একখানা পত্রের উত্তর আসিল কিন্তু গোপালের কোন সংবাদই তাহাতে পাওয়া গেল না। দীনবন্ধু এখন একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়াই রহিয়াছেন ; কারণ পরিচিত মহলে কোথাও যে কাহারও সহিত গোপালের দেখা হইয়াছে এমন খবর কেহই এখন পর্য্যন্ত কিছু দিতে পারে নাই। এইভাবে বৎসরাধিক কাল গত হইল,—গোপাল ফিরিলেনও না—কিংবা টাকা পয়সার জন্য আর কোন পত্রও দিলেন না। ইতিমধ্যে বাধ্য হইয়া দীনবন্ধুকে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দীনবন্ধুর নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের নিজ বসতবাটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১নং অভয়চরণ সরকার লেনে দীনবন্ধুকে থাকিবার জন্য বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে গোপালের গৃহত্যাগের পর সংসারে অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় দীনবন্ধুরও ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে বিদেশে যাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল, ওখানে থাকিলে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া উঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যথাসময় দীনবন্ধু সস্ত্রীক তিনুমণিকে লইয়া উক্ত অভয়চরণ সরকার লেনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার দীনবন্ধু সতীশবাবুর মায়ের উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় পাঠবক্তৃতাদি করিতে বিদেশে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।

বাংলা ১৩০৫ সালের দোল-পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন দীনবন্ধু সস্ত্রীক ৺কালীঘাটে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। বাসায় ফিরিতে রাত্রি অধিক হইয়াছিল। পরদিন সকালে সদরঘরে একখানি খামের পত্র দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, গত কল্য তাহাদের অনুপস্থিতিকালে ডাকপিয়ন পত্রখানি দিয়া গিয়াছে। পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন, পুরী হইতে আসিয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত রাসবিহারীবাবু লিখিয়াছেন—

"ভাই দীনু! (দীনবন্ধুকে তিনি দীনু বলিয়া ডাকিতেন) তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই তোমাকে পত্র দিব ভাবিতেছিলাম।... আজ কয়েক দিন যাবৎ শ্রীমান্ গোপাল ভায়াকে এখানে এক বাবাজীর সহিত বেড়াইতে দেখিতেছি। অনুসন্ধানে জানিলাম বাবাজীর নাম "গোবিন্দদাস," তাঁহার সহিত আরও দুই-চারি জন মধ্যে মধ্যে থাকে।...শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের নিকটেই প্রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাদের সহিত দেখা হয়, গতকল্য আর একজন বাবাজীর নাম জানিতে পারিয়াছি "নবদ্বীপদাস।"...আমি গোপালের নিকট তাহার এখানে আগমনের কারণ ও এভাবে ইহাদের সহিত থাকিবার উদ্দেশ্য কি জানিতে চাহিলাম; তাহাতে গোপাল যে ভাবের উত্তর আমাকে দিল, তাহাতে মনে হয় প্রকৃত কারণ সে আমার নিকট গোপন করিয়াছে।...তাহার বর্ত্তমান বেশভূষা, কথাবার্ত্তা মোটেই সংসারী লোকের মত নয়। বিশেষতঃ যাহাদের সহিত সে আছে, তাহারা তো সকলেই বৈরাগী বাবাজী।.. বুঝিতে পারিতেছি না, গোপালের উদ্দেশ্য কি!...তোমার পত্র পাইয়া বুঝিলাম আমার অনুমান সত্য।...এখনও গোপাল এইখানেই আছে। তুমি যদি নিজে আসিয়া তাহাকে লইয়া যাও, তাহা হইলেই ভাল হয়। তোমার কোনও অসুবিধা হইবে না, যে কয়দিন থাকিতে হয় আমার বাসাতেই থাকিবে।...অন্যান্য খবর একপ্রকার ভালই। আমার প্রীতিপূর্ণ শুভ ইচ্ছা গ্রহণ কর। ইতি"

তোমার রাসুদা

দীনবন্ধু পত্র পাইয়া রাসবিহারীবাবুকে জানাইলেন, "আমি যতদিন না যাই ততদিন গোপালের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, সে যেন অন্য কোথাও চলিয়া না যায়। আমি শীঘ্রই যাইতেছি।" পত্র দিলেন বটে, কিন্তু বালিকা-বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজনে পুরী যাইতে কয়েক দিন বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে রাসবিহারীবাবুর দ্বিতীয় পত্রে জানিতে পারিলেন যে, "গোপাল সখীবেশ ধারণ করিয়াছে, এখন আর সে অন্যান্য বাবাজীদের সহিত রাস্তায় বাহির হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ইঁহারা পূর্ব্বে যে মঠে ছিলেন সেখান হইতে উঠিয়া উহারই নিকটে "ঝাঁঝপেটা" মঠে অবস্থান করিতেছেন।"

রাসবিহারীবাবুর দ্বিতীয় পত্র পাইয়াও দীনবন্ধু নিজে যাইতে না পারায় প্রিয় শিষ্য অটলবিহারীকে পাঠাইয়া দিলেন। অটলবিহারী বি-এ পাস, যুক্তিতর্ক করিয়া গোপালের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে—এই-ই ছিল দীনবন্ধুর ধারণা। কিন্তু ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিবার ক্ষমতা তো কাহারও নাই; অটলবিহারী যথাসময় ঝাঁঝপেটা মঠে গিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া আগমনের কারণ জানাইলেন। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বাবাজী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া গোপালকে ফিরাইয়া আনা তো দূরের কথা, নিজেও উঁহাদের সহিত ভেকাশ্রয় করিয়া রহিয়া গেলেন। দীনবন্ধুর নিকট এই সংবাদ আসিলে অটলবিহারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিবাবু দীনবন্ধুর আদেশ লইয়া গোপাল ও অটল দুইজনকেই ফিরাইয়া আনিবেন সংকল্প করিয়া উক্ত মঠে গেলেন। কিন্তু তাঁহারও সেখানে যাইয়া মত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি ওখান হইতে কয়েকটি ভক্তের সহিত তীর্থভ্রমণে চলিয়া গেলেন। রাসবিহারীবাবু নিয়মিতভাবে মঠে যাইয়া এই সকল ঘটনা জানিয়া দীনবন্ধুকে পুনরায় পত্র দিলেন।

এবার দীনবন্ধু পত্র পাইয়াই পুরী রওনা হইলেন। যথাসময়ে পুরীতে পৌঁছিয়া রাসবিহারীবাবুর বাসায় থাকিয়া তাঁহারই সহিত গোপালের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দিন যাইয়া কাহারও সহিত দেখা হইল না; শুনিলেন, গতকল্য সন্ধ্যার সময় বাবাজীরা কীর্ত্তন করিতে কোথায় গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। গোপাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখীবেশ ধারণ করিয়া মঠের ভিতরেই ছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিলেন না। একজন সেবকের নিকট শুনিলেন, গোপালের নাম হইয়াছে "ললিতা সখী"। ইঁহারা সেখানে অপেক্ষা না করিয়া অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখিয়া সেদিন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন মঠে যাইয়া বড় বাবাজী মহাশয়কে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, বড় বাবাজী মহাশয় অন্যান্য আলোচনার পর দীনবন্ধুকে বলিলেন, "যাঁহার ইচ্ছায় ও আসিয়াছে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, তুমি আমি কি ব্যবস্থা করিব?" দীনবন্ধুর একান্ত আগ্রহে গোপালকে ডাকা হইল; দীনবন্ধু নানাভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য। কিছুতেই যখন গোপাল রাজী হইলেন না, তখন দীনবন্ধু বলিলেন, "আমি তোমাকে পুলিশ আনিয়া জোর করিয়া লইয়া যাইব।" গোপাল এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একবার মুখ তুলিয়া দীনবন্ধুর দিকে ও বড় বাবাজী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন বড় বাবাজী মহাশয় দীনবন্ধুকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত, তোমাকে বিশেষ বুঝাইতে হইবে না। ও যখন এখন এখানে থাকিতে চাহিতেছে, বেশ তো, থাকুক না কিছুদিন; তারপর যখন এ জায়গা ওর ভাল লাগিবে না, তখন ও নিজেই এখান হইতে চলিয়া যাইবে। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ, ও তো নিতান্ত বালক নয় যে, উহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? এখন উহার অমতে কোন কিছু করিও না। তারপর, এমন কিছু অন্যায় কার্য্যও ও করিতে যাইতেছে না, যাহার জন্য বাধা দিবে। ও তো মূর্খ নয়, কয়েক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন উহার সহিত আলোচনা করিয়া উহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি। থাকুক এখানে, তোমরা মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইবে।" অনেক তর্ক, অনেক কথা দীনবন্ধু তুলিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গোপাল ঐখানেই থাকিয়া গেলেন, কাজেই দীনবন্ধুকে একাই সে যাত্রা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। আসিবার সময় রাসবিহারীবাবুকে উহার উপর একটু দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া আসিলেন। দীনবন্ধু বুঝিয়াছিলেন, গোপাল আর ঘরে ফিরিবেন না। এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে, তবুও যদি নির্দ্দিষ্ট কোনও স্থানে থাকে, তাহা হইলেও মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাওয়া যাইবে বা দেখা-সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।

দেশে মাতাঠাকুরাণীর নিকট সংবাদ গেল, "গোপাল সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।" প্রথম প্রথম তিনি খুবই কান্নাকাটি করিলেন, শেষে বাল্যকালের জ্যোতিষ ঠাকুরের ও সন্ন্যাসীগণের উক্তি সকল স্মরণ করিয়া এবং অন্যান্য বর্ষীয়সী মহিলাগণের পরামর্শে কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তবে সেই হইতে সংস্কৃত শিক্ষার উপর মাতাঠাকুরাণীর কেমন যেন এক বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গেল যে, "অল্প বয়সে বেশী সংস্কৃত পড়িলেই সন্ন্যাসী হইয়া যায়।" বলা বাহুল্য, এ কথা তিনি দীনেশের পাঠের সময় দীনবন্ধুকে বলিয়াছিলেন। দীনবন্ধু যখন দীনেশকে স্কুল ছাড়াইয়া সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি দীনেশকে সংস্কৃতই পড়াইতে ইচ্ছা হয়, তবে আগে উহার বিবাহ দিয়া লও। এক পোড়াকপালে (গোপালকে লক্ষ্য করিয়া) ঐ ছাই পড়িয়া বিবাগী হইয়া গিয়াছে, আবার এটাকেও ঘর-ছাড়া করিস না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, মা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া দীনবন্ধুকে সর্ব্বদা গোপালের সংবাদ রাখিতে আদেশ দিয়া পত্র দিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার অল্প দিন পূর্ব্বেই বড় বাবাজী মহাশয়ের হাতে ঝাঁঝপেটা মঠ আসিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে উঁহারা রামচণ্ডীসাহী শ্রীশ্রীরাধারমণ-কুঞ্জে থাকিতেন। শুনিয়াছি ঐ স্থানেই নাকি ১৩০৬ সালের কার্ত্তিক মাসে শ্রীশ্রীগোপাষ্টমীর দিন গোপালকৃষ্ণের সখীবেশ ধারণ হয়। আরও শুনিয়াছি যে, ঐ ১৩০৬ সনের মাঘ মাসে ঝাঁঝপেটা মঠ বড় বাবাজী মহাশয় গ্রহণ করেন এবং সেই অবধি ঐ মঠেই সপরিকরে বাবাজী মহাশয় বাস করিতে থাকেন। এ বিষয় নিত্যধামগত নগেনদাদা, পরমানন্দদাদা, শ্যামদাদা প্রভৃতির নিকট যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম; যদি অন্য কোন ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তাহা আমি বলিতে পারিব না।

গোপালকৃষ্ণের সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে বড় বাবাজী মহাশয়ের পবিত্র লীলা-কাহিনী বর্ণন-প্রসঙ্গে 'চরিতসুধা' গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"* * * জয়গোপাল (গোপালকৃষ্ণকে বড় বাবাজী মহাশয় জয়গোপাল বলিতেন।) তত কীর্ত্তনপ্রিয় নহে, উহার কেবল সেবার প্রতি লক্ষ্য। উহার মনের ভাব, সর্ব্বদা ঘরে থাকিয়া সেবার কার্য্য করে। বাবাজী মহাশয়কে দেখা অবধি জানি না উহার মনের মধ্যে কি ভাব; কিন্তু কখনও মুখ তুলিয়া বাবাজী মহাশয়ের চোখের দিকে তাকাইতে পারে না বা কোনও কথা বলে না। উহার সম্বলের মধ্যে কেবল চোখের জল। কথায় কথায় কান্না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও বাবাজী মহাশয় হাত ধরিয়া কাছে ডাকিলে কাঁপিতে কাঁপিতে অতি মৃদুস্বরে দুই একটি কথা বলিয়া দূরে চলিয়া যায়। উহার যত কিছু আব্দার গোবিন্দদাদা ও নবদ্বীপদাদার উপর।

বেলা প্রায় নয়টা। এই সময় মাধব পশুপালক (জগন্নাথদেবের শিঙ্গারীপাণ্ডা) জগন্নাথের চরণতুলসী, কণ্ঠমালা ও অবকাশ-জল (স্নানজল) লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সকলেই শশব্যস্তে উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। চরণতুলসী ও কণ্ঠমালা বাবাজী মহাশয়কে দিলে ইনি তাঁহাকে হাতে ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন। জয়গোপাল (গোপালকৃষ্ণ) বাতাস করিতেছিল। মাধব পশুপালক বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, 'দেখুন আমি যখনই ইহাদিগকে দেখি তখনই যেন আমার বোধ হয় ইহারা ব্রজের সখী। বলিতে কি একদিন জগমোহনে কীর্ত্তনের মধ্যে ইহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছিল, আমি সকাল ধূপের পূজা করিবার সময় দেখিলাম যেন ইহাদের ঘাগরা পরা। মনে ভাবিলাম আজ বাবাজী মহাশয় বোধ হয় ইহাদিগকে সখী সাজাইয়া আনিয়াছেন। আহা কি সুন্দর ভাব! যেমন মনে করিয়াছি অমনি জগন্নাথের কণ্ঠমালাগাছটি খসিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, ইহার ভিতর কোন অপূর্ব্ব রহস্য আছে। ভোগের পর ঐ মালা গাছটি আপনাকে আনিয়া দিলে আপনি কিছু সময় গলায় রাখিয়া এই ছেলেটিই হউক বা ঠিক এই রকম অন্য একটি ছেলের হাতে দিলেন। সেদিন আপনাকে এ কথা বলিতে পারিলাম না, আজ সেই কথাটি বলিব বলিয়াই আসিয়াছি।' তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, 'আপনারা জগন্নাথের অন্তরঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখী, আপনাদের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। আপনি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হউক।' বলিয়া জয়গোপালকে ইসারা করিলে সেও উহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করায় তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'জগন্নাথ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।' ক্রমে সকলেই প্রণাম করিলে সকলকেই ঐরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয় একটি ছেলেকে বলিলেন, 'খোল করতাল লইয়া আইস, আজ রাধারমণজিউর মধ্যাহ্নলীলা গান হইবে।' তখনই খোল করতাল আসিল। কুঞ্জবাবুকে বলিলেন, 'কুঞ্জ, গোষ্ঠ গান কর ত?' কুঞ্জবাবু গান ধরিলেন। এদিকে শ্রীরাধারমণজীউর গোষ্ঠবেশ হইল, গোষ্ঠগমন কীর্ত্তন হইতেছে। যেমন শ্রীমতী তুঙ্গমণি মন্দিরে দাঁড়াইয়া আছেন এই পদটি কীর্ত্তন হইতে লাগিল, অমনি জয়গোপাল শ্রীমতীকে একখানি চৌকির উপর বসাইয়া সকলের ভাবোদ্দীপন করিতে লাগিল। কীর্ত্তনে যেমন যেমন ভাব বর্ণনা হইতে লাগিল, ঠাকুরের ঠিক তেমনি তেমনি বেশভূষাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। যেন লীলা প্রকট হইয়াছে, তৎসহচর সহচরীগণ কীর্ত্তন-নর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমে রাধাকুণ্ড মিলন হইল। রাধারাণী বামে বসিলেন, জয়গোপাল ও অদ্বৈত দাস দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রাধাবিনোদ, কিশোরীগোপাল ও অন্যান্য চারি পাঁচজন নৃত্য করিতেছে। বাবাজী মহাশয় রাধাকুণ্ডের বর্ণনা ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আনন্দের আর অবধি নাই। সকলেই আত্মহারা, সকলেই উন্মত্তভাবে নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছে। কে কোথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িতেছে, কে কোথায় ভাবে গড়াগড়ি দিতেছে, ঠিক নাই। জয়গোপাল রাধারমণজিউর ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছে আর অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতেছে। কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশিনী অনেকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। বাবাজী মহাশয় যেমন উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি চারদিকে উলুধ্বনি হইতে লাগিল।

এদিকে জয়গোপাল রাধারমণজীউর নিকট মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অদ্বৈত প্রভৃতি নানারূপ সেবায়ও চৈতন্য করিতে না পারিয়া একটু ভাবিত হইল। এই সময় বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে রাধারমণজীউর নিকট গিয়া যেমন উহার কর্ণে কি মন্ত্র প্রদান করিলেন, অমনি চৈতন্য লাভ করতঃ শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় বাহিরে আসিয়া আবার কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। খুব কীর্ত্তন হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন লোক একখানি শাড়ী নবদ্বীপদাদার হাতে দিয়া বলিল, 'আপনাদের নাকি একখানি শাড়ীর দরকার? কে পরিবে, তাই আমি লইয়া আসিলাম।' শুনিয়া সকলে অবাক্। নবদ্বীপদাদা বাবাজী মহাশয়কে শাড়ীখানি দেখাইলে ইনি একটু মাথায় ছোঁয়াইয়া নবদ্বীপকে ইসারা করিলেন; নবদ্বীপও শাড়ীখানি রাধারাণীর প্রসাদী করতঃ বাবাজী মহাশয়ের চাদরের উপর পরাইয়া মাথায় দিলেন। চারিদিকে ভক্তগণ 'জয়রাধে জয়রাধে' বলিয়া নাচিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ের অঙ্গে পুলক, আরক্তিম নয়ন যুগল হইতে জলধারা বহিয়া গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ভাব-গদগদ কণ্ঠে কত কি প্রার্থনা করিতেছেন। সঙ্গীগণ প্রেমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন আর বাবাজী মহাশয়ের সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিখানি দেখিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইনি কীর্ত্তনে আরও অনেকবার শাড়ী পরিয়াছেন। কিন্তু এমন অপরূপ রূপ আর কখনও হয় নাই। সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন, যেন বাবাজী মহাশয়ের মূর্ত্তি বলিয়াই কেহ স্থির করিতে পারিতেছেন না। বহুক্ষণ পরে বেলা আন্দাজ সাড়ে বারোটার সময় কীর্ত্তন শেষ করতঃ শাড়ীখানি নবদ্বীপের হাতে দিয়া কি বলিলেন। নবদ্বীপ ঘরে গিয়া জয়গোপালকে শাড়ীখানি পরাইয়া দিলেন। কেহ কেহ উহার হাতে তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন। তখন নবদ্বীপ উহার হাত ধরিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে সমর্পণ করিলে ইনি ভাবগদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'রাধারাণীর কৃপাদত্ত বস্তু যত্নে রাখিও; আনন্দ পাইবে। আমার ভাগ্যে হইল না, প্রভু তোমাদিগকে কৃপা করিলেন সুখের বিষয়, কেবল বেশ করিলেই হইবে না, বেশোচিত কার্য্য করা চাই। সখীভাব অঙ্গীকার করিতে হইলে সম্পূর্ণ আত্মসুখ-বিবর্জ্জিত নিষ্কাম ব্রজগোপীদিগের ভাব, স্বভাব, ইচ্ছা ও অহঙ্কারের আনুগত্যে হৃদয় গঠিত করিয়া সাধন করিতে পারিলে তদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। সর্ব্বদা দাসীভাব হৃদয়ে ধারণা করিয়া কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধরূপে তদ্‌যোগ্য আচরণ করা প্রয়োজন। ভাবানুযায়ী স্বভাব গঠিত করিতে না পারিলে ভাব স্থায়ী হওয়া কঠিন। স্বভাব গঠন করিবার প্রধান উপায় সেবা অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানে শ্রীমূর্ত্তির কায়িক, বাচিক ও মানসিকরূপে প্রাণীমাত্রে শ্রীগুরুর প্রকাশ জ্ঞানে, বৈষ্ণব কৃষ্ণ অভিন্ন বোধে অবিচারে সেবা করিতে পারিলে অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে।' ইত্যাদি বহু প্রকার উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে লাগিলেন। নবদ্বীপদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার কি নাম রাখা হইবে?'

বাবাজী। তোমাদের সকলের কি ইচ্ছা বল।

নবদ্বীপ। আমার ইচ্ছা 'ললিতা দাসী'।

সকলেই নবদ্বীপদাদার কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই হইতেই ললিতা দাসীকে কেহ 'সখী বাবাজী,' কেহ 'বউ বাবাজী,' কেহ 'দিদি,' কেহ 'মা' ইত্যাদি আপনাপন ইচ্ছানুরূপ নামে ডাকিতে লাগিল ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়, নবদ্বীপদাদা, গোবিন্দদাদা প্রভৃতি যাহাতে ইহার ভাবের পুষ্টি হয় সর্ব্বদা তদনুকূলে কার্য্য করিতে লাগিলেন।" ('চরিতসুধা,' ২য় খণ্ড)

একবার বড় বাবাজী মহাশয়ের উৎসবের সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে বসিয়া 'চরিতসুধা'র বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে পূজনীয় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে আমি অন্যরূপ জানি।" আমি তখন তাঁহাকে যাহা জানেন বলিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিলেন। সেখানে পূজনীয় নন্দদাদা এবং অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমি বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি জীবনীতে কোন্‌টি দিব?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তা আমি বলিতে পারিব না। গোঁসাই প্রভুরা আছেন এবং এ বিষয় জানেন এমন কেহ কেহ এখনও নীলাচলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তুমি যদি পার তাঁহাদের সহিত এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া ঠিক করিয়া লও। আমি যাহা জানি বলিলাম।" বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি পড়িলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয় সঙ্কটে। আমার পক্ষে কোন্‌টি গ্রাহ্য, কোন্‌টি ত্যাজ্য, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি বাবাজী মহাশয়ের বক্তব্যটি লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম—ঠিক হইয়াছে কি না। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক হইয়াছে।" আমি উহা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

আমার জীবনী প্রকাশের ব্যগ্রতা একটু হ্রাস পাইল, কারণ এই দুইটি বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে কোন্‌টি প্রকাশ করিব, কোন্‌টি প্রকাশ করিব না—এ বিষয় কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ১৩৪৭ সালে চৈত্র মাসে একবার বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে তাপং যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। সেখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পুরী যাই এবং ঝাঁঝপেটা মঠে কয়েক দিন থাকি। সেই সময় আমার লিখিত পাণ্ডুলিপিখানি বাবাজী মহাশয়কে আদ্যন্ত শুনাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। সেখানে প্রাচীন বাবাজী মহাশয়দিগের কেহ কেহ ছিলেন এবং গোস্বামী প্রভুরাও শুনিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগের নিকট দুইটিই বর্ণনা করিয়াছিলাম। তাঁহারা দুইটিই সমর্থন করিলেন। বলিলেন, বাবাজী মহাশয়ের বর্ণনাটি যে রাত্রে হয় তাহার পরের দিন দ্বিপ্রহরেই 'চরিতসুধা'র বর্ণিত ঘটনা ঘটে ; কাজেই উহার কোনটিই অসত্য নয়, কোনটিই বাদ দিও না।

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট গোপালকৃষ্ণের সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, পাঠকগণকে তাহা জানাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বাবাজী মহাশয় বলিয়ছিলেন, "গোপাল, রাধাবিনোদ, করুণা, শরৎ ও রঘুনাথদাস—এই কয়জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

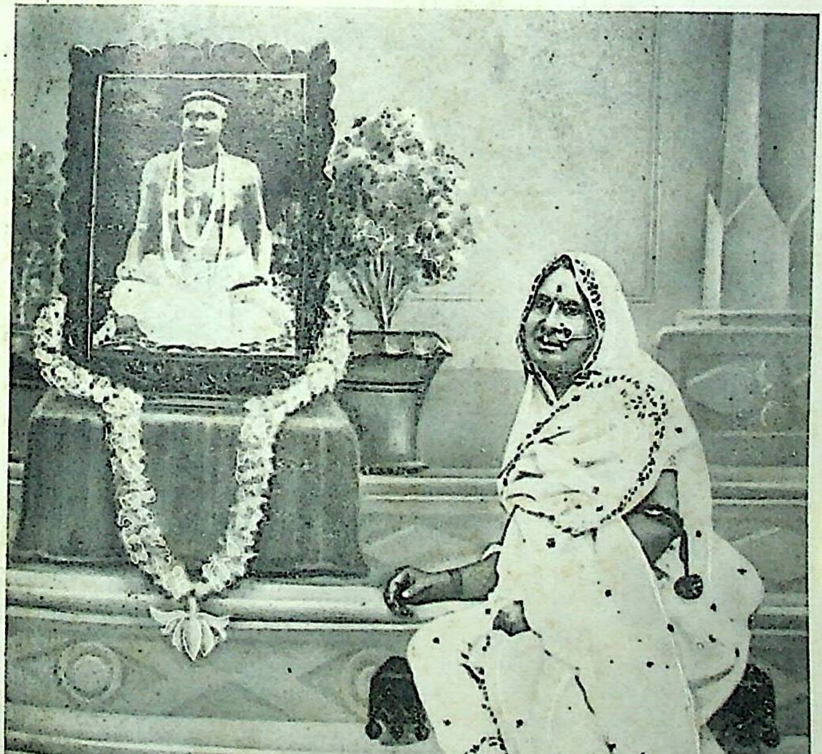

শ্রীমতি ললিতাসখী দাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলিয়া গোপনে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া গভীর রাত্রে অভিসার, রাস, অলস প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতেন। রসপুষ্টির জন্য এক একজন ভাবানুযায়ী বেশে সজ্জিত হইতেন। এক এক দিন ঐ অবস্থায় কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে এমন বিভোর হইতেন যে, নিজ নিজ স্বভাব ভুলিয়া বেশানুযায়ীভাবে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। কোনরূপ বাহ্যস্মৃতি থাকিত না। এই ভাবে এক দিন অলস কীর্ত্তন করিতে করিতে এমন আবিষ্ট হইয়া পড়েন যে, কীর্ত্তনান্তে সেই ঘরের মধ্যেই সজ্জিত শয্যায় শ্রীকৃষ্ণবেশী শরৎ ও শ্রীরাধিকাবেশী রাধাবিনোদ পরস্পর যুগলাবেশে শয়ন করিলেন। গোপাল ললিতার অভিমানে ঘরের এক কোণে বসিয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রাত্রটুকু অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে পক্ষীকুলের কলকূজনে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় গোপাল ছাড়া অপর সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজ নিজ বেশ ত্যাগ করিয়া একটু লজ্জিত অবস্থায়ই মঠের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু গোপাল ললিতার আবেশে এমন সুখের নিশি এত শীঘ্র শেষ হওয়ায় বিধিকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতরে বসিয়া লীলাস্মরণ করিতে করিতে সময়ানুযায়ী প্রাচীন পদ গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। এদিকে বেলা বাড়িতে লাগিল, বড় বাবাজী মহাশয় সকলকেই দেখিতেছেন, কিন্তু গোপালকে দেখিতে পাইতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, গোপাল ঐ ঘরের মধ্যে আছেন। তখন তিনি নিজে তথায় যাইয়া গোপালকে বাহিরে আসিতে বলিলেন, কিন্তু গোপাল ঘরের বাহির হন না। বাবাজী মহাশয় তখন নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই

১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন গোপাল বাহিরে আসিলেন না, তখন যেন একটু ক্রোধাবেশেই বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে, "তুমি উহাকে কেন তিরস্কার করিতেছ? যে কারণে ও লজ্জায় বাহির হইতে পারিতেছে না, তোমার সে অবস্থা হয় নাই বলিয়া কি তুমি উহাকে শাসন করিতেছ? তুমি গুরু, তোমার হইল না আর শিষ্যের হইল, ইহাতে কি তুমি ক্ষুণ্ণ হইয়াছ? ও যে ভাবে বিভোর আছে তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এখন উহার সেই ভাবের যাহাতে পুষ্টি হয় তাহা করা।" এই ইঙ্গিত পাইয়া বাবাজী মহাশয়ের মনোভাব যেন আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি গোপালকে অভয় দিয়া বলিলেন, "তুমি বাহিরে এস, তোমার কোনও ভয় নাই। কোনরূপ সঙ্কোচ করিবারও তোমার কারণ নাই। আমি এখন হইতে সকলকে লইয়া যাহাতে তোমার ভাবপুষ্টি হয় তাহাই করিব।" এইবার গোপাল কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে পতিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় ভাববিহ্বল কণ্ঠে "এস এস" বলিয়া তাঁহাকে বাহু পশারিয়া তুলিয়া লইলেন। উপস্থিত ভক্তগণ 'গৌর হরিবোল' ধ্বনি করিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, গোপালের তখনও সেই আবেশানুরূপ বেশ বর্ত্তমান ছিল।

'চরিতসুধা'র বর্ণনা এবং শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের বর্ণনা ভিন্ন প্রকারের হয়। কিন্তু নীলাচলধামে কয়েক জন বৃদ্ধ বৈষ্ণব বলিলেন, "দুইটিই ঠিক। যেদিন রাত্রে গোপালের ঐরূপ ভাবান্তর হয় তাহার পরদিন মধ্যাহ্নেই কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে বড় বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপদাদার হাত দিয়া শাড়ীখানি তাঁহাকে পরাইয়া দেন এবং 'ললিতা দাসী' নাম প্রদান করেন।" পূর্ব্বরাত্র হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ললিতার ভাবাবেশে গোপাল তন্ময় হইয়াছিলেন, এখন ভাবানুযায়ী বেশ ও নাম পাইয়া ভাবের পরিপুষ্টিই হইল। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন।

সাধারণতঃ ইঁহারা একটা মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া কীর্ত্তনাদি করিতেন, মধ্যে মধ্যে উহার একটা ধার পিঠের উপর দিয়া মাথায় দিয়া নৃত্য করিতেন। সে সময় হঠাৎ উঁহাদিগকে কেহ দেখিলে স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

বড় বাবাজী মহাশয় গোপালের স্থির ধীর ভাব, সেবানৈপুণ্য ও লীলানুভবাদি দেখিয়া প্রায়ই বলিতেন, "জয়গোপালের যাহা কিছু লাভ হইয়াছে, একমাত্র অকপটে চৈতন্যদাসের সেবার ফলে।" এই চৈতন্যদাস, বড় বাবাজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শুনিয়াছি, শেষ-জীবনে গৃহিণীরোগে নীলাচলধামেই রথযাত্রার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে উঠিবার পূর্ব্বক্ষণেই ইনি দেহ রক্ষা করেন। এও এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী। জগন্নাথদেব রথে চড়িয়া গুণ্ডিচায় যান। গুণ্ডিচাই যেন শ্রীবৃন্দাবন। জগন্নাথ বৃন্দাবন যাইতেছেন, তাহার পূর্ব্বক্ষণেই চৈতন্যদাস যেন বৃন্দাবনবিহারীর লীলায় প্রবেশ করিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় যেন এই ভাবের ইঙ্গিত করিয়াই বলিয়াছিলেন, "চৈতন্য বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছে।"

গোপাল গৃহত্যাগ করিয়া নানা তীর্থ পরিভ্রমণের পর নীলাচল-ধামে আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই মিলনের পূর্ব্বে বড় বাবাজী মহাশয়েরই কৃপাপ্রাপ্ত নবদ্বীপদাস ও গোবিন্দদাস এই দুইজন গোপালকে অনেক কিছু কৃপা করিয়াছিলেন। গোপাল এ কথা বিস্মৃত হন নাই। সখীবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থানকালে মধ্যে মধ্যে আমরা তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, "নবদ্বীপ দাদা" বলিতে কেমন যেন ভাবে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। অনেক সময় ভাবাবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিত এবং নয়নধারায় প্লাবিত হইতেন। 'চরিতসুধা'য় নবদ্বীপদাদার প্রতি নিবেদনটি পাঠ করিলে এ বিষয় সম্যক অবগত হওয়া যায়।

সখীবেশ-ধারণের পর গোপালকৃষ্ণ দুইবার মাকে দেখা দিয়াছিলেন। একবার শ্রীশ্রীমৎ বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত ভবানীপুরে, আর একবার কোঁড়ারবাগানে। ভবানীপুরে যখন আসিয়াছিলেন, তখন অন্যান্য অনেকের সহিত হাওড়া সালিখা-নিবাসী হরিদাস বাবাজী মহাশয়ও ছিলেন। বোধ হয় সেটা ১৩০৭ কিংবা ১৩০৮ সালের ফাল্গুন চৈত্র মাসে হইবে। সেবারে বড় বাবাজী মহাশয়ের শুভাগমনে 'ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা'য় যে কীর্ত্তনানন্দের স্রোত বহিয়াছিল, ভবানীপুরবাসী বহুদিন তাহা ভুলিতে পারেন নাই। ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরী হইতে নবদ্বীপ যাইবার সময় গাড়ী না পাওয়ায়, হাওড়া কোঁড়ারবাগানে দীনবন্ধুর বাটীতে দ্বিতীয় বার এক রাত্র বাস করিয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই গোপালের গর্ভধারিণী ও মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমি উপস্থিত ছিলাম।

ভবানীপুরে যখন আসিয়াছিলেন, সেই সময় একদিন আমাকে কোলের উপর বসাইয়া মাকে বলিয়াছিলেন, "ঠাক্রুণ! আপনার তো অনেক আছে, আমার ঘরে ছেলে নাই, এইটি আমাকে দিন না?" বলা বাহুল্য, মা এই কথা শুনিবামাত্র তাড়াতাড়ি আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া মাথায় গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিয়া "ষাট্ ষাট্, বাছা আমার লক্ষেশ্বর হঞ্যা ঘরে থাক্" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে নিজের কোলের মধ্যে বসাইয়া "তুই জাতনাশা, তোর ধর্ম্মকর্ম্ম নাই, তুই আমাদের ছুঁস্ না" ইত্যাদি বলিয়া গোপালকে অনেক কিছু শুনাইয়াছিলেন। তারপর হাওড়ায় যখন আসেন, তখন কাহারও সহিত বিশেষ কথাবার্ত্তা বলেন নাই। একটা মোটা সাদা চাদর গায়ে জড়াইয়া সারা রাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া বসিয়া বসিয়াই কাটাইয়াছিলেন। এইখানেই মা বলিয়াছিলেন, "গোপাল রে, তুই ঘরে ফিরে আয়।" সখীবেশধারী গোপাল একবার মাত্র বলিলেন, "আমার জাত নাই, আমি ঘরে ফিরিয়া কি করিব? আমাকে ছুঁইলে যে আপনাদেরও জাত যাইবে?" মা বলিলেন, "তুই ঘরে আয়, আমি তোকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আবার পৈতা দিয়া লইব।" গোপাল একটু হাসিলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না। কিছুতেই যখন গোপালকৃষ্ণের ঘরে ফেরার মত পাইলেন না, তখন বলিলেন, "তবে তুই অনুমতি দিয়ে যা, আমি দীনেশের বিয়ে দি।" গোপাল তখন কোন উত্তর দিলেন না। অনেক দিন পরে আমার বিবাহের সংবাদ দীনবন্ধুর এক শিষ্যা 'দক্ষবালা'র নিকট শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "মা ঠাক্‌রুণের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে? দীনেশের হাতে পায়ে বেড়ী পড়েছে? তা বেশ।" ইহার পর অনেকেই অনেক বার নবদ্বীপে গিয়া তাঁহার দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি আর আসেন নাই।

নবদ্বীপে আসিবার পর মা অনেক বার গোপালকে দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া দীনবন্ধুকে বলিয়াছেন, দীনবন্ধুও সাধ্যমত চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন কিন্তু গোপাল আসেন নাই, কি জানি কেন মাও নবদ্বীপে যাইতে কোনমতে রাজী হন নাই। শেষ-জীবনে মা "গোপাল গোপাল" করিয়া খুব আক্ষেপ করিতেন। এমন কি এক এক সময় অসহ্য হওয়ায় বলিতেন, "ওরে, তোর জন্য আমার বুকের মধ্যে যেমন জ্বলুনি হচ্ছে তোরও এই মত হবে।" এটা যে মায়ের অভিমানের উক্তি, তাহা বলাই বাহুল্য। দেহত্যাগ সময় মা সাতদিন শিবপুর ভড়পাড়া শ্মশানঘাটে গঙ্গাতীরে ছিলেন। সেই সময় একবার গোপালকে দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। যাহাতে গোপাল আসিয়া মাকে শেষ দেখা দেখিয়া যান, তাহার জন্য দীনবন্ধুও নবদ্বীপে সংবাদ দিয়াছিলেন; কিন্তু গোপাল আসিলেন না। শেষে লোকমুখে শুনা গিয়াছে, গোপাল নাকি বলিয়াছিলেন, "শেষ সময় যদি অসম্ভব একটা কিছু আদেশ ক'রে যান, আর আমি যদি সেটা পালন করতে না পারি, তা হ'লে আমার পক্ষে সেটা মহা মুস্কিলই হবে।" সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে যাহা বলে আমরা তাহাই শুনি। গঙ্গাতীরে মাতৃদেবী সাত দিন ছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৃতীয় দিন বৈকালে দীনবন্ধু মায়ের কাছে বসিয়া গীতা, ভাগবত, রামায়ণ প্রভৃতির ভাল ভাল কথা বলিতেছেন, এমন সময় মা দীনবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল এখন কি ভাবে আছে?" দীনবন্ধু সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, "সে সৎসঙ্গেই জীবন-যাপন করিতেছে। সকলেই তাহার ব্যবহারে সুখী। ভজনসাধনে আপনার গোপাল খুবই উন্নত হইয়াছে।" মা ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন এবং শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ষষ্ঠ রাত্রে সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর যা বলেছিলেন, সবগুলিই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাক্ ও সুখে থাক্, আমি পোড়াকপালী, জ্বালায় জ্বলি।" অভিমানভরে সময় সময় অনেক কটুবাক্য গোপালকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, "না না, তুই সুখে থাক্, তুই সুখে থাক্।" ইত্যাদি।

মাতাঠাকুরাণীর জীবিতাবস্থায় আমার শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইবার উপায় ছিল না। কারণ মায়ের ধারণা, আমি গোপালদাদার সঙ্গ পাইলেই এদিকের সব ভুলিয়া যাইব। তাই তিনি আমাকে কিছুতেই নবদ্বীপে যাইতে দিতেন না, আমিও দু'চারবার বলিয়া মত না পাওয়ায় আর বিশেষ আগ্রহ দেখাইতাম না। দীনবন্ধু-দাদা বলিতেন, "মা যাতে সন্তুষ্ট হন তাই কর ভাই।" কাজেই অন্য সময় যেমন তেমন, কোন উৎসবপর্ব্বেও যাইবার ইচ্ছা হইলে আর কিছু না বলিয়া দীনবন্ধুদাদার কথা স্মরণ করিয়া চুপ করিয়াই থাকিতাম।

এখন তো আর মা ইহজগতে নাই, কাজেই বাধা দিবে কে? তাই দাদার অনুমতি লইয়া একবার নবদ্বীপ গেলাম। সেটা বৈশাখ মাসের শেষ বলিয়াই মনে আছে। বাগানবাড়ীতে সে-সময় কি একটা উৎসব। সেই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। আমার পরিচিত হাওড়া কোর্টের উকীল পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও আমার সহিত গিয়াছিলেন। বাগানবাড়ীতে তখন বাহিরের সমাগত ভক্তবৃন্দের থাকিবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, কাজেই আমি পরেশবাবুর সহিত শ্রীবাসঅঙ্গনের প্রভুদের বাড়ীতেই রহিলাম। কীর্ত্তনের সময় বা পরেশবাবুর সহিত সখীজীর যখন কথা-বার্ত্তা হয়, তখন আমিও তাঁহার সহিত বাগানবাড়ীতে উপস্থিত থাকি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলিতে হইল—আমি যদিও সখীজীর কনিষ্ঠ, তথাপি কি জানি কেন দেখা হইলেই সখীজী আমাকে দণ্ডবৎ করেন। আমার ইহা মোটেই ভাল লাগে না, প্রাণে বড়ই ব্যথা পাই। পরেশবাবু বা অন্যান্য যাঁহারা আমার পরিচয় জানেন, তাঁহারা এ বিষয়ে আপত্তি জানাইয়া সখীজীকে বলেনও; কিন্তু তিনি কাহারও কোন আপত্তি শোনেন না। তিনি বলেন, "ওঁরা উচ্চবংশসম্ভূত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আমি গোয়ালিনী, আমার তো ওঁদের সম্মান করাই উচিত।" ইত্যাদি। আমি দূরে দাঁড়াইয়া শুনি আর ভাবি—"এই কি আমার সেই গোপালদাদা? আমার বাল্যকালের প্রতিটি আবদার যিনি হাসিমুখে প্রাণপণ চেষ্টায় রক্ষা করিতেন ইনি কি সেই?"

দুই দিন এই ভাবে গেল। তিন দিনের দিন কয়েকটি ভক্তের সহিত সখীজী 'মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় আমরা সেখানে উপস্থিত। সখীজী আমাদের দেখিতে পান নাই, আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া আলোচনা শুনিতেছি। সখীজী বলিতেছেন, "শ্রীভগবানে নিবেদিত যাহা কিছু, তাহাই মহাপ্রসাদ। যে কেহ উহা স্পর্শ করুক না কেন, উহাতে মহাপ্রসাদ নষ্ট হয় না। এমন কি—

'কুক্কুরাণাং মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ'।"

কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রায়ই বলিতেন—

'কৃষ্ণে নিবেদিত যে কিছু হইবে।
মহাপ্রসাদ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিবে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শদোষে কৃষ্ণপ্রসাদ নষ্ট নাহি হয়।
নষ্ট দোষ ঘটাইলে নরক নিশ্চয়' ॥"

এই ভাবের আলোচনা হইতেছে, এমন সময় পরেশবাবুকে দেখাইয়া একটি ভক্ত সখীজীকে কি যেন বলিলেন; অমনি সখীজী আমাদের দিকে চাহিয়া—"আস্থন আস্থন" বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া পরেশবাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া দণ্ডবৎ করিলেন। পরেশবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও এক পাশ দিয়া হাত বাড়াইয়া সখীজীর চরণধূলা লইয়া মস্তকে লইলেন। অবশ্য আমিও আমার সঙ্গীর অনুসরণ করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ চরণে হাত লাগিবার পূর্ব্বেই "জয় গুরু জয় গুরু" বলিতে বলিতে সখীজী উঠিয়া সরিয়া গেলেন। পরেশবাবু ছাড়িলেন না, তিনি সখীজীকে বলিলেন, "দিদি! কেন তুমি এমন ক'রে আমাদের অপরাধী কর বল দেখি?" আমাকে দেখাইয়া পুনরায় বলিলেন—"ঐ দেখ দেখি, দীনেশ ভয়ে জড়সড় হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে?" এবার সখীজী বলিলেন, "কেন, এতে ভয়ের কি আছে? আমি তো ওঁকে কিছু করি না, ওঁর পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে আমি দণ্ডবৎ প্রাণামাদি করি। উনি আমার স্নেহের পাত্র, তবে গলায় ঐ যে জাতসাপ (যজ্ঞসূত্র) ঝুল্‌ছে ওইটাকেই আমার ভয়; কখন ফোঁস্ ক'রে ওঠে তার ঠিক কি?" এই কথা শুনিয়া সকলেই "গৌর হরিবোল" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পুনরায় কিছু সময় পূর্ব্ব-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়া তখনকার মত আলোচনা বন্ধ হইল। ভক্তগণও নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। এই ভাবের বহু ঘটনা বাগানবাড়ীতে বসিয়া ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু-শাস্ত্রমুখে আমরা শুনিতে পাই, গোপী-আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর্ত্তব্য। এই আনুগত্য নানা জনে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মহাভাবস্বরূপিণী অশেষ করুণাময়ী শ্রীরাধারাণী করুণা করিয়া এই গোপীভাব প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবার যোগ্য করিয়া না লইলে শুধু বেশ ধারণে বা লোক-দেখানো আচরণে কিছুই হইবে না। গোপালকৃষ্ণ যে নিজ ইচ্ছায় সখীবেশ ধারণ করেন নাই, ইহা আমি পূর্ব্বোল্লিখিত তাঁহার সখীবেশধারণ প্রসঙ্গে-বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছি। কৃপাময়ী শ্রীরাধারাণীর অপার করুণায় গোপালকৃষ্ণ বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশোচিত সাধনার শক্তিও লাভ করিয়াছিলেন, এই করুণাবলেই তিনি সর্ব্বপ্রকার বিরোধী শক্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বৈষ্ণবজগতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব-সাধনার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সাধনার এই সকল নিগূঢ় তত্ত্বের কথা সাধারণ লোকের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না; তাই "ললিতা সখী" সম্বন্ধে কোন কোন মহলে অল্পবিস্তর বিরুদ্ধ আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা মোটেই বিচিত্র নয়।

'ললিতা সখীর পূর্ব্বশ্রম-কাহিনী' সাধ্যমত বিবৃত করিলাম; তাঁহার সাধন-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই; বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু জানা থাকিলেও ধারাবাহিক বিবরণ আমার জানা নাই। ললিতা সখীর নিত্যসঙ্গী যাঁহারা, যাঁহারা তাঁহার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সাধনার কাহিনী লিখিবার যোগ্যতম ব্যক্তি; এমন যোগ্য ব্যক্তি অনেকেই এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সচেষ্ট হইলে পাঠকসাধারণের 'সখীজী'কে সম্পূর্ণ জানিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সুবিধা হইবে। আমিও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি; যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে সখীজীর সাধনার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল; শ্রীভগবান আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন কি না বলিতে পারি না। এই দুরূহ কার্য্যের জন্য প্রয়োজন সখীজীর নিত্যসঙ্গীগণের পূর্ণ সহযোগিতা। যিনি যতটুকু জানেন, ততটুকু বিবরণ দিয়াই তিনি আমাকে সাহায্য করিতে পারেন। এ বিষয়ে সখীজীর অগণিত সঙ্গীর সাহায্যলাভে কি আমি বঞ্চিত হইব?

পাঠকগণ, ক্ষমা করিবেন। আমার অযোগ্য লেখনী মহাপুরুষের বাল্যজীবনের কয়েকটি মাত্র ঘটনা দিক্‌দর্শনরূপে লিপিবদ্ধ করিল। ভাষার ও ভাবের অভাব প্রতি ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হইবে। আমার বিনীত নিবেদন, বিষয়ের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া নিজ নিজ মহত্ত্বগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন। আপনারা অদোষদর্শী, সেই ভরসাতেই আমি সর্ব্ববৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এইখানেই আমার লেখনী নিরস্ত করিলাম।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যয়েব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গার্পণমস্তু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট ও বংশতালিকা

আন্দুলের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোপালকৃষ্ণের জন্ম-পত্রিকা বিচার করিয়া সংক্ষেপে যে মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহার অবিকল নকল পাঠকগণের গোচরার্থে মুদ্রিত করিলাম।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ সাল ২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা। শকাব্দা ১৭৯৫।২।২৬।২৯।১১ ॥

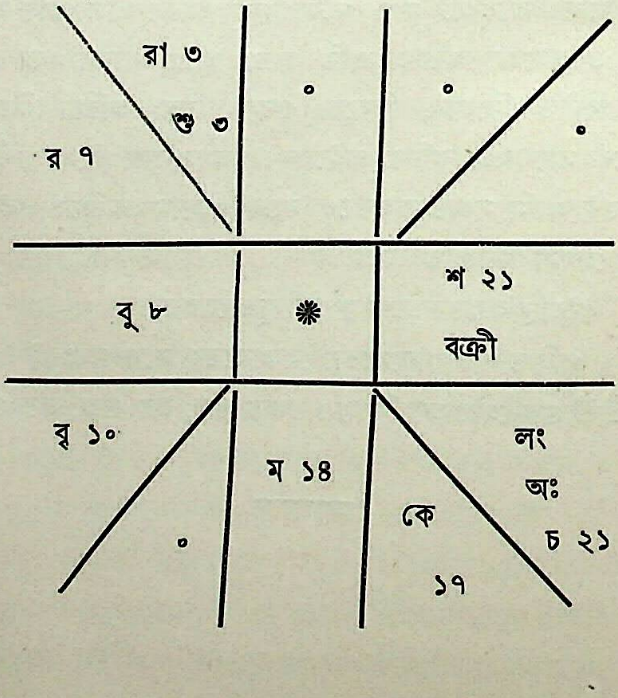

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতাহঃ	পরাহঃ
দিবা ৩৩।২১	৬।২১।১
৫।২০।২৭	১৬।১৮।৪৩
১৫।২১।৫০	১২।৮।৫৮
১৭।৬।৫৩	৪৮।৩।২৮
৪৪।১।২৭	বিং রবি ভোগ্য ৫।৩।৫

লগ্ন হইতে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান বিদ্যা, জ্ঞানলাভ প্রভৃতি অনুমিত হয়। বন্ধুস্থানাধিপতি নবমে মিত্রক্ষেত্রে থাকায় রাজযোগের যোগী বন্ধু হইবে আর ঐ বন্ধুস্থানে শনির পূর্ণদৃষ্টি থাকায় বহুসিদ্ধ পুরুষের সাক্ষাৎলাভ এবং বহু কঠোর তপস্বী সাধুসঙ্গ যোগ আছে। লগ্নে চন্দ্র বৃহস্পতি দ্বারা পূর্ণদৃষ্টি এবং সুখস্থানে শনির পূর্ণদৃষ্টি হেতু গরীব দুঃখী প্রতিপালন, সন্ন্যাসী ফকিরের সেবা ও অতিথিসৎকারে বিশেষ মনোযোগী হইবার লক্ষণ সূচিত হইতেছে। আর নিজ অলৌকিক প্রতিভাগুণে অতি অল্পকাল মধ্যেই জাতক একজন মহাপণ্ডিত ও পরম ভগবৎভক্ত বলিয়া জগতে পরিচিত হইবে।

জাতকের লগ্নে চন্দ্র থাকিয়া বৃহস্পতি দ্বারা পূর্ণদৃষ্টি পাইয়াছে এবং মঙ্গল দৃষ্ট শনি চতুর্থ স্থানে দৃষ্টি করার ফলে জাতককে গৃহী হইয়াও আসক্তিশূন্য বৈরাগ্যভাবের যোগ ঘটাইয়াছে। জাতক কর্ম্মপ্রিয় হইবে এবং কাজের ঝোঁকে কাজ করিয়া যাইবে, ফলপ্রাপ্তির দিকে দৃষ্টি থাকিবে না। গুরুদেবের কৃপায় কোনও স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রদ্বারা সিদ্ধিলাভ করতঃ এক অভিনব ভাব প্রকাশের সুযোগ লাভ করিবে। এবং নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারা আপামরসাধারণের মনকে সহজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। সপ্তম স্থান পত্নীবোধক। লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থানে পাপ-গ্রহ রবির অবস্থান হেতু এবং পত্নীকারক শুক্র শত্রু ভাবস্থ হওয়ার ফলে চিরকুমার যোগ সূচিত হইতেছে।

জাতকের ব্যয়াধীশ গ্রহ মঙ্গল একাদশ স্থানে বর্ত্তমান আর ঐ ব্যয়স্থান রাহু ও শুক্রের পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিয়াছে এবং বৃহস্পতির ত্রিপাপদৃষ্টির ফলে একজন প্রসিদ্ধ দানবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ-যোগ পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণ যথা—

"ব্যয়েশে তদ্রিপুফগতে তত্র দৃষ্টে শুভৈগ্র্হৈঃ।
দানবীরো ভবেন্নিত্যং সাধুকর্ম্মসু মানব॥"

সূর্য্য হইতে দ্বিতীয় দ্বাদশে গ্রহ থাকায় এবং অন্যান্য গ্রহের যেরূপ অবস্থান দেখা যায় তাহাতে জাতকের সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন অনিবার্য্য। কিন্তু সন্ন্যাসী হইলেও বহু ভৃত্যের অধিপতি, ধনবান, বন্ধুবৎসল এবং রাজতুল্য সম্মানের অধিকারী হইবার লক্ষণ বিশেষ ভাবেই দেখা যাইতেছে। প্রমাণ যথা—

"সূর্য্যাদুভচরো বহুভৃত্যধনোবন্ধুনামাশ্রয়ঃ
নৃপ পূজ্যো ভূনক্তি ভোগানুর্ভর্চ্চ্যং।"

পত্নীস্থানাধীশ বুধ অষ্টমে এবং শুক্র রাহুযুক্ত মঙ্গল দৃষ্ট হওয়ায় জীবনে পত্নীসুখে বঞ্চিত এবং ব্যয়পতি মঙ্গল পুত্রস্থানকে দৃষ্টি দেওয়ায় পুত্রসুখে বঞ্চিত যোগ দেখা যায়, কিন্তু উক্ত পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকায় বহুজনকে পুত্রবৎ পালন যোগ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রে ইহাকে পালক-পুত্র যোগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ত্রিকোণে মিত্রক্ষেত্রস্থ কেন্দ্রাধিপতি গুরু জাতককে বেদান্ত-বেদবিদ্ করিয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বেদান্ত পরিশীলঃস্যাৎ কেন্দ্র কোণে গুরৌ যদি।"

ইহার এই যোগ বিশেষভাবে ঘটিয়াছে, কাজেই জাতক যে এককালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। লগ্নে চন্দ্র ও দেবগুরু বৃহস্পতির দৃষ্টিহেতু জাতক কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, শুদ্ধাচারী, দাতা ও বহুজনপোষক, নৃপপূজ্য, সদাসুখী, দেবদ্বিজ-আরাধনতৎপর এবং ধনী হয়। প্রমাণ যথা—"কবিঃ সুগীতঃ প্রিয়দর্শনঃ শুচির্দাতা চ ভোক্তা নৃপপূজিতঃ সুখী। দেবদ্বিজারাধনতৎপরো ধনীভবেন্নরো দেবগুরৌতনুস্থে।" জাতকের এই সকল যোগগুলি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলাম।

রবিভোগ্য—	৫।৩।৫
চন্দ্রদশা—	১০।০।০
	১৫।৩।৫
মঙ্গলদশা—	৭।০।০
	২২।৩।৫
রাহুর দশা—	১৮।০।০
	৪০।৩।৫
বৃহস্পতির দশা—	১৬।০।০
	৫৬।৩।৫
শনির দশা—	১৯।০।০
	৭৫।৩।৫

মঙ্গলের দশার শেষ হইতে পিতৃবিয়োগ, দেশত্যাগ, সৎগুরুসঙ্গ লাভ, নানা দেশ ভ্রমণ এবং প্রিয়জন হইতে বিচ্ছেদ যোগ লক্ষিত হয়। স্থূল দশা শনি, ইহার সহিত বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় জাতকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনহানি যোগ দেখা যায়। ৭০ হইতে ৭২ বৎসরের মধ্যে রাহু অন্তর্দ্দশায় থাকিবে এই সময় জাতক কোনরূপ গুহ্যব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে পারে। অলমিতি।

(স্বাক্ষর) শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

PRESENTED

"বংশতালিকা"

প্রাচীনদের নিকট শুনিয়াছি, আমরা ফেরধরার (ফেদ্‌রা) কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তীর সন্তান। তাহার পূর্ব্বের কিছু পাই নাই, তাই এই চক্রবর্ত্তী মহাশয় হইতেই তালিকা দিলাম।—

কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তী
|
রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তী
|
রামদাস চক্রবর্ত্তী
|
রামগঙ্গা চক্রবর্ত্তী
(এই সময় হইতে ভট্টাচার্য্য লেখা হয়।)
|
গোপীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
(রামগঙ্গা নিঃসন্তানহেতু ভ্রাতা কালীচরণের পুত্র গোপীকৃষ্ণকে পোষ্যগ্রহণ করেন।)
|
কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য
(পত্নী গৌরসুন্দরী দেবী)
|
জগদ্বন্ধু, সর্ব্বমঙ্গলা, দীনবন্ধু, গোপালকৃষ্ণ, পুত্র (২৬ দিনে মৃত্যু), চন্দ্রকলা, শশীকলা, দীনেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

কীর্ত্তন-গীতি সংগ্রহ	(১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ)	২৲
ঐ	(২য় খণ্ড)	যন্ত্রস্থ
প্রেমানন্দ সংবাদ	(১ম খণ্ড)	॥৹
ঐ	(২য় খণ্ড)	যন্ত্রস্থ
প্রাণের কথা	(১ম খণ্ড)	।৹
ঐ	(২য় খণ্ড)	যন্ত্রস্থ
শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্	(২য় সংস্করণ)	যন্ত্রস্থ
পঞ্চগীতা		।৶৹

স্কন্দপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-সংবাদ

(মূল ও বঙ্গানুবাদসহ)

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পাঁচালী

(যন্ত্রস্থ)

সকল পুস্তকেরই ডাকমাশুল পৃথক

প্রাপ্তিস্থান :—

মাশিলা "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাওড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi